কৃষ্ণভক্তিরসামৃতম্



শ্রীতারাকুমারকবিরত্ন-বিরচিতম্।

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে"॥ (শ্রীধরস্বামী)

—'কৃষি' শব্দে 'সৎ' এবং 'ণ' শব্দে 'নির্বৃতি' অর্থাৎ চিদানন্দ। 'কৃষি' এবং 'ণ' এই দুই শব্দের সংযোগে 'কৃষ্ণ' শব্দের উৎপত্তি। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের নাম 'কৃষ্ণ'।

কৃষ্ণভক্তিরসামৃত

শ্রীতারাকুমারকবিরত্ন-বিরচিত

বঙ্গভাষানুবাদ প্রভৃতির সহিত।

Calcutta.

PRINTED AND PUBLISHED BY

J. N. BANERJEE & SON, BANERJEE PRESS,
119, OLD BOYTAKHANA BAZAR ROAD,

সংবৎ ১৯৪৯।

उत्सर्गः ।

ओम्

कृष्णाय स्वाहा ।

आशीर्व्वादः ।

गृहाण काकिनाधीश श्रीमन् महिमरञ्जन ।
आशीर्व्वादसहस्राणि कृतज्ञहृदयस्य मे ॥
भक्तेभ्यो यत्त्वया दातुं कृष्णभक्तिरसामृतम् ।
प्रकाशितं स्ववित्तेन गुणैर्बद्धोऽस्मि ते ततः ॥
भूतकारुण्यशान्तात्मन् सच्चिदानन्दसेवक ।
लोकद्वयजयी पुण्यैर्जीयास्त्वं शाश्वतीः समाः ॥
द्योततेऽविचला नित्यं ध्रुवतारा यथा दिवि ।
तथानन्तपदोपान्ते भक्तिस्ते द्योततां सदा ॥

हर हर परदुःखं सौम्य सर्व्वैरुपायैः
कुरु कुरु करुणां त्वं सर्व्वजीवेष्वभिन्नाम् ।
चर चर परमेकं दुर्गतोद्धारधर्म्मं
तर तर तरपण्यैरात्मपुण्यैर्भवाब्धिम् ॥

ओम्

॥ श्रीजयोऽभ्युदयोऽस्तु ॥

इष्टदेवतापादानुध्यातस्य

श्रीताराकुमारशर्म्मणः ।

বিজ্ঞাপন।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"—নিতান্ত মূর্খও বিনাপ্রয়োজনে কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব আমার এ গ্রন্থরচনার প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তর এইমাত্র দিতে পারি,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

হৃদয় হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি; ভাল মন্দ সেই হৃদয়েশ্বরী ইষ্টদেবতাই জানেন।

কাকিনাধিপতি ভগবদ্ভক্ত শ্রীমান্ রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বিনামূল্যে বিতরণার্থ নিজ-ব্যয়ে ইহা প্রচারিত করিলেন।

এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এই গ্রন্থে ভগবানের যে সকল নাম আছে, তাহার একটীও সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য নহে, সকল সম্প্রদায়ের সমান উপাস্য ভাবে গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকল নামের প্রকৃত অর্থ অনু-সারে ব্যবহার করিয়াছি। যোগদর্শী মহর্ষিগণ বিশ্বজনীন ভাবে ঐ সকল নামের সৃষ্টি করিয়া, ঐ সকল নামকে মানব-

মাত্রেরই সেবনীয় করিয়াছেন। ঐ সকল নামের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, সকলকেই একবাক্যে বলিতে হইবে,—

"ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ"। (মোহমুদ্গর)

তুমি আমি সর্ব্ব ঘটে একই ঈশ্বর,
তবে কেন বৃথা দ্বন্দ্ব কর পরস্পর।

অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, 'কৃষ্ণ' নাম শুধু এক সম্প্রদায়ের জন্য, সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় নহে। কিন্তু ঐ অমৃতময় নামের প্রকৃত অর্থ অবগত হইলে বোধ হয় উহা গ্রহণ করিতে কাহারও দ্বিধা হইতে পারে না। স্বয়ং বেদব্যাস 'কৃষ্ণ' নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
বিষ্ণুস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ কৃষ্ণো ভবতি শাশ্বতঃ"॥ (মহাভারত)

'কৃষি' শব্দে সত্তা, 'ণ' শব্দে পরমানন্দ; 'কৃষি' ও 'ণ'—এই উভয়ের সংযোগে 'কৃষ্ণ' নামের উৎপত্তি। অর্থাৎ ভগবান্ অনাদি অনন্তকাল বিদ্যমান এবং পরমানন্দময় বলিয়া 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত (১)। এইরূপ সকল নামের বিশ্বজনীন অর্থ ও বিশ্বজনীন ভাব।

---

(১) 'কৃষ্ণ' নামের আর দু একটী ব্যুৎপত্তি যথা,—"ভক্তানাং পাপাদিদোষান্ কৃষতি নিবারয়তি ইতি কৃষ্ণঃ"—যিনি ভক্তগণের সমস্ত পাপ তাপ নিবারণ করেন তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলে। "তেষাং দুর্লভানপি পুরুষার্থান্ আকর্ষতি প্রাপয়তি ইতি কৃষ্ণঃ"—যিনি ভক্তগণকে দুর্লভ পুরুষার্থ প্রদান করেন, তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলে। "কর্ষতি আত্মনি সর্ব্বলোকান্ ইতি কৃষ্ণঃ"—যিনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ আত্মমধ্যে আকর্ষণ করেন, তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলে। "কর্ষতি অরীন্ ইতি কৃষ্ণঃ"—যিনি দুষ্টের দর্প হরণ করেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ'। ইত্যাদি।

এই গ্রন্থের শেষে ভগবানের নামাবলী-ব্যাখ্যা দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঐ প্রবন্ধটী সুদীর্ঘ হওয়ায় বাহুল্যভয়ে প্রদত্ত হইল না। ফলে, যাঁহার যে নামে ডাকিতে প্রাণ চায়, তিনি সেই নামেই তাঁহাকে ডাকুন, তিনি মূলে ঠিক্ থাকিলেই হইল।

"যেনৈব নাম্না নন্নু যত্র তত্র
ভক্ত্যা তমুদ্দিশ্য বলিং প্রযচ্ছ।
স তৎপদং যাস্যতি বিশ্বমূর্ত্তেঃ
ব্যাপ্তং যতো বিশ্বমিদং পদেন" ॥

যে নামে যেখানে ইচ্ছা হইবে তোমার,
ভাই রে! তাঁহারে তুমি দাও উপহার;
ভক্তিভাবে যথা ইচ্ছা যে নামেই দিবে,
তব উপহার তাঁর পদেই পড়িবে;
বিশ্বরূপ বিশ্বাধার বিভু নারায়ণ,
পদতলে জুড়িয়া আছেন ত্রিভুবন।

(কৃষ্ণভক্তিরসামৃত, ৫৭ পৃষ্ঠা)

কলিকাতা।
নং ২৫, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।
৯ই চৈত্র। ১২৯৮ সাল।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

सूचीपत्रम् ।

ওঁম্

কৃষ্ণভক্তিরসামৃতম্।

আবাহনম্।

এহ্যেহি কৃষ্ণ সকৃদেব ভবাতিথিস্ত্বং
হে ভক্তবৎসল গৃহাণ নিমন্ত্রণং মে।
প্রেমাশ্রুপাদ্যপরিধৌতপদাম্বুজে তে
আত্মানমেব কুসুমাঞ্জলিমুৎসৃজামি॥ ১॥

ভকত-বৎসল হরি! লহ নিমন্ত্রণ,
বারেক আতিথ্য মোর কর হে গ্রহণ;
ধোয়াব চরণ তব প্রেমাশ্রুধারায়,
আত্মাকেই পুষ্পাঞ্জলি দিব তব পায়। ১।

এহ্যেহি কৃষ্ণ সকৃদেব ভবাতিথির্মে
পাদাম্বুজে তব নিবেদনমেতদেব।
প্রাণেশ হে হৃদয়কোমলপদ্মতল্পে
ত্বাং শায়য়ামি সুচিরং ন বিসর্জ্জয়ামি॥ ২॥

এই নিবেদন হরি! তোমার চরণে,
বারেক অতিথি হও আমার ভবনে;
হৃদয়-কমল-রূপ কোমল শয্যায়,
এস এস প্রাণনাথ! শোয়াব তোমায়;

চিরকাল শয়ন করহ আসি তায়,
হরি হে! তোমায় কভু না দিব বিদায়। ২।

विश्वजीवनविमोहनच्छविः कोऽसि देव यदुदेषि मे पुरः।
त्वां पिबामि हृदयेन निर्भरं तिष्ठ तिष्ठ सविधे क्षणं मम ॥ ३ ॥

মরি মরি কিবা রূপ ভুবনমোহন!
কে দেব! সম্মুখে আসি দিলে দরশন?
ক্ষণেক সম্মুখে মোর কর অবস্থান,
প্রাণ ভরি ও মাধুরী করি আমি পান। ৩।

छायारूपमिवात्मानं दर्शयन्नेव लीयसे।
पूर्णं दर्शय पूर्णात्मन् पूर्णो मेऽस्तु मनोरथः ॥ ४ ॥

ছায়া ছায়া হেন যেন চকিতের প্রায়
দরশন দিয়া হরি! লুকালে কোথায়?
পূর্ণরূপে পূর্ণব্রহ্ম! হও হে উদয়,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে দয়াময়!। ৪।

मयार्प्यते त्वच्चरणेऽयमात्मा प्रतीच्छ हे स्वस्य धनं स्वयं त्वम्।
किञ्चिन्निजत्वं नहि विद्यते मे यद्दीयते त्वच्चरणे मुकुन्द ॥ ५ ॥

এ আত্মা তোমার পদে করিনু অর্পণ,
তোমারি এ ধন তুমি করহে গ্রহণ;
কৃষ্ণ হে! তোমারি ধন দিনু তব পায়,
কি আছে আমার আমি দিব হে তোমায়?। ৫।

हृदासनमधिष्ठाय प्रसीद मम पूजया।
त्वयि प्रीते हृषीकेश क्लेशः संक्षीयतेऽखिलः ॥ ६ ॥

হৃদয়-আসনে মোর করি অধিষ্ঠান,
ভক্তের পূজায় প্রীত হও ভগবান্ ;
তুমি যদি হও প্রীত ওহে হৃষীকেশ !
ঘুচে যায় সমুদায় সংসারের ক্লেশ । ৬ ।

अथ वैष्णवलक्षणम् ।

शिवे शक्तिं शिवं शक्तौ वीक्ष्य यो रमते सदा ।
शिवशक्तिमये कृष्णे विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ १ ॥

শিব-মধ্যে শক্তি যেই করে দরশন,
শক্তি-মধ্যে শিব যেই হেরে অনুক্ষণ ;
শিবশক্তিময় কৃষ্ণে যে করে রমণ—
সদাই পরমানন্দে, বৈষ্ণব সে জন । ১ ।

आत्ममध्ये जगत् सर्व्वमिदं स्थावरजङ्गमम् ।
आत्ममध्ये च गोविन्दं यः पश्यति स वैष्णवः ॥ २ ॥

স্থাবর জঙ্গম এই নিখিল ভুবন,
যে জন আত্মার মধ্যে করে দরশন ;
যে জন আত্মার মধ্যে হেরে নারায়ণ,
প্রকৃত বিষ্ণুর ভক্ত জানিবে সে জন । ২ ।

आत्मा नारायणो ब्रह्म चात्मैव सकलं जगत् ।
अहं स सोऽहमित्येव यो जानाति स वैष्णवः ॥ ३ ॥

আত্মা নারায়ণ ব্রহ্ম, আত্মাই ভুবন,
'আমি তিনি' 'তিনি আমি' জানে যেই জন ;

এই আত্মজ্ঞানে যেই সদাই তন্ময়,
প্রকৃত বৈষ্ণব তারে জানিবে নিশ্চয়। ৩।

তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।
তন্ময়েনৈব ভাবেন যঃ পশ্যতি স বৈষ্ণবঃ॥ ৪॥

যে জন তন্ময়ভাবে হইয়া মগন,
তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ অধোভাগে নিখিল ভুবন—
একমাত্র বিষ্ণুময় করে দরশন,
একান্ত বিষ্ণুর ভক্ত জানিবে সে জন। ৪।

মলাধারং বপুর্যস্য হরিস্মরণমাত্রতঃ।
সুধাপূরায়তে সদ্যো বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে॥ ৫॥

এ দেহ নরককুণ্ড মলের আধার,
হরিনামে সুধাপূর্ণ সদ্য হয় যার;
হরিনামে যার প্রাণে সুধাস্রোত বয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব সেই জানিবে নিশ্চয়। ৫।

মকরন্দেঽরবিন্দস্য নিলীনইব ষট্পদঃ।
ভগবৎপ্রেম্ণি লীনো যো বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে॥ ৬॥

কমল-মধুর রসে যথা মধুকর—
নড়েনা চড়েনা লাগি থাকে গাঢ়তর;
তেমনি কৃষ্ণের প্রেমে লীন যেই হয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব সেই জানিবে নিশ্চয়। ৬।

যস্যাত্মা মোহনির্ম্মুক্তো বিধূমইব পাবকঃ।
প্রদীপ্যতে দিব্যভাসা বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে॥ ৭॥

কাটাইয়া ঘোরতর মোহ-অন্ধকার,
ধূমশূন্য হুতাশন সম আত্মা যার—
দিব্য তেজে প্রদীপ্ত হইয়া সদা রয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব তারে জানিবে নিশ্চয়। ৭।

मतिरूर्द्ध्वमुखी यस्य नैवाधो याति कर्हिचित्।
शिखा हुताशनस्येव विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ८ ॥

প্রজ্বলিত পাবকের শিখার মতন,
মতি যার ঊর্দ্ধদিকে থাকে অনুক্ষণ;
অধোদিকে কভু তাহা না করে গমন,
প্রকৃত বিষ্ণুর ভক্ত জানিবে সে জন। ৮।

लीलायते चन्द्रिकेव प्रोच्छलत्सिन्धुवीचिषु।
वैष्णवी यस्य वै भक्तिर्मानसे सहि वैष्णवः ॥ ९ ॥

উচ্ছলিত সাগরের তরঙ্গে যেমন,
মিশিয়া মিশিয়া খেলে চন্দ্রের কিরণ;
তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হৃদয়ে যাহার—
খেলিছে, বৈষ্ণব নাম সার্থক তাহার। ৯।

निर्द्वन्द्वो निर्ममो भूत्वा निष्कामेणान्तरात्मना।
ध्येयइत्येव तं कृष्णं यो ध्यायेत् सहि वैष्णवः ॥ १० ॥

সুখে দুঃখে সদা যার সমজ্ঞান হয়,
সংসারে মমতা মাত্র নাহি যার রয়;
ধ্যেয় বলি সেই কৃষ্ণে করে যেই ধ্যান—
নিষ্কাম হৃদয়ে, সেই বৈষ্ণব প্রধান। ১০।

সর্ব্বভূতময়ং বিষ্ণুং পশ্যন্ যোঽব্যভিচারিণীম্।
ভক্তিং সর্ব্বেষু ভূতেষু কুরুতে সহি বৈষ্ণবঃ॥ ১১॥

সর্ব্বভূতে নারায়ণে হেরি একাকার,
সর্ব্বভূতে ভক্তি যার রহে নির্ব্বিকার;
এরূপে সর্ব্বত্র যার বিষ্ণুভক্তি রয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব তারে জানিবে নিশ্চয়। ১১।

শ্রুত্বা হরিধ্বনিং যস্য দ্রবন্তি গিরয়োঽপি চ।
বিদীর্য্যন্ত্যপি দম্ভোলির্বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে॥ ১২॥

যার মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া,
তখনি গলিয়া যায় পাষাণের হিয়া;
বজ্রও বিদীর্ণ হয় যার হরিনামে,
বিষ্ণুভক্ত সেই জন এই ধরাধামে। ১২।

যস্য বৈ দর্শনাৎ স্পর্শাৎ সংজল্পাচ্চ সহাসনাৎ।
ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বপাপানি বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৩॥

যে সাধুর দরশন কিম্বা পরশন,
যার সনে সহবাস কিম্বা আলাপন;
অশেষ কলুষরাশি করয়ে হরণ,
সে জন জানিবে ভবে বৈষ্ণবরতন। ১৩।

অহৌ হারে মণৌ লোষ্টে বিষ্ঠায়াং চন্দনে তথা।
বৈষ্ণবং তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বত্র সমদর্শনম্॥ ১৪॥

বিষধরে আর হারে যার সমজ্ঞান,
যার কাছে মণি লোষ্ট উভয় সমান;

বিষ্ঠায় চন্দনে যার নাহি ভেদজ্ঞান,
সেই জন এ ভুবনে বৈষ্ণব প্রধান। ১৪।

একস্মিন্নপ্যথ বাহ্বাঽঙ্গং চান্যো লিম্পতি চন্দনৈঃ।
দ্বয়োরেব সমপ্রীতির্যঃ স বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ১৫॥

এক অঙ্গ একে করে কুঠারে ছেদন,
অন্য অঙ্গে অন্যে করে চন্দন লেপন;
সমকালে উভয়েই তুল্য প্রেম যার,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জগতে তাহার (১)। ১৫।

আত্মা যোগরথারূঢ়ো ভিত্ত্বা সংসারকুজ্ঝটীম্।
তৈজসে রমতে লোকে যস্যাঽসৌ বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ॥ ১৬॥

যোগ-রথে আরোহণ করি আত্মা যার,
ভেদ করিয়াছে ঘোর সংসার-আঁধার;
তেজোময় বিষ্ণুধামে করিছে বিহার,
প্রকৃত বৈষ্ণব নাম উপযুক্ত তার। ১৬।

হৃদয়েঽনাহতে চক্রে জ্ঞানমোঙ্কাররূপিণম্।
অব্যক্তং ধ্যানযোগেন যঃ পশ্যতি স বৈষ্ণবঃ॥ ১৭॥

---

(১) অর্থাৎ—যাহার এক বাহুতে এক ব্যক্তি কুঠার হানিতেছে, এবং অপর বাহুতে আর এক ব্যক্তি চন্দন মাখাইতেছে, এস্থলে যিনি সেই ছেদনকারীর অকল্যাণ এবং সেই চন্দনলেপনকারীর কল্যাণ কামনা না করিয়া যুগপৎ সেই ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়কেই সমান প্রেমে দর্শন করেন, সেই নির্ব্বিকার সাধুই প্রকৃত বৈষ্ণব।

হৃদয়ের অনাহত চক্রের মাঝারে,
অব্যক্ত ওঙ্কাররূপী সেই নিরাকারে—
ধ্যানযোগে নিত্য যেই করে দরশন,
সার্থক বৈষ্ণব নাম ধরে সেই জন (১)। ১৭।

কৃষ্ণপ্রেমামৃতৈর্নাম্না দেহঃ প্রেমাম্বুবারিভিঃ।
যস্যাভিষিচ্যতে নিত্যং বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেম-সুধাময় রসে নিরন্তর,
অভিষিক্ত হইতেছে যাহার অন্তর;
তিতিছে যাহার দেহ প্রেমাশ্রুধারায়,
সেই ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানিবে ধরায়। ১৮।

কৃষ্ণানন্দেন পূর্ণাত্মা কৃষ্ণানন্দেন পূর্ণধীঃ।
কৃষ্ণানন্দময়ং সর্ব্বং যঃ পশ্যতি স বৈষ্ণবঃ ॥ ১৯ ॥

---

(১) 'হৃদয়ের অনাহত চক্রের মাঝারে',—যোগশাস্ত্রকারেরা শরীরের অভ্যন্তরে যে ছয় প্রকার চক্র (ষট্‌চক্র) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে চতুর্থ চক্রের নাম 'অনাহত চক্র'। ইহার দ্বাদশটি দল অর্থাৎ পত্র, এবং ইহার প্রভা অরুণোদয়ের ন্যায়। এই চক্রের মধ্যে অযুত সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় ওঙ্কারশব্দরূপী ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করেন। আঘাত অর্থাৎ তাড়ন ব্যতিরেকেই এই ওঙ্কার শব্দ অব্যক্তভাবে স্বতই উদ্ভূত হয়, এজন্য ইহাকে 'অনাহত শব্দ' বলে, এবং এই অনাহতশব্দের আধার বলিয়া হৃদয়স্থিত এই নিগূঢ় স্থানকেও 'অনাহত চক্র' বলে। পরমানন্দনিকেতন শিবময় ওঙ্কাররূপী সেই পরমাত্মা হৃদয়ের এই নিভৃত গুহামধ্যে নিত্যই নিহিত আছেন। তিনি সকলের হৃদয়শায়ী হইলেও সমাধি ভিন্ন তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না। মুমুক্ষু যোগীরা মহাযোগে নিমগ্ন হইয়া সেই অব্যক্ত ওঙ্কারব্রহ্ম হৃদয়মধ্যে দর্শন করেন, এবং মানসে তদীয় পূজা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণানন্দে যার আত্মা নিত্য উছলিত,
কৃষ্ণানন্দে যার মন নিত্য পুলকিত ;
কৃষ্ণানন্দময় বিশ্ব হেরে যেই জন,
এ জগতে সেই সাধু বৈষ্ণব-রতন। ১৯।

यस्तृणीकृतसंसारो गिरिराज इवाचलः।
परमे पुरुषार्थेऽसौ वैष्णवः परिकीर्त्तितः॥ २०॥

এ সংসার তৃণতুল্য করিয়া গণন,
অটল অচল গিরিরাজের মতন—
যে জন কৈবল্য-পথে করে অবস্থান,
সে মহাপুরুষ ভবে বৈষ্ণব প্রধান। ২০।

अनन्तात् जायते विश्वमनन्ते च प्रलीयते।
इति विश्वरहस्यं यो बुध्यते स हि वैष्णवः॥ २१॥

অনন্ত হইতে বিশ্ব হইছে উদয়,
আবার অনন্তমাঝে পাইছে বিলয় ;
এ বিশ্ব-রহস্য যেই বুঝিবারে পারে,
প্রকৃত বৈষ্ণব বলি' জানিবে তাহারে। ২১।

विलीनं भौतिकं विश्वं यस्य विष्णुसमाधिना।
कर्म्म कर्म्मफलं चैव स वैष्णववरः स्मृतः॥ २२॥

বিষ্ণুপদে সমাহিত যাহার হৃদয়,
এ ভৌতিক বিশ্ব যার চক্ষে পায় লয় ;
কর্ম্ম কর্ম্মফল যার কিছু নাহি রয়,
পরম বৈষ্ণব সেই জানিবে নিশ্চয়। ২২।

রোগশোকপরীতাপাশ্ছায়ামপি বিলঙ্ঘিতুম্।
প্রভবন্তি ন যস্যাসৌ বিষ্ণুভক্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৩॥

রোগ শোক পরিতাপ আদি এ সংসারে,
ছায়াও যাহার নাহি লঙ্ঘিবারে পারে;
সর্ব্বদুঃখ-মুক্ত সেই সাধু মহাশয়,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি জানিবে নিশ্চয়। ২৩।

বিশ্বেশ্বরং বিশ্ববীজং বিশ্বরূপং জনার্দ্দনম্।
সাধয়ন্ সিদ্ধকামো যঃ স সাধুর্বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ॥ ২৪॥

বিশ্বরূপ বিশ্ববীজ বিশ্বের ঈশ্বর—
নারায়ণ সাধনা যে করে নিরন্তর;
সাধনা করিয়া যার সিদ্ধ হয় কাম,
সার্থক তাহারি ভবে বৈষ্ণব এ নাম। ২৪।

মোহং দম্ভোলিদুর্ভেদ্যং নির্ভিদ্য রমতে সদা।
যস্যাত্মা সচ্চিদানন্দে বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে॥ ২৫॥

কঠোর বজ্রেও যাহা ভেদিতে না পারে,
অভেদ্য সে মোহ যেই ভেদিয়া সংসারে—
নিত্যচিদানন্দে সদা করিছে বিহার,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জগতে তাহার। ২৫।

প্রলয়স্যাপি হুঙ্কারৈর্ম্মহাচলবিচালকৈঃ।
বিক্ষোভং নৈতি যস্যাত্মা বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে॥ ২৬॥

মহামহীধরগণে করি' উন্মূলন,
হুহুঙ্কারে আসে যদি প্রলয় ভীষণ;

তথাপি যাহার আত্মা ক্ষুব্ধ নাহি হয়,
প্রকৃত বিষ্ণুর ভক্ত সেই মহাশয়। ২৬।

रसयत्यनिशं यस्य रसनानलसा मुदा।
हरिनामामृतरसं विष्णुभक्तः स उच्यते॥ २७॥

ভুঞ্জিতে সানন্দে হরিনামামৃত-রস,
যাহার রসনা কভু না হয় অলস ;
দিবানিশি হরিনাম যে করেছে সার,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জানিবে তাহার। ২৭।

कृष्णप्रेमाम्बुसंसिक्तं यस्य नित्यं त्वगिन्द्रियम्।
सत्त्वोद्रेकात् कण्टकितं विष्णुभक्तः स उच्यते॥ २८॥

সদাই নিমগ্ন যেই কৃষ্ণ-ভাবনায়,
সর্ব্বাঙ্গ তিতিছে যার প্রেমাশ্রুধারায় ;
যে জন সাত্ত্বিক ভাবে নিত্য পুলকিত,
বৈষ্ণবরতন সেই জানিবে নিশ্চিত (১)। ২৮।

वीक्षते योगदृष्ट्या यो नित्यबुद्धमधोक्षजम्।
यन्मतिर्याति नान्यत्र विष्णुभक्तः स उच्यते॥ २९॥

অতীন্দ্রিয় নিত্যবুদ্ধ সেই নারায়ণ,
যোগনেত্রে অনুক্ষণ হেরে যেই জন ;

---

(১) 'সাত্ত্বিকভাবে'—মন যখন রজঃ ও তমোগুণের বিকার হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় স্বপ্রকাশ নারায়ণে বিশুদ্ধ-ভক্তিভাবে তন্ময় হয়, মনের সেই অবস্থাকে সাত্ত্বিকভাব বলে ; ভগবানে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবই সাত্ত্বিকভাব।

তাঁহা বিনা অন্য দিকে নাহি যার মতি,
যথার্থ তাহারি ভবে শ্রীকৃষ্ণে ভকতি (১)। ২৯।

বেদান্তরসসর্বস্বশূন্যো যো ধ্যায়তি নিরন্তরম্।
পূর্ণং নারায়ণং ব্রহ্ম বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৩০ ॥

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বিশ্বমূলাধার,
সেইমাত্র ধ্যান যার সেইমাত্র সার;
তাঁহা বিনা অন্য কিছু নাহি যার জ্ঞান,
সেই ত প্রকৃত সাধু বৈষ্ণব প্রধান। ৩০।

কৃষ্ণসেবী কৃষ্ণযাজী কৃষ্ণধীঃ কৃষ্ণপূজকঃ।
কৃষ্ণবিৎ কৃষ্ণভক্তশ্চ কৃষ্ণাত্মা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণই যাহার যজ্ঞ, কৃষ্ণই ভজন,
কৃষ্ণই যাহার বুদ্ধি, কৃষ্ণই পূজন,
কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ আত্মা, কৃষ্ণ যার প্রাণ,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি সেই ভাগ্যবান্। ৩১।

অহিতেঽপি হিতো নিত্যং প্রিয়বাক্ পরুষেঽপি যঃ।
বিষাত্মন্যমৃতাত্মা চ বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৩২ ॥

অহিতকারীর হিত যে করে সাধন,
নিষ্ঠুরভাষীরে কহে সুমিষ্ট বচন;

---

(১) 'অতীন্দ্রিয় নিত্যবুদ্ধ'—যিনি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অতীত, অথা যাঁহাকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, ভক্তি দ্বারাই দেখা যায়, সেই ভগবানকে 'অতীন্দ্রিয়' বলে। 'নিত্যবুদ্ধ'—যি সদাই জাগ্রৎ, অর্থাৎ অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল ব্যাপিয়া চৈতন্যরূে অবস্থিত।

বিষের বদলে সুধা যে করে প্রদান,
কে আছে বিষ্ণুর ভক্ত তাহার সমান ?। ৩২।

प्रदीप्यते दिव्यभासा सुमेरोर्हेमशृङ्गवत्।
सदैव हृदयं यस्य विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ३३ ॥

সুমেরুর স্বর্ণময় শিখরের প্রায়,
আত্মা যার দিব্য তেজে নিত্য শোভা পায় ;
যে জন অনন্ত ঊর্দ্ধে করিছে বিহার,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জানিবে তাহার। ৩৩।

शान्तिपुण्याम्बुसंसिक्ते भक्तिचन्दनचर्च्चिते।
विष्णुप्रतिष्ठां हृत्पीठे यः करोति स वैष्णवः ॥ ३४ ॥

শান্তি-গঙ্গা-জলে আত্মা করিয়া ক্ষালন,
ভকতি-চন্দন তাহে করিয়া লেপন,
সেই পীঠে নারায়ণে যে করে স্থাপন,
এ ভুবনে সেই জন বৈষ্ণবরতন। ৩৪।

यस्य जागर्त्ति हृदये सर्व्वभीतिहरो हरिः।
सदैवाश्वासपूर्णात्मा विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ३५ ॥

সর্ব্বভয়হারী সেই শ্রীমধুসূদন,
থাকেন জাগ্রৎ যার হৃদে অনুক্ষণ ;
সদাই আশ্বাসপূর্ণ যাহার অন্তর,
বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ সেই সাধুবর। ৩৫।

विश्वदास्यव्रतधरो निष्कामश्च सदा स्वयम्।
स्वानन्दभावे रमते यः स वैष्णव उच्यते ॥ ३६ ॥

বিশ্বের দাসত্ব-ব্রত যেই জন লয়, (১)
কর্ম্মফলে অণুমাত্র কামনা না রয় ;
আত্মারাম নাহি শোক নাহি দুঃখজ্ঞান,
বৈষ্ণবের শিরোমণি সেই ভাগ্যবান্। ৩৬।

অম্লানতাপঃ সংসারজ্বালামধ্যগতোঽপি যঃ।
চিদানন্দসুধাস্বান্তঃ সদাসৌ বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

সংসার-অনলকুণ্ডে রয়েছে সদাই,
তথাপি সন্তাপ যার অণুমাত্র নাই ;
চিরশান্তি করে ভোগ চিদানন্দ পিয়া,
তাকেই জানিবে ভবে বৈষ্ণব বলিয়া। ৩৭।

মুকুন্দপাদাম্বুজসাত্‌কৃতাত্মা
দগ্ধীকৃতো বা শকলীকৃতো বা।
নোপৈতি মৃত্যুং হরিরিত্যভীক্ষ্ণং
বদত্যহো বৈষ্ণব তে প্রভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

যে জন সঁপেছে আত্মা হরি-পদতলে,
খণ্ড খণ্ড কর তারে পোড়াও অনলে ;
কিছুতেই নাহি মরে বলে হরি হরি,
কি মহিমা বৈষ্ণবের আহা মরি মরি ! । ৩৮।

চিতাগতস্যাপি হি বৈষ্ণবস্য
কণ্ঠো ন কুণ্ঠো হরিনামগানে।

---

(১) 'বিশ্বের দাসত্ব-ব্রত'—সমস্ত জগৎকে বিষ্ণুময় ভাবিয়া পরম ভক্তিভাবে সর্ব্বজীবের পরিচর্য্যায় আত্মসমর্পণ করা।

ভস্মাবশেষেঽপি তদীয়দেহে
নান্যঃ পদার্থো হরিনামভিন্নঃ ॥ ৩৯ ॥

বৈষ্ণবের শব দেহ দিলেও চিতায়,
তথাপি তাহার কণ্ঠ হরিনাম গায় ;
যদ্যপি তাহার দেহ পুড়ে হয় ছাই,
তবু তাহে হরিনাম ভিন্ন কিছু নাই। ৩৯।

গোবিন্দভক্তস্য নিশাচরস্য
রামাস্ত্রবিচ্ছিন্নশিরোধরস্য।
ছিন্নোঽপি মূর্দ্ধা বিলুঠন্ ধরণ্যাং
স রাম রামেত্যসকৃদ্বভাষে ॥ ৪০ ॥

লঙ্কায় রাক্ষস ছিল বৈষ্ণব-রতন,
রাম যবে মুণ্ড তার করিলা ছেদন,
কাটা মুণ্ড সদ্য তার ভূমিতে পড়িয়া,
'রাম-রাম' বলিতে লাগিল গড়াইয়া (১)। ৪০।

---

(১) "স্বর্গ হৈতে দেব করে সুমঙ্গল ধ্বনি,
যোড় হাতে রঘুনাথে কহিছে তরণি ;
তোমার চরণ হেরে পরিহরি প্রাণ,
পরলোকে প্রভু শ্রীচরণে দিও স্থান ;
... ...
দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে,
তরণীর কাটামুণ্ড 'রাম-রাম' বলে"।

পুনশ্চ,—"সমুকুট মুণ্ড পড়ে সহিত কুণ্ডলে,
অতিকায়-মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে ;
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড 'রাম-রাম' বলে,
প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে"। (কৃত্তিবাস-রামায়ণ।)

তত্রৈব রমতে হরিঃ।

বিষ্ণুভক্তির্যথা সাক্ষাজ্জীবনিস্তারকারিণী।
গৃহিণী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ১॥

সর্ব্বজীবনিস্তারিণী গৃহিণী যথায়,
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যনিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ। ১।

পুণ্যব্রতো গৃহী যত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২॥

যে গৃহে গৃহস্থ সদা পুণ্যকর্ম্মে রত,
পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ব্রত;
পিতৃভক্ত গুণবান্ যে গৃহে সন্তান,
তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান। ২।

আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ৩॥

সতীত্ব, আতিথ্য, দয়া, ভক্তি গুরুজনে,
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা যে ভবনে;
সে গৃহ ধর্ম্মের ক্ষেত্র শান্তির আধার,
শ্রীহরি তথায় নিত্য করেন বিহার। ৩।

অরিষড়্‌বর্গদমনং দীনোপগতরক্ষণম্।
সর্ব্বভূতাভয়ং যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ৪॥

যে ভবনে ছয় রিপু নিত্য বশে রয়,
অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয় ;
যথা আসি' সর্ব্বজীবে লভয়ে অভয়,
বিহরেন নিত্য তথা হরি দয়াময় । ৪ ।

पिता माता गुरु: पत्नी ज्ञातयो बान्धवास्तथा ।
यत्रैते नित्यसन्तुष्टास्तत्रैव रमते हरि: ॥ ५ ॥

পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, পুলকিত মনে,
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে ;
জ্ঞাতি বন্ধুগণে যথা সদানন্দে রয়,
বিহরেন হরি তথা সদানন্দময় । ৫ ।

मोदन्ते शिशवो यत्र मोदन्ते च गृहेऽङ्गना: ।
तिर्य्यञ्चोऽपि प्रमोदन्ते तत्रैव रमते हरि: ॥ ६ ॥

যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল্লবদন,
প্রফুল্লবদন যথা কুলনারীগণ ;
যে ভবনে পশু পক্ষী প্রফুল্লবদন,
শ্রীহরি সদাই তথা করেন রমণ । ৬ ।

अन्नादानं गृहिणा दत्तं भुञ्जते सर्व्वजन्तव: ।
प्रीत्या यत्र गृहे नित्यं तत्रैव रमते हरि: ॥ ७ ॥

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য ভক্তিপূর্ণ মনে,
অন্নদান মহাদান করে জীবগণে ;
সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার । ৭ ।

অহো তৃপ্তোঽস্মি জীবানামিতি নিত্যং প্রবর্ত্ততে।
যত্রানন্দরবো গেহে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৮ ॥

'আহা! হইলাম তৃপ্ত'—এ আনন্দ-রবে,
যে গৃহ করয়ে পূর্ণ জীবগণ সবে;
জীবের শান্তির স্থান ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা শ্রীমধুসূদন। ৮।

অদ্বৈতভক্তিসূত্রেণ বদ্ধা যত্র গৃহে জনাঃ।
সর্ব্বেঽভিন্নমনঃপ্রাণাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৯ ॥

পতি, পত্নী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে,
অদ্বৈত-ভকতি-সূত্রে বদ্ধ যে ভবনে;
সবার একই মন, একই পরাণ,
শ্রীহরি করেন তথা নিত্য অধিষ্ঠান। ৯।

যত্র নির্লিপ্তভাবেন সংসারে বর্ত্ততে গৃহী।
ধর্ম্মং চরতি নিষ্কামং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১০ ॥

নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে গৃহস্থ যথায়,
সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মে জীবন কাটায়;
ধরাধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ। ১০

গৃহী যত্রাখিলক্লেশান্ লীলয়া সহতে স্বয়ম্।
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১১ ॥

অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে,
আপনি করিয়া সহ্য অম্লানবদনে;

প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার। ১১।

परिश्रमो मिताचारो यत्र धर्म्मेण जीविका।
देवातिथिगुरुश्रद्धा तत्रैव रमते हरिः॥ १२॥

পরিশ্রম, মিতাচার, ধর্ম্মপথে আয়,
দেবতা-অতিথি-গুরু-অর্চ্চনা যথায়;
পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ-ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ। ১২।

प्रयत्नलालिता यत्र धेनवो नित्यदुग्धदाः।
सुपुष्पफलदा वृक्षास्तत्रैव रमते हरिः॥ १३॥

যতনে লালিত হয় যথা ধেনুগণ,
সুধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ;
দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ,
সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ। ১৩।

सुसंस्कृते सुसंमृष्टे यद्गृहे सर्व्वतः शुची।
विशुद्धान्यन्नपानानि तत्रैव रमते हरिः॥ १४॥

পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন,
পবিত্র পানীয় শয্যা অশন বসন;
অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই,
বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদাই। ১৪।

सर्व्वं यत्रान्नपानादि गृही विष्णुनिवेदितम्।
परिवारैर्वृतो भुङ्क्ते तत्रैव रमते हरिः॥ १५॥

অন্ন পান সমস্তই গৃহী যে ভবনে,
ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে ;
পশ্চাৎ সকলে মিলি করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার। ১৫।

क्षुद्रे महति तुल्यैव ममता यत्र गेहिन:।
नैवात्मीयपरज्ञानं तत्रैव रमते हरि: ॥ १६ ॥

গৃহী যথা বড় ছোট না করি বিচার,
সকলেরে সমভাবে ভাবে আপনার ;
আপনার পর জ্ঞান যে ভবনে নাই,
শ্রীহরি বিহার তথা করেন সদাই। ১৬।

शाकान्नं धर्म्मतो लब्धं भोजयन् स्वजनातिथीन्।
शेषं यत्र गृही भुङ्क्ते तत्रैव रमते हरि: ॥ १७ ॥

ধর্ম্মপথে শাক অন্ন করি আয়োজন,
ভোজন করায় অগ্রে অতিথি স্বজন ;
যে গৃহে শেষান্ন গৃহী করয়ে ভোজন,
বিরাজেন সেই গৃহে দেব নারায়ণ। ১৭।

धेनुर्धान्यं पुष्करिणी यत्रावन्थ्याश्च पादपा:।
आतिथ्यं दम्पतीप्रेम तत्रैव रमते हरि: ॥ १८ ॥

ধান্য যথা সুসঞ্চিত, বৃক্ষ ফলবান্,
স্বচ্ছ জলাশয়, ধেনু দুগ্ধ করে দান ;
যে গৃহে দম্পতীপ্রেম, অতিথি-সৎকার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার। ১৮।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তজগদন্তর্পণঃ সদা।
প্রবর্ত্ততে যত্র যজ্ঞস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ১৯॥

ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু পর্য্যন্ত সবার,
তৃপ্তির উদ্দেশে গৃহে নিত্য যজ্ঞ যার;
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি ভবনে তাহার,
সদাই পরমানন্দে করেন বিহার। ১৯।

বসুন্ধরেব গৃহিণী যস্য সর্ব্বংসহা গৃহে।
সুখে দুঃখে নির্ব্বিকারা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২০॥

সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার গৃহিণী যথায়,
সকলি সহিয়া থাকে ধরণীর প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই আশ্রমের সার,
গোলোকবিহারী তথা করেন বিহার। ২০।

গৃহিণা স্মর্য্যতে যত্র সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ।
সমাহিতেন শুচিনা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২১॥

যে গৃহস্থ কায়মনোবাক্যে শুচি হয়,
হরিপদে সমাহিত যাহার হৃদয়;
সর্ব্বকার্য্যে করে যেই শ্রীহরি স্মরণ,
তারি গৃহে বিরাজেন প্রভু নারায়ণ। ২১।

পুণ্যে তপোবনে বাপি চণ্ডালভবনেঽথবা।
যত্রৈবাবাহ্যতে ভক্ত্যা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২২॥

পূজনীয় মহর্ষির পুণ্য তপোবনে,
অথবা ঘৃণিত অতি চণ্ডাল-ভবনে;

যে যেখানে ভক্তিভাবে করে আবাহন,
বিরাজেন সেইখানে বৈকুণ্ঠরমণ। ২২।

क्षुधार्त्तोऽन्नं तृषार्त्तोऽम्बु शोकार्त्तो यत्र सान्त्वनाम्।
भीतोऽभयं च लभते तत्रैव रमते हरिः ॥ २३ ॥

ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত যথা লভে অন্ন পান,
শোকার্ত্তের হয় যথা শোকের নির্ব্বাণ ;
যে গৃহে ভয়ার্ত্ত জীব লভয়ে অভয়,
নিত্য বিরাজেন তথা হরি দয়াময়। ২৩।

शिरो नैव करोत्युच्चैः कुर्व्वन्नुच्चैरपि क्रियाः।
गृही यत्र सदा नम्रस्तत्रैव रमते हरिः ॥ २४ ॥

যে গৃহে গৃহস্থ কাজ করে উচু উচু,
তথাপি সবার কাছে মাথা করে নিচু ;
নাহি জানে অভিমান, সদা নম্র অতি,
বিরাজেন সেই গৃহে কমলার পতি। ২৪।

आत्मतीर्थम्। (১)

आत्मैव परमं तीर्थं मुक्तिक्षेत्रं सनातनम्।
त्रितापहारिणी यत्र भक्तिगङ्गा विराजते ॥ १ ॥

---

(১) আত্মতীর্থের বিষয় মহাভারতে সবিস্তর বর্ণিত আছে। নিম্নে একটীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইল। শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি যথা ;—

"आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीलतटा दयोर्म्मिः।
तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र! न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा" ॥

আত্মাই মুক্তির ক্ষেত্র তীর্থ সনাতন,
কিবা আর আছে তীর্থ এ তীর্থ যেমন ;
ত্রিতাপহারিণী যথা পতিতপাবনী,
ভক্তিরূপে বিরাজিতা গঙ্গা নারায়ণী (১)। ১।

তীর্থে তীর্থে পরিভ্রম্য মূঢ়াস্তাম্যন্তি মুক্তয়ে।
আত্মৈব পরমং তীর্থং যত্র মুক্তিময়ো হরিঃ ॥ ২ ॥

নানাতীর্থে মুক্তি-আশে করিয়া ভ্রমণ,
বৃথাই অশেষ ক্লেশ সহে মূঢ়গণ ;
আত্মাই পরম তীর্থ জানিবে নিশ্চিত,
মুক্তিরূপে নারায়ণ যথা বিরাজিত। ২।

পরিভ্রমসি কিং দূরং তুচ্ছকাচজিঘৃক্ষয়া।
মনঃ কিং নাভিজানীষে গৃহে চিন্তামণিং তব ॥ ৩ ॥

আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট,
সত্যই সলিল তার, শীল তার তট ;
নিখিল জীবের প্রতি করুণা অপার,
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বার বার ;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডু-তনয়!
অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয়।

(১) "ঈশ্বরাদ্রিসমুদ্ভূতা ঈশ্বরাম্বুধিগামিনী।
প্রেমদ্রবময়ী ধারা সৈব গঙ্গা সনাতনী" ॥

যে দ্রবময়ী অনন্ত-প্রেমধারা, ঈশ্বররূপ মহাগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া ঈশ্বররূপ মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সনাতনী গঙ্গা। (সদ্ভাব, ২৭ শ্লোক)।

কাচের আশায় দূরে ভ্রম কেন মন !
জান না কি গৃহে তব চিন্তামণি ধন ? (১)। ৩।

ন দেবো বিদ্যতে মন্ত্রে ন তন্ত্রে ন ব্রতেঽপি বা।
ন তীর্থে প্রতিমায়াং বা ভাবগম্যো হি কেশবঃ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রে তন্ত্রে জপে তপে ব্রতে প্রতিমায়,
কিম্বা তীর্থে কভু কেহ নাহি পায় তাঁয় ;
ভকতবৎসল হরি ভকত-জীবন,
কেবল ভকতি দিলে মিলে সেই ধন। ৪।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং পূর্ণং জ্যোতির্ম্ময়ং বিভুম্।
একমেবাদ্বিতীয়ং তমাত্মন্যেব বিলোকয় ॥ ৫ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার পূর্ণ সনাতন,
জ্যোতির্ম্ময় অদ্বিতীয় যিনি নারায়ণ ;
ত্রিভুবনে অন্য কোথা না পাইবে তাঁয়,
ভক্তিযোগে হের তাঁরে আপন আত্মায়। ৫।

অজাপুরুষয়োর্যত্র গঙ্গাসাগরয়োরিব।
অদ্বৈতঃ সঙ্গমো লোকঃ স কৃষ্ণস্তীর্থসত্তমঃ ॥ ৬ ॥

প্রকৃতি পুরুষে গঙ্গা-সাগরের প্রায়,
একাধারে একাকারে মিলিত যথায় ;

---

(১) ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মন ! তুমি কাঙালি কিসে ?
তোর ঘরের মাঝে অমূল্য ধন চিনিলিনা তা সর্ব্বনেশে"।

একমাত্র সেই হরি সর্ব্বতীর্থসার,
সে তীর্থে ডুবিলে মুক্তি সদ্যই তাহার। ৬।

আত্মা কাশী মহাতীর্থং মুক্তিক্ষেত্রং সনাতনম্।
নিত্যং সন্নিহিতো যত্র রাজরাজেশ্বরঃ শিবঃ॥ ৭॥

ভক্তের আত্মাই কাশী তীর্থ সনাতন,
কি আছে মুক্তির ক্ষেত্র এ তীর্থ যেমন?
নিত্য বিরাজেন যথা জগতের গুরু,
রাজরাজেশ্বর সেই শিব-কল্পতরু। ৭।

তদেব ভক্তহৃদয়ং গয়াতীর্থং বিমুক্তিদম্।
পাদপদ্মং বিনিদধে যত্র দেবো গদাধরঃ॥ ৮॥

গয়াতীর্থ মোক্ষধাম ভক্তেরি হৃদয়,
গদাধর-পাদপদ্ম নিত্য যথা রয়। ৮।

শ্রীক্ষেত্রং পরমং তীর্থং ভক্তস্য হৃদয়ং হি তৎ।
মুক্তিদাতা স্বয়ং যত্র জগন্নাথো বিরাজতে॥ ৯॥

শ্রীক্ষেত্র পরম তীর্থ ভকতেরি চিত,
মুক্তিদাতা জগন্নাথ যথা বিরাজিত। ৯।

নিত্যানন্দময়ো যত্র হৃদয়ে রমতে হরিঃ।
সর্ব্বতীর্থোত্তমং তদ্ধি সর্ব্বতীর্থোত্তমং হি তৎ॥ ১০॥

যে হৃদয়ে নিত্যানন্দ হরির বিহার,
সর্ব্বতীর্থসার সেই সর্ব্বতীর্থসার। ১০।

त्रैलोक्यं भ्रम रे जीव तृष्णाशान्त्यै निरन्तरम्।
आत्मतीर्थं विना तृष्णा न ते क्वापि शमिष्यति ॥ ११ ॥

রে জীব! ত্রৈলোক্য তুমি করহ ভ্রমণ,
কোথাও তৃষ্ণার তব না হবে শমন;
আত্মকুণ্ডে ভক্তিজলে না করিলে স্নান,
এ ঘোর পিপাসা কোথা হইবে নির্ব্বাণ?। ১১।

रे मूढ़! मज्ज शततीर्थजलेष्वजस्रम्
धौतं ततः खलु भवेद्रजएव बाह्यम्।
नैवात्मतीर्थपरिषेवणमन्तरेण
मालिन्यमान्तरमपैति न निर्वृतिर्वा ॥ १२ ॥

রে মূঢ়! সহস্র তীর্থে হও নিমগন,
বাহিরের ধূলা তাহে হইবে ক্ষালন;
আত্মতীর্থে নাহি যদি কর যোগ-স্নান,
যাবে না মনের রজ, পাবে না নির্ব্বাণ (১)। ১২।

तृषाशान्त्यै भ्रान्तो भ्रमसि किमु घोरे भवमरौ
न जानीषे जीव स्वगृहगतमेवामृतनिधिम्।
सुषुम्णानिश्रेण्या सुखमधिगतो ब्रह्मविवरम्
सुधाधारे चक्रे रमय परमानन्दमनिशम् ॥ १३ ॥

---

(১) 'যোগ-স্নান'—যেমন অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগের সময় গঙ্গাস্নান করাকে 'যোগ-স্নান' বলে, তেমনি পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়াকে 'যোগ-স্নান' বলে। 'মনের রজ'—চিত্তমধ্যে কামক্রোধাদি রজোগুণ অর্থাৎ অপবিত্র ভাবসকল। 'রজ'-শব্দে ধূলি বুঝায় এবং রজোগুণকেও বুঝায়।

ঘোর ভব-মরুমাঝে ভ্রান্ত হ'য়ে হায়!
রে জীব! ভ্রমিছ কেন শান্তির আশায়?
জান না কি সুধানিধি গৃহেরি ভিতরে?
যত চাও তত সুধা দেয় অকাতরে;
সুষুম্না-সোপান দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া,
সুধার আধার চক্রে পড় ঝাঁপ দিয়া;
পশি তথা চিদানন্দ-সুধা কর পান,
অশেষ পিপাসা তব হইবে নির্ব্বাণ (১)। ১৩।

---

(১) ঈশ্বর মানবদেহকে যেমন আধিভৌতিক ভাবে তেমনি আধ্যা-ত্মিক ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এজন্য মানবদেহ যেমন আধিভৌতিক প্রক্রিয়ার উপযোগী, তেমনি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার উপযোগী। শাস্ত্র-কারেরা বলেন,—

"এবংবিধে তু দেহেঽস্মিন্ মলত্রয়সংবৃতে।
প্রসাধয়ন্তি ধীমন্তো ভুক্তিং মুক্তিমুপায়তঃ॥ (রত্নাকরে)।

অর্থাৎ—এই নাড়ীচক্রাদি-ঘটিত মলমূত্রাদি-সমাকীর্ণ ভৌতিক দেহের মধ্যে ভগবান্ এমন এক শক্তি দিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা বিজ্ঞলোকেরা ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সাধনা করিতে পারেন। আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া সাধনের জন্য যোগ-শাস্ত্রকারেরা দেহতত্ত্বকে ছয় ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এই ছয়টী বিভাগকে 'ষট্চক্র' বলে। পায়ু ও উপস্থের মধ্যস্থলে চতুর্দ্দল পদ্মাকার চক্রের নাম 'আধার-চক্র'। কুণ্ডলিনী নামক ব্রহ্মশক্তির আধার বলিয়াই ইহার নাম 'আধার-চক্র'। মৃণালসূত্রের ন্যায় কোমল ও সূক্ষ্ম শিরঃস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্যে সহস্রদল পদ্মাকার চক্রের নাম 'সহস্রপত্র-চক্র'; এই চক্র সুধার আধার; এ স্থান হইতে অমৃতবাহিনী নাড়ী দিয়া অবিরত অমৃত-রসধারা প্রবাহিত হইয়া দেহকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে; ঐ অমৃত-বাহিনী নাড়ীর নাম সুষুম্না। সুষুম্না নাড়ী আধারচক্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেমন বাজীকর রজ্জু ধরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া নৃত্যগীতাদি ক্রীড়া দেখায় এবং আবার সেই রজ্জু ধরিয়া নিম্নে নামিয়া পড়ে, তেমনি

ভক্তিমাহাত্ম্যম্। (১)

ভস্মীকরোতি পাপানি বহুজন্মার্জ্জিতান্যপি।
তূলরাশিমিব শিখিবান্ ভক্তিস্তস্মিন্ পরাৎপরে॥ ১॥

জীবাত্মাও প্রাণবায়ু কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সুষুম্নারূপ রজ্জু বহিয়া ঊর্দ্ধস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠিয়া সেই সুধার আধার সহস্রপত্র-চক্রে নিমগ্ন হয়। তথায় নিমগ্ন হইবামাত্র জীবাত্মা পরমানন্দ ভোগ করত বিবিধ সাত্ত্বিক বিলাস প্রকাশ করে; অনন্তর সুষুম্নারূপ রজ্জু বহিয়া আবার নামিয়া পড়ে।

"গুদলিঙ্গান্তরে চক্রমাধারাখ্যং চতুর্দ্দলম্।
অস্তি কুণ্ডলিনী ব্রহ্মশক্তিরাধারপঙ্কজে।
আব্রহ্মরন্ধ্রমৃজুতাং নীতেয়মমৃতপ্রদা॥
চক্রং সহস্রপত্রং তু ব্রহ্মরন্ধ্রে সুধাধরম্।
তৎ সুধাসারধারাভিরভিবর্দ্ধয়তে তনুম্॥
জীবঃ প্রাণসমারূঢ়ো রজ্জ্বা কীলাটিকো যথা।
সুষুম্নয়া ব্রহ্মরন্ধ্রমারোহত্যবরোহতি॥
ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতো জীবঃ সুধয়া সংপ্লুতো যদা।
তুষ্টো গীতাদিকার্য্যাণি সপ্রকর্ষাণি সাধয়েৎ"॥

অপিচ,—

"ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা।
তয়োর্ম্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না চ সমাহিতা।
পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং যাতা শিখাভ্যাং শিরসা পুনঃ।
ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী॥
তস্যা মধ্যগতা নাড়ী চিত্রাখ্যা যোগিবল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রং বিদুস্তত্র পদ্মসূত্রনিভং পরম্"॥ ইত্যাদি। (যোগশাস্ত্রে)।

(১) ভক্তিলক্ষণ যথা,—

"স্থায়ী ভাবো ভগবতি সচ্চিদানন্দমঙ্গলে।
স্বতঃ প্রকাশতে চিত্তে সা ভক্তিরিতি কথ্যতে॥
যথৈবোদয়তো ভানোঃ স্নিগ্ধবালাতপচ্ছটা।
ব্রহ্মণ্যুদবুধ্যমানস্য ভক্তির্জীবাত্মনস্তথা॥

প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা মুহূর্ত্তে যেমতি,
তূলারাশি ভস্মসাৎ করে দ্রুতগতি ;
তেমতি ভকতি সেই পরম ঈশ্বরে,
বহু জনমের পাপ ভস্মসাৎ করে। ১।

क्षीयन्ते सर्व्वपापानि चीयन्ते पुण्यराशयः।
सम्पद्यन्ते सर्व्वकामा हरिभक्त्युदये नृणाम् ॥ २ ॥

শ্রীকৃষ্ণে ভকতি হৃদে হইলে উদয়,
অশেষ কলুষরাশি সদ্য পায় ক্ষয় ;
অবিরত পুণ্যরাশি উছলিত হয়,
পূর্ণ হয় সর্ব্ব কাম তৃষ্ণা নাহি রয়। ২।

यथैवाग्नेः समायोगात् सर्व्वमग्निमयं भवेत्।
ब्रह्मभक्तेस्तथा योगाद् ब्रह्मभूयं प्रपद्यते ॥ ३ ॥

भक्तिरुद्बोधयत्येका वृत्तीः सर्व्वा हि सात्त्विकीः।
यथैव नलिनीः सुप्ताः प्रभातनवरश्मिप्रभा ॥
मज्जत्यात्मा भक्तिहीनो महामोहमये भवे।
अन्धकूपे निरालम्बश्छिन्नरज्जुर्यथा घटः ॥

• চিদানন্দময় মঙ্গলময় ভগবানের প্রতি যে স্থায়ী ভাব (অর্থাৎ অচল ও ঐকান্তিক অনুরাগ) স্বতই হৃদয়ে আবিভূর্ত হয়, তাহাই ভক্তিনামে অভিহিত। উদয়োন্মুখ সূর্য্যের স্নিগ্ধ অরুণ-রাগ যেরূপ মধুর, পরম ব্রহ্মে নবপ্রবুদ্ধ জীবাত্মার ভক্তিও সেইরূপ মধুর। যেমন প্রাতঃসূর্য্যের প্রভা নিদ্রিত নলিনীবৃন্দকে জাগরিত করে, তেমনি একমাত্র ভক্তিই হৃদয়ের সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবকে জাগরিত করে। রজ্জু ছিন্ন হইলে ঘট যেমন তমসাচ্ছন্ন কূপমধ্যে নিমগ্ন হয়, ভক্তিশূন্য হইলে আত্মাও তেমনি মহামোহময় সংসার-মধ্যে নিমগ্ন হয়।" (সদ্ভাব, ৫ম পৃষ্ঠা)।



জ্বলন্ত অগ্নির সনে যেই দ্রব্য রয়,
সে যেমন অগ্নিতেজে হয় অগ্নিময় ;
তেমনি ব্রহ্মের ভাবে যে হয় তন্ময়,
ব্রহ্মভাব লাভ সেই করয়ে নিশ্চয়। ৩।

স্ত্রীপুংসৌ দ্বিজচণ্ডালৌ বালকস্থবিরাবপি।
ঈশ্বরাকিঞ্চনৌ বাপি হরিভক্ত্যুদয়ে সমৌ॥ ৪॥

যতক্ষণ হরিভক্তি না হয় উদয়,
ততক্ষণ পরস্পরে ভেদজ্ঞান রয় ;
স্ত্রী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ, নিঃস্ব ধনবান্,
ভক্তির উদয়ে বিপ্র চণ্ডাল সমান। ৪।

কুর্ব্বন্তি ভক্তিরহিতাঃ শৌচাশৌচবিচারণাম্।
কেশবে দৃঢ়ভক্তানাং সর্ব্বং শৌচময়ং জগৎ॥ ৫॥

নাহিক গোবিন্দ-পদে ভকতি যাহার,
শুচি বা অশুচি বলি' সে করে বিচার ;
গোবিন্দভকতিময় যাহার হৃদয়,
সমস্ত বিশ্বই তার পবিত্রতাময়। ৫।

চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্তো যথা সদ্যো দ্রবীভবেৎ।
কৃষ্ণভক্ত্যুদয়ে প্রেম্ণা তথৈবাত্মা দ্রবীভবেৎ॥ ৬॥

চন্দ্রের উদয়মাত্রে চন্দ্রকান্তমণি,
সুধারসে দ্রব হ'য়ে যায় সে যেমনি ;
তেমনি ভকতি কৃষ্ণে হইলে উদয়,
প্রেমরসে অন্তরাত্মা দ্রবীভূত হয়। ৬।

অদ্বৈতভক্তিযোগেন যেনাত্মানন্তসাৎ কৃতঃ।
সন্তৈবানন্তদেবেন তেনাপ্যানন্ত্যমাপ্যতে ॥ ৭ ॥

অদ্বৈত ভকতিযোগে আত্মা যেই জন,
অনন্তদেবের পদে করে সমর্পণ ;
অনন্তদেবের ন্যায় তাহারো জীবন,
অনন্ত আনন্দভাব করয়ে ধারণ। ৭।

অরুণোদয়মাত্রেণ যথা বাহ্যং তমোঽখিলম্।
লীয়তে ভগবদ্ভক্ত্যা তথৈবাভ্যন্তরং তমঃ ॥ ৮ ॥

উদিত হইবামাত্র অরুণ তপন,
বাহিরের অন্ধকার পলায় যেমন ;
শ্রীকৃষ্ণে ভকতি হৃদে উদিলে তেমনি,
ভিতরের অন্ধকার পলায় অমনি। ৮।

কালে বিলীয়তে সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
সমাহিতাত্মা গোবিন্দে প্রলয়েঽপি ন লীয়তে ॥ ৯ ॥

স্থাবর জঙ্গম এই জগন্মণ্ডল,
কালে অবশ্যই লয় পাইবে সকল ;
গোবিন্দে যাহার আত্মা সমাহিত হয়,
সেইমাত্র প্রলয়েও নাহি পায় লয়। ৯।

সুদুস্তরমিবাম্ভোধিং কর্ম্মক্ষেত্রমিমং ভবম্।
তরীতুং গতিরেকাস্তি দৃঢ়া ভক্তির্জনার্দনে ॥ ১০ ॥

সুবিশাল কর্ম্মভূমি এ বিশ্ব সংসার,
অপার সিন্ধুর প্রায় সীমা নাহি তার ;

তরিতে এ মহাসিন্ধু একমাত্র গতি,
মুকুন্দ-পদারবিন্দে অচলা ভকতি। ১০।

যত্র জাগর্ত্তি হৃদয়ে সর্ব্বভীতিহরো হরিঃ।
তত্র বজ্রপ্রহারোঽপি শিরীষকুসুমায়তে ॥ ১১ ॥
জ্বালা হালাহলস্যাপি হৃদি তত্রামৃতায়তে।
কালদণ্ডোঽপি প্রচণ্ডস্তত্র তূলকণায়তে ॥ ১২ ॥

সর্ব্বভীতিহারী হরি দেব ভগবান্,
যে হৃদয়ে সতত করেন অধিষ্ঠান;
সে হৃদয়ে নিদারুণ বজ্রের প্রহার,
শিরীষকুসুমসম হয় সুকুমার;
সে হৃদয়ে হলাহল সুধা বরিষয়,
প্রচণ্ড যমের দণ্ড তূলকণা হয়। ১১। ১২।

মহারাজাধিরাজোঽপি নমত্যন্তকসন্নিধৌ।
কৃষ্ণভক্তস্য তু পদে কৃতান্তোঽপি ভবেন্নতঃ ॥ ১৩ ॥

রাজরাজেশ্বর যিনি বিশ্বজয়ী বীর,
তিনিও যমের কাছে হন নতশির;
যে-জন কৃষ্ণের দাস কৃষ্ণের ভকত,
কৃতান্তও তাঁর পদে হন অবনত। ১৩।

সর্ব্বেষাং হৃদয়স্থং তমন্তর্যামিনমীশ্বরম্।
নৈব পশ্যতি মোহান্ধো ভক্তো ভাবেন পশ্যতি ॥ ১৪ ॥

অন্তর্যামী নারায়ণ পরম ঈশ্বর,
বিরাজেন সবার হৃদয়ে নিরন্তর;

না দেখিতে পায় তাঁয় মোহান্ধ যে জন,
ভক্তি-চক্ষে ভক্ত সদা করে দরশন। ১৪।

लीयते भौतिकं विश्वं कर्म्म कर्म्मफलं तथा।
तन्मयेनात्मना दृष्टे तस्मिन् कृष्णे परात्परे॥ १५॥

ভক্তিযোগে তন্ময় হইয়া যেই জন,
সেই কৃষ্ণ পরাৎপরে করে দরশন;
এ বিশ্ব ভৌতিক কাণ্ড লয় পায় তার,
কর্ম্ম কর্ম্মফল তার নাহি থাকে আর। ১৫।

मृतोऽपि जीवति चिरं हरिभक्तिपरायणः।
हरिभक्तिविहीनस्तु श्वसन्नपि न जीवति॥ १६॥

হরিভক্তিবিরহিত যাহার অন্তর,
প্রাণবায়ু থাকিলেও মৃত সেই নর;
হরিভক্তিময় হয় যাহার হৃদয়,
মরিয়াও সেই জন চিরজীবী হয়। ১৬।

चीयते वैष्णवस्यायुर्नित्यं नैवापचीयते।
विष्णुभक्तिविहीनस्य चीयते नैव चीयते॥ १७॥

বিষ্ণুভক্তি-ব্রত যেই করেছে গ্রহণ,
কমে না তাহার আয়ু বাড়ে অনুক্ষণ;
বিষ্ণুভক্তিবিরহিত যেই জন হয়,
বাড়ে না তাহার আয়ু নিত্য পায় ক্ষয়। ১৭।

येन कायो मनो वाक्यं श्रीकृष्णचरणेऽर्पितम्।
तस्य कायो मनो वाक्यं प्रलयेऽपि न लीयते॥ १৮॥

আপনার কায় মন বাক্য যেই জন,
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে করে সমর্পণ ;
এ বিশ্ব প্রলয়কালে পাইলেও লয়,
তার কায় মন বাক্য নাহি পায় ক্ষয়। ১৮।

হরিভক্তিবিহীনস্য সুধাপি গরলায়তে।
গোবিন্দগতচিত্তস্য বিষমপ্যমৃতায়তে ॥ ১৯ ॥

হরিভক্তি-বিরহিত যেই জন হয়,
সুধাও তাহার পক্ষে হয় বিষময় ;
গোবিন্দে যে জন মন করে সমর্পণ,
বিষও তাহার পক্ষে অমৃত যেমন। ১৯।

দাবাগ্নিরপি শীতাংশুর্ভবেদন্তর্হরির্যদি।
শীতাংশুরপি দাবাগ্নির্ভবেন্নান্তর্হরির্যদি ॥ ২০ ॥

শ্রীহরি হৃদয়ে যার করেন বসতি,
দাবাগ্নিও তার কাছে সুধাংশু যেমতি ;
যার হৃদে শ্রীহরির নাহি অধিষ্ঠান,
সুধাংশুও তার কাছে দাবাগ্নি সমান। ২০।

ভগবদ্ভক্তিরহিতা মহামোহনিমীলিতাঃ।
তৈলযন্ত্রে বলীবর্দ্দা ইব ঘূর্ণন্তি সর্ব্বদা ॥ ২১ ॥

ভগবানে যাহাদের নাহিক ভকতি,
ঘোর মোহে অন্ধ তারা অতি মন্দমতি ;
ভব-যন্ত্রে ঘুরে তারা মরে অনুক্ষণ,
ঘানিগাছে চক্ষু ঢাকা বলদ যেমন। ২১।

पाषाणे पतितं बीजं यथा नैव प्ररोहति।
न फलत्युपदेशोऽपि भक्तिहीने तथा नरे॥ २२॥

পাষাণে যদ্যপি বীজ হয় নিপতিত,
সে বীজ কদাপি নাহি হয় অঙ্কুরিত ;
তেমতি ভকতিহীন হৃদয় পাষাণ,
নিষ্ফল তাহার কাছে উপদেশ দান। ২২।

भक्तिहीना हि या बुद्धिः शास्त्रमात्रानुशीलनी।
परमार्थं न सा वेत्ति दर्व्वी पाकरसं यथा॥ २३॥

ভক্তি নাই, শুধু করে শাস্ত্র আলোচন,
হেন বুদ্ধি নাহি বুঝে পরমার্থ ধন ;
দর্ব্বী দেখ! নাড়ে চাড়ে সুমিষ্ট ওদন, (১)
তথাপি সে নাহি জানে মিষ্ট যে কেমন। ২৩।

भवदुःखघरट्टेन पिष्यन्ते सर्व्वजन्तवः।
दुःखमुक्ताः सदानन्दः कृष्णभक्तो हि केवलः॥ २४॥

সংসার-দুঃখের যন্ত্রে গোধূমের প্রায়,
অহরহ চূর্ণ হয় জীব সমুদায় ;
দৃঢ়ভাবে নারায়ণে যে করে আশ্রয়,
দুঃখমুক্ত সেইমাত্র সদানন্দে রয়। ২৪।

मज्जत्यात्मा भक्तिहीनो महामोहमये भवे।
अन्धकूपे निरालम्बश्छिन्नरज्जुर्घटो यथा॥ २५॥

---

(১) 'দর্ব্বী'—হাতা, তাড়ু, খুন্তী ইত্যাদি। 'সুমিষ্ট ওদন'—মিষ্টান্ন।

ছিঁড়িলে কণ্ঠের রজ্জু কলস যেমন,
অন্ধকার কূপগর্ভে হয় নিমগন ;
ভকতি-স্পন্দন-হীন আত্মাও তেমন,
মোহময় ভবগর্ভে হয় নিমগন। ২৫।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য দুঃখস্যান্তো ন বিদ্যতে।
তরণী ভক্তিরেকৈব ভবদুঃখমহাম্বুধৌ ॥ ২৬ ॥

হরিভক্তি-বিরহিত হয় যেই জন,
তাহার দুঃখের অন্ত নাহি কদাচন ;
অপার শোকের সিন্ধু এ ভবসংসার,
একমাত্র হরিভক্তি তরণী তাহার। ২৬।

অধমৈঃ সহ সংবাসাৎ কৃষ্ণভক্তিপরাঙ্মুখৈঃ।
বরং বাসোঽপি নরকে কৃমিকীটগণৈঃ সহ ॥ ২৭ ॥

হরিভক্তি-পরাঙ্মুখ অধমের সনে,
বসতি করিতে যদি হয় এ ভুবনে ;
তা হ'তে বরঞ্চ কৃমিকীটের সংহতি,
সেও ভাল যদি হয় নরকে বসতি। ২৭।

তত্রৈব নাকঃ কিল যত্র ভক্তিঃ
যত্রাঽভিমানো নরকস্য তত্র।
স্বর্গস্য মূলং হরিভক্তিরেকা
তথাঽভিমানো নরকস্য মূলম্ ॥২৮॥

স্বর্গ সেই স্থানে হরি-ভকতি যথায়,
অভিমান যেই স্থানে নরক তথায় ;

হরিভক্তি একমাত্র স্বর্গের সোপান,
অভিমান নরকের জানিবে নিদান। ২৮।

स्रोतांसि सिन्धुं समुपेत्य सद्यः
प्रशान्तवेगानि यथा भवन्ति।
अनन्तमासाद्य तथेन्द्रियाणि
विकारशून्यानि भवन्ति सद्यः ॥२९॥

মহার্ণবে নিপতিত হইলে যেমন,
সমস্ত নদীর বেগ হয় নিবারণ;
ইন্দ্রিয় অনন্ত-পদে সঁপিলে তেমনি,
সমস্ত বিকার তার পলায় তখনি। ২৯।

यथाऽन्धो दृष्टिमासाद्य तथा लोको विलोकते।
भगवद्भक्तिमासाद्य सर्व्वमेव नवं नवम् ॥ ३० ॥

জন্মান্ধ সহসা দৃষ্টি লভিলে যেমন,
সকলি অপূর্ব্বরূপ করে দরশন;
তেমতি ভকতি কৃষ্ণে হইলে উদয়,
এ বিশ্ব সকলি যেন নবরূপ হয়। ৩০।

भुज्यते कृष्णभक्तेन भोगो नित्यं नवो नवः।
कृष्णानन्दोपभोगानां परिच्छेदो न विद्यते ॥ ३१ ॥

যে জন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে হয় নিমগন,
নিত্যই নূতন ভোগ ভুঞ্জে সেই জন;
কত যে আনন্দভোগ ভজিলে তাঁহারে,
সে সুখের পরিসীমা কে করিতে পারে। ৩১।

গতির্নান্যাস্তি জীবস্য ভবদুঃখবিমুক্তয়ে।
বিনা তাং ভগবদ্ভক্তিং ধ্রুবপ্রহ্লাদসেবিতাম্ ॥ ৩২ ॥

একমাত্র বিনা সেই গোবিন্দে ভকতি,
জীবের নিস্তার তরে নাহি অন্য গতি;
যে যোগ প্রহ্লাদ ধ্রুব করেছে সাধন,
তাহা বিনা নাহি ঘুচে এ ভব-বন্ধন। ৩২।

অনন্তচরণোপান্তং নিতান্তং যদি বাঞ্ছসি।
ধ্রুবপ্রহ্লাদচরিতাং পদবীং ভজ রে মনঃ ॥ ৩৩ ॥

যদি সে অনন্তপদে মিশিবারে চাও,
তবে কেন ভ্রান্ত হ'য়ে অন্য পথে যাও?
যে পথে প্রহ্লাদ ধ্রুব করেছে গমন,
তুমিও সে ভক্তি-পথে চল ওরে মন!। ৩৩।

লোকত্রয়েঽপি ধন্যা সা গর্ভে ধারয়তি হি যা।
বিষ্ণুভক্তং মহাত্মানং সুপুত্রং কুলপাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

ত্রিজগতে সেই ধন্যা, গর্ভে যেই ধরে,
বিষ্ণুভক্ত কুলের পাবন পুত্রবরে। ৩৪।

একোঽপি ভগবদ্ভক্তো যদি বংশে প্রজায়তে।
আ মূলাৎ সকলং বংশং স পুনাতি স্বজন্মনা ॥ ৩৫ ॥

একটীও কৃষ্ণভক্ত হইলে তনয়,
সমূলে সমস্ত বংশ সুপবিত্র হয়। ৩৫।

দূরীকরোতি দুরিতং বিমলীকরোতি
চেতো ব্যলীকমখিলং চুলুকীকরোতি।

भूतेषु कामपि कृपां बहुलीकरोति
भक्तिर्हरौ किमु न मङ्गलमातनोति ॥ ३६ ॥

অশেষ দুরিতরাশি বিদূরিত হয়,
সমস্ত হৃদয় হয় পবিত্রতাময় ;
সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব দয়া প্রবাহিত হয়,
রোগ শোক পরিতাপ কিছু নাহি রয় ;
অতএব ভগবানে ভকতি যাহার,
কিবা সুমঙ্গল লাভ না হয় তাহার ? । ৩৬ ।

नो देशं नापि कालं न च विधिनियमान् गन्धमाल्यादिकं वा
नो शिक्षां नापि दीक्षां न च कठिनतपःसाधनं वा धनं वा ।
नो मन्त्रं नापि तन्त्रं न च दुरधिगमानागमान् वा पुराणम्
किञ्चिन्नापेक्षतेऽसौ भवति मुरहरो भक्तिमात्रप्रसन्नः ॥ ३७ ॥

তাঁর আরাধনে সাধনে বা ধনে
জপে তপে কিবা ফল ?
তন্ত্র মন্ত্র বেদ দেশ-কাল-ভেদ
নাহি চাই তপোবল ;
শিক্ষায় দীক্ষায় নাহি পাবে তাঁয়
বৃথা গন্ধ মাল্য জল,
কৃষ্ণ-কৃপাবল লভিতে সম্বল
ভক্তিমাত্র নিরমল । ৩৭ ।

भक्तिरेव हि नैवेद्यं यन्निवेद्यं जनार्दने ।
अणुना भक्ति[illegible] भक्तवत्सलः ॥ ३८ ॥

ভকতিই একমাত্র নৈবেদ্য তাঁহার,
নারায়ণে নিবেদিতে কিবা আছে আর ?
ভক্তিভারে একবিন্দু দেও যদি জল,
তাহাতেই হন প্রীত ভকতবৎসল। ৩৮।

अभिमानेन यद्दत्तं तद्दत्तं भस्मनि घृतम्।
भक्त्या परमया दत्तममृतत्वाय कल्पते ॥ ३९ ॥

অভিমানে যাহা কিছু কর তুমি দান,
সে শুধু ভস্মেতে ঘৃত ঢালার সমান ;
যা দাও ভকতিভাবে হইয়া তন্ময়,
তাহাই অমৃতরূপে পরিণত হয়। ৩৯।

सर्व्वान् तोयाशयान् हित्वा नवाभ्रमिव चातकः।
त्यक्त्वा भक्तोऽखिलान् कामान् भगवन्तमुदीक्षते ॥ ४० ॥

পরিহরি শত শত রম্য সরোবর,
চাতক নিরখে যথা নব জলধর ;
তেমতি সমস্ত কাম করি' বিসর্জ্জন,
ভক্ত সদা ভগবানে করে নিরীক্ষণ। ৪০।

मुकुन्दपदपङ्कजे मधुरिमाणमास्वादयन्
न कल्मषमलीमसं विषयभोगमासेवते।
रसालरसमाधुरी स खलु येन भुक्ताऽसकृत्
न पल्वलजलं पिकः पिबति पङ्कसङ्काविलम् ॥ ४१ ॥

হরিপাদ-পদ্মে মধু করি' আস্বাদন,
বিষয়-কলুষরসে নাহি যায় মন ;

কোকিল রসাল-রস করি' আস্বাদন,
পঙ্কিল পল্বল-জল করে কি সেবন ?। ৪১।

रे रे मानसभृङ्ग मा कुरु मुधा झङ्कारकोलाहलं
निःशब्दं हरिपादफुल्लकमले माध्वीकमास्वादय।
तस्मिन् सर्व्वतृषापहारिणि चिदानन्दे मरन्दे सकृत्
निष्पीते ननु ते प्रयास्यति लयं साहङ्कृतिर्झङ्कृतिः ॥ ४२ ॥

ওরে মন-মধুকর ! বৃথা কেন ঘুরে মর,
বৃথা কেন গণ্ডগোল কর রে ! ঝঙ্কার,
শ্রীহরির পদতলে সে প্রফুল্ল শতদলে
নীরবে বসিয়া মধু পিয় একবার ;
সে যে চিদানন্দ-সুধা শান্ত করে সর্ব্ব ক্ষুধা
বারেক আস্বাদ তার পাইবে যেমনি,
কোথা যাবে এ ঝঙ্কার ফুরাইবে অহঙ্কার
অসাড় অস্পন্দ হ'য়ে পড়িবে অমনি। ৪২।

पदे पदे मोहमदेन मत्तः
हा त्वामनिच्छन्नपि विस्मरामि।
मोहं जहीमं मधुकैटभं मे
"हरे मुरारे मधुकैटभारे" ॥ ४३ ॥

মনে করি ভুলিব না কিন্তু আমি হায় !
মোহমদে পদে পদে ভুলি যে তোমায় ;
মধুকৈটভারি হরি ! এস একবার,
এ মোহ-মধুকৈটভে কর হে ! সংহার। ৪৩।

যথা শিশুর্ভূমিতলেঽনুবারং
পতন্নুদস্থন্ পদমেতি মাতুঃ।
তথা কদা ত্বা পতিতোত্থিতোঽহং
হরে ধরিষ্যামি পদং ত্বদীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

শিশু যথা বার বার পড়িয়া উঠিয়া,
মায়ের পা খানি গিয়া ধরে জড়াইয়া;
পড়িয়া উঠিয়া হরি! ভবে বার বার,
আমিও ধরিব কবে চরণ তোমার। ৪৪।

কিমস্তি মে নাস্তি চ কিং ন জানে
কিমর্থয়ে ত্বাং নহি বেদ্মি দেব।
জানে পরং ত্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে তত্র রতির্মমাস্তু ॥ ৪৫ ॥

জানি না কি আছে মোর জানি না কি নাই,
কি চাহিব তব কাছে ভাবিয়া না পাই;
সবে মাত্র জানি হরি! ও রাঙা চরণ,
জন্ম জন্ম উহাতেই থাকে যেন মন। ৪৫।

ন ধর্ম্মং ন বার্থং ন কামং ন মোক্ষং
হরে প্রার্থয়েঽহং ন বা কিঞ্চিদন্যৎ।
অয়ে প্রাণবন্ধো ময়ি প্রেমসিন্ধো
কৃপালেশমীশ প্রযচ্ছ প্রযচ্ছ ॥ ৪৬ ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই,
আর কিছুতেই হরি! বাঞ্ছা মোর নাই;

প্রাণবন্ধু ! প্রেমসিন্ধু ! করুণানিধান !
কর কর এক বিন্দু করুণাপ্রদান । ৪৬ ।

रामं यथाग्रे शरभङ्गयोगी
पश्यन् तनुं होममखौ जुहाव ।
तथा कदा त्वां पुरएव पश्यन्
हरे चिताग्नौ तनुमुत्सृजामि ॥ ४७ ॥

হেরিতে হেরিতে রামে সম্মুখে যেমন,
শরভঙ্গ হোমানলে ত্যজিল জীবন ; (১)
তেমনি তোমারে হরি ! করি' দরশন,
চিতানলে কবে দেহ দিব বিসর্জ্জন । ৪৭ ।

पङ्गुस्तरत्यपि सुदुस्तरमम्बुराशिं
हस्तेकरोति शशिनं किल वामनोऽपि ।
यस्मिन् निपातयसि कृष्ण कृपाकटाक्षं
किं तस्य दुष्करमहो भुवनत्रयेऽपि ॥ ४८ ॥

পঙ্গুও দুস্তর সিন্ধু পারে লঙ্ঘিবারে,
বামনেও হাতে চাঁদ ধরিবারে পারে ;
কৃপাদৃষ্টি কর কৃষ্ণ ! যাহার উপর,
ত্রিভুবনে বল ! তার কি আছে দুষ্কর । ৪৮ ।

---

(১) রামচন্দ্র শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, শরভঙ্গমুনি রাম-নে আপনাকে পূর্ণকাম জ্ঞান করিলেন, এবং সম্মুখে সেই রামমূর্ত্তি থিতে দেখিতে হোমানলে নিজ দেহ আহুতি দিলেন,—

"ततोऽग्निं स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवत् ।
शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्" ॥

(इत्यादि, रामायणे-आरण्यकाण्डे-५म सर्गे)

কল্পান্তকালে প্রচলেদ্ধি মেরুঃ
নাশং ব্রজেতামপি চন্দ্রসূর্য্যৌ।
শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজবদ্ধভক্তেঃ
ন জাতু নাশঃ পতনং ন বাঽস্তি ॥৪৯॥

মেরুও প্রলয়কালে হয় বিচলিত,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা হয় অস্তমিত ;
শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ্মে বাঁধা যার মন,
তাহারি নাহিক নাশ নাহিক পতন। ৪৯।

চরাচরাণাং ভূতানাং যা ঘোরা কালযামিনী।
সৈব গোবিন্দভক্তস্যাঽরুণকোটিসমদ্যুতিঃ ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বনাশী কালরাত্রি আসিয়া যখন,
গ্রাস করে চরাচর সমস্ত ভুবন ;
একমাত্র কৃষ্ণভক্ত জাগিয়া তখন,
কোটি অরুণের প্রভা করে দরশন। ৫০।

হরিপ্রেমবিহীনস্য সর্ব্বং বিষময়ং জগৎ।
হরিপ্রেমার্দ্রচিত্তস্য সর্ব্বমেব সুধাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

হরিপ্রেমরসে হায়! বঞ্চিত যে জন,
বিষময় হয় তার নিখিল ভুবন ;
হরিপ্রেমে আর্দ্র সদা যাহার হৃদয়,
সকলি তাহার কাছে হয় সুধাময়। ৫১।

হরিশূন্যাত্মনঃ শান্তিস্ত্রৈলোক্যেঽপি ন বিদ্যতে।
হরিপূর্ণাত্মনঃ শান্তির্নিত্যমেব করে স্থিতা ॥ ৫২ ॥

সর্ব্বশোকহারী হরি হৃদে যার নাই,
ত্রৈলোক্যেও শান্তি তার দেখিতে না পাই ;
আর যার হৃদে হরি বিরাজে সদাই,
তাহার শোকের শান্তি আপনারি ঠাঁই। ৫২।

मेध्येनाहुतिगन्धेन यथा यज्ञहुताशनः।
तथाचारेण पूतेन भगवत्प्रेम सूच्यते ॥ ५३ ॥

হোমকুণ্ডে প্রজ্বলিত যজ্ঞ-হুতাশন,
পবিত্র আহুতি-গন্ধে বুঝিবে যেমন ;
লোকের ঈশ্বর-ভক্তি বুঝিবে তেমন,
পবিত্র আচার তার করি দরশন। ৫৩।

प्रमत्तमातङ्गसहस्रशक्तिं
मुमूर्षुरप्येति ययैव भक्त्या।
तां देहि भक्तिं तव पादपद्मे
हे कृष्ण कारुण्यनिधे मुकुन्द ॥ ५४ ॥

যে ভক্তির গুণে ভক্ত মুমূর্ষু দশায়,
সহস্র হস্তীর বল নিজ দেহে পায় ;
তব পদে সেই ভক্তি কর মোরে দান;
ওহে মুরহর হরি করুণানিধান!। ৫৪।

भक्तिगद्गदकण्ठेन तद्गतेनान्तरात्मना।
कृष्णेति वद रे जीव ! बिभेषि शमनाद् यदि ॥ ५५ ॥

ভীষণ শমন তব শিয়রে হেরিয়া,
আতঙ্কে যদি রে জীব! উঠ শিহরিয়া ;

তবে ডাক কৃষ্ণ বলি' সেই দয়াময়ে,
ভক্তিগদগদ কণ্ঠে তদ্গত হৃদয়ে। ৫৫।

मृतानां देहिनां पीत्वा विषयं विषमं विषम्।
केवला केशवे भक्तिर्मृतसञ्जीवनी सुधा ॥ ५६ ॥

বিষয় বিষম বিষ পান করি যারা,
রোগে শোকে পরিতাপে হ'য়ে আছে মরা;
এ জগতে তাহাদের একমাত্র গতি,
মৃতসঞ্জীবনী সুধা শ্রীকৃষ্ণে ভকতি। ৫৬।

उन्मार्गं धावतां वेगादुद्दामेन्द्रियदन्तिनाम्।
एकएव नियन्तास्ति कृष्णभक्तिमयोऽङ्कुशः ॥ ५७ ॥

কুপথে প্রচণ্ড বেগে মত্ত হ'য়ে ধায়,
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়-হস্তী কে ফিরায় তায়?
এক মাত্র কৃষ্ণভক্তি-অঙ্কুশের ঘায়,
সে দুরন্ত মাতঙ্গেরে বশে রাখা যায়। ৫৭।

श्मशानमपि वैकुण्ठो भवेत् प्रेतोऽपि जीवितः।
यन्नाम्ना नृत्यति प्रेम्णा प्रसन्नोऽस्तु स मे हरिः ॥ ५८ ॥

তব নামে শ্মশানে বৈকুণ্ঠ বিরাজিত,
মৃতও নাচে রে! প্রেমে হ'য়ে পুলকিত;
ওহে হরি! দয়া করি হও হে উদয়,
সকাতরে ডাকে পাপী কোথা দয়াময়!। ৫৮।

त्रैलोक्ये प्रतिकूलेऽपि का भीतिः सदये हरौ।
त्रैलोक्येऽप्यनुकूले कः संरक्षेद् विमुखे हरौ ॥ ५९ ॥

ত্রৈলোক্য মিলিয়া যদি প্রতিকূল হয়,
শ্রীকৃষ্ণ করিলে দয়া কিবা তার ভয়?
ত্রিভুবন যদি হয় সহায় তাহার,
তিনি দয়া না করিলে নাহিক নিস্তার। ৫৯।

কৃষ্ণযোগনিমগ্নস্য স্থাণুবন্নিশ্চলস্য মে।
তন্ময়স্য কদা দেহো বল্মীকেষু নিমঙ্ক্ষ্যতি॥ ৬০॥

কবে আমি কৃষ্ণযোগে তন্ময় হইব,
স্থাণুর সমান হ'য়ে নিশ্চল রহিব; (১)
এরূপে শরীর মোর হবে জীর্ণ শীর্ণ,
বল্মীকরাশিতে কবে হইবে আকীর্ণ (২)। ৬০।

শিবার্পিতমনঃপ্রাণঃ শিবেতি মুহুরুচ্চরন্।
শিবযোগনিমগ্নাত্মা কদা যামি তপোবনম্॥ ৬১॥

সমর্পিব মন প্রাণ শিবের চরণে,
অবিরাম শিব নাম বলিব বদনে;
কবে আমি শিবযোগে হইয়া তন্ময়,
গৃহ ছাড়ি তপোবন করিব আশ্রয়। ৬১।

কদা ভক্তিসুরোন্মাদাদ্ দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
পরাপরবিচারান্ধো বীক্ষে বিষ্ণুময়ং জগৎ॥ ৬২॥

প্রাণ ভোরে ভক্তি-সুরা করি' আমি পান,
উন্মাদে হারাব কবে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান;

---

(১) 'স্থাণু'—মুড়া গাছ বা খোঁটা, তাহার ন্যায় নিশ্চল অর্থাৎ স্থির।
(২) 'বল্মীকরাশি'—উইমাটির ঢিবি।

ঘুচিবে আপন পর বিচার আমার,
বিষ্ণুময় সকলি হেরিব একাকার। ৬২।

मृगतृष्णासमं बुद्ध्वा विश्वमेतदनात्मिकम्।
ध्याय चेतश्चिदानन्दं तत् सत्यं शाश्वतं महः॥ ६३॥

তুমি কার কে তোমার কেবা বল কার?
মৃগতৃষ্ণা সম মিথ্যা জানিবে সংসার;
পরম মঙ্গলময় সত্য সনাতন,
সেই জ্যোতি সদা ধ্যান কর ওরে মন!। ৬৩।

विश्वं प्रेममयं सर्व्वं स्वयं प्रेममयो हरिः।
भुक्तिर्मुक्तिश्च जीवस्य कृष्णप्रेम्णि प्रतिष्ठिता॥ ६४॥

প্রেমময় হের! এই নিখিল ভুবন,
আপনিই প্রেমময় দেব নারায়ণ;
একমাত্র সেই কৃষ্ণ-প্রেমের উপর,
ভুক্তি মুক্তি জীবাত্মার করয়ে নির্ভর। ৬৪।

अनन्तगिरिराजोत्थाऽनन्तसागरसङ्गता।
कृष्णप्रेममयी गङ्गा मां पुनातु सनातनी॥ ६५॥

অনন্ত-গিরীন্দ্র হ'তে যাঁহার জনন,
অনন্ত-সাগর সঙ্গে যাঁহার মিলন; (১)

---

(১) যেমন জড়ময়ী গঙ্গা 'গিরীন্দ্র' অর্থাৎ গিরিরাজ হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগরে মিশিয়াছে, তেমনি ভক্তিরূপা চিন্ময়ী গঙ্গা 'অনন্ত' অর্থাৎ নারায়ণরূপ গিরিরাজ হইতে উৎপন্ন হইয়া 'অনন্ত' অর্থাৎ নারায়ণ-রূপ মহাসাগরে মিশিয়া থাকে।

কৃষ্ণপ্রেমময়ী সেই গঙ্গা সনাতনী,
পবিত্র করুন মোরে পতিতপাবনী । ৬৫ ।

कदा तद्ध्यानमग्नोऽहं हरे त्यक्ष्यामि जीवितम् ।
कदा मे बान्धवाः सर्व्वे करिष्यन्ति हरिध्वनिम् ॥ ६६ ॥

হরি হে ! তোমারি ধ্যানে হইয়া মগন,
কবে আমি মহানন্দে ত্যজিব জীবন ;
কবে মোর বন্ধুগণে মিলিয়া তখনি,
করিবে উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি ধ্বনি । ৬৬ ।

अन्ते नारायणं ब्रह्म स्मारं स्मारं हृदा हरिम् ।
उत्ताननयनः प्राणानुत्सृजेयमहं कदा ॥ ६७ ॥

উলটিব আঁখি কবে প্রাণ পরিহরি,
অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম স্মরিয়া শ্রীহরি । ৬৭ ।

ये गोविन्दगतात्मानो गोविन्दगतजीवनाः ।
शान्तिर्हि तेषां सर्व्वत्र छायेवानुगता सदा ॥ ६८ ॥

গোবিন্দে যাহারা আত্মা করে সমর্পণ,
গোবিন্দে উৎসর্গ করে যাহারা জীবন ;
সর্ব্বত্র তাদের শান্তি জানিবে নিশ্চয়,
ছায়ার মতন সদা সঙ্গে সঙ্গে রয় । ৬৮ ।

न शान्तिरैश्वर्य्यविलासदीप्ते
हर्म्म्ये सुरम्ये धरणीश्वरस्य ।
स्थूणावशेषेषु जरत्तृणेषु
शान्तिः कुटीरेषु हि वैष्णवानाम् ॥ ६९ ॥

রম্য রাজগৃহ যথা ঐশ্বর্য্য-বিলাস,
সে স্থান কদাচ নহে শান্তির আবাস ;
ভক্তের কুটীর যাহা জীর্ণ শীর্ণ অতি,
সেই স্থানে সদাকাল শান্তির বসতি। ৬৯।

জলেঽনলে বা গহনে গিরৌ বা
রসাতলে বাপি যমালয়ে বা।
সর্ব্বত্র ভক্তঃ সুখমেব শেতে
শিশুর্যথোৎসঙ্গতলে জনন্যাঃ ॥ ৭০ ॥

পর্ব্বতে গহনে কিম্বা জলে বা অনলে,
যমালয়ে কিম্বা যদি যায় রসাতলে ;
সর্ব্বত্রই ভক্ত সুখে করয়ে শয়ন,
আপন মায়ের কোলে বালক যেমন। ৭০।

আত্মন্যেব পরাত্মানং ভক্তিযোগেন পশ্যতঃ।
আত্মারামস্য নির্ব্বাণমাত্মন্যেব প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭১ ॥

ভক্তিযোগে তন্ময় হইয়া যেই জন,
আত্মমধ্যে পরমাত্মা করে দরশন ;
আত্মানন্দে পরিপূর্ণ নাহি বাহ্যজ্ঞান,
তাহার আত্মার মাঝে বিরাজে নির্ব্বাণ। ৭১।

কামেঽনুরক্তির্নরকার্ত্তিপন্থাঃ
মার্গোঽপবর্গস্য চ কৃষ্ণভক্তিঃ।
যেনেষ্টসিদ্ধির্ব্রজ তেন জীব
দ্বাবেব মার্গৌ পুরতস্তবৈব ॥ ৭২ ॥

ঘোর নরকের পথ কামে অভিরতি,
মহানির্ব্বাণের পথ মুকুন্দে ভকতি ;
সম্মুখে এ দুই পথ দেখ ওরে মন !
যাহা ইষ্ট সেই পথে করহ গমন। ৭২।

যো মুহুর্বার্য্যমাণোঽপি ভূয়এব প্রবর্দ্ধতে।
কামাগ্নিস্তস্য শমনং কেবলং স্মরণং হরেঃ ॥ ৭৩ ॥

নিবারিতে যত তারে কর প্রাণপণ,
দুরন্ত দুর্জ্জয় কাম না মানে বারণ ;
এ ভীষণ হুতাশন করিতে শমন,
একমাত্র শান্তি-বারি হরির স্মরণ। ৭৩।

ভব পঞ্চতপা জীব ! ভবে কামানলৈর্বৃতে।
অসিধারাব্রতমিদং চর বা ভব ভস্মসাৎ ॥ ৭৪ ॥

চারিদিকে কামানল জ্বলে ঘোরতর,
তারি মাঝে বসি' জীব ! পঞ্চতপ কর ;
এই অসিধারাব্রত যদি নাহি কর,
তবে এ অনলকুণ্ডে জ্বলে পুড়ে মর (১)। ৭৪।

---

(১) 'পঞ্চতপ'—গ্রীষ্মকালে চারিদিকে চারিটী অগ্নি জ্বালিয়া, সূর্য্যের ...কে স্থিরদৃষ্টি হইয়া যোগসাধন করাকে 'পঞ্চতপ' বলে। 'অসিধারাব্রত'— ...-যুবতী একাসনে বসিয়া যোগসাধন করিবে, অথচ মুগ্ধস্বভাব দুইটী শিশুর ... উভয়ের মন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকিবে, এইরূপ তপস্যাকে 'অসিধারাব্রত' ...। অসিধারা অর্থাৎ খড়্গের সুতীক্ষ্ণ ধার। সুতীক্ষ্ণ খড়্গের ধারে গাত্রের ...র্ষণের ন্যায় এই ব্রত অতি দুষ্কর ; তাই ইহার নাম 'অসিধারাব্রত'।

"যুবা যুবত্যা সার্দ্ধং যন্মুগ্ধভর্তৃবদাচরেৎ।
অন্তর্নিবৃত্তসঙ্গঃ স্যাৎ অসিধারাব্রতং হি তৎ ॥"

भक्तिपूर्णो हि यस्यात्मा पूर्णं तस्याखिलं जगत् ।
भक्तिशून्यस्य यस्यात्मा शून्यं तस्याखिलं जगत् ॥ ७५ ॥

হরিভক্তি-পূর্ণ হয় হৃদয় যাহার,
তাহার নিকটে পূর্ণ এ বিশ্বসংসার ;
হরিভক্তি-শূন্য হয় হৃদয় যাহার,
তাহার নিকটে শূন্য এ বিশ্বসংসার। ৭৫।

अन्तर्यस्य हरिस्तस्य सर्व्वं ज्योतिर्म्मयं जगत् ।
नान्तर्यस्य हरिस्तस्य सर्व्वमेव तमोमयम् ॥ ७६ ॥

বিরাজে আত্মার মাঝে যার নারায়ণ,
তার কাছে জ্যোতির্ম্ময় নিখিল ভুবন ;
না হেরে হৃদয়ে যেই সেই নারায়ণ,
তার কাছে তমোময় নিখিল ভুবন। ৭৬।

यो हि विष्णुमयं विश्वं पश्यन्नपि न पश्यति ।
चक्षुष्मानपि जन्मान्धो जीवन्नपि स वै मृतः ॥ ७७ ॥

বিষ্ণুময় চরাচর সমস্ত ভুবন,
দেখিয়াও নাহি দেখে যেই মূঢ় জন ;
চক্ষু থাকিতেও সেই জন্মান্ধ নিশ্চয়,
প্রাণ থাকিতেও সেই মৃত হ'য়ে রয়। ৭৭।

ये स्वच्छयं नैव विदन्ति देवं
तं दूरतीर्थेषु च मार्गयन्ति ।
मन्दाकिनीं द्वारि विहाय हा ते
काङ्क्षन्ति तोयं मृगतृष्णिकायाम् ॥ ७८ ॥

হৃদেই আছেন হরি তাহা না জানিয়া,
দূরতীর্থে মরে যারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ;
মন্দাকিনী ছাড়ি তারা ঘরের দুয়ারে,
মৃগতৃষ্ণিকায় হায় ! জল আশা করে। ৭৮।

বিহায় গোবিন্দপদেঽনুরক্তিং
পুষ্ণাতি মূঢ়ো মমতাং ভবে যঃ।
ছিত্ত্বা স নূনং সুরপুষ্পমালাং
ব্যালীং বিষোগ্রাং হৃদয়ে দধাতি ॥ ৭৯ ॥

গোবিন্দ-চরণে ভক্তি ছাড়ি যেই জন,
সংসারে মমতা হায় ! করয়ে স্থাপন ;
পারিজাত-মালা ফেলি' সেই মূঢ় জন,
কালসাপিনীরে বক্ষে করে আলিঙ্গন। ৭৯।

রাগোগ্রগ্রাহকলিলে সলিলে বিষয়াভিধে।
মা মজ্জ মজ্জ মা জীব জীবনং যদি বাঞ্ছসি ॥ ৮০ ॥

রাগরূপী জলজন্তু বড়ই ভীষণ,
বিষম বিষয়-জলে করে বিচরণ (১) ;
ডুব না ডুব না তাহে করি নিবারণ,
রে জীব ! জীবন যদি করিবে ধারণ। ৮০।

বৈকুণ্ঠো রাজতে যত্র বাঞ্ছাকল্পতরুর্হরিঃ।
ভক্তিরেব তমারোঢুমেকা সোপানপদ্ধতিঃ ॥ ৮১ ॥

---

(১) 'রাগরূপী'—বিষয়বাসনারূপ। রাগ—বিষয়ভোগে আসক্তি। য়—রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু।

বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি বিরাজে যথায়,
সে বৈকুণ্ঠধামে যেবা উঠিবারে চায় ;
একমাত্র ভক্তি তার জানিবে সোপান,
ভক্তিপথে হাতে হাতে মিলে ভগবান্। ৮১।

विनिर्म्मिते हैमसुमेरुशृङ्गैः
त्रैलोक्यसारैः खचितेऽपि रत्नैः।
न मन्दिरेऽसौ समुदेति देवो
हृदेव भक्तस्य गृहं तदीयम् ॥ ८२ ॥

সুমেরুর স্বর্ণশৃঙ্গ করি' আহরণ,
অপূর্ব্ব মন্দির তাহে করহ গঠন ;
যাহা কিছু সার রত্ন আছে ত্রিভুবনে,
সে সকল দিয়া তাহা সাজাও যতনে ;
তবু তাহে দেবতার না হয় উদয়,
মন্দির কেবল তাঁর ভক্তের হৃদয়। ৮২।

न प्रीयते सुरवनीरमणीयपुष्पैः
न प्रीयते सकलगाङ्गजलैरपीशः।
हृत्पङ्कजं विमलभक्तिरसार्द्रमेव
प्रीतिं हि भक्तदयितस्य करोति तस्य ॥ ८३ ॥

সমস্ত গঙ্গার জলে নন্দনের ফুলে,
পূজিলেও হরি নাহি চান মুখ তুলে ;
ভক্তি-জলে ভিজাইয়া হৃদয়-কমল—
দিলেই হয়েন তুষ্ট ভকতবৎসল। ৮৩।

चेतश्चिन्तय रे नित्यं चिन्तामणिधनं हरिम्।
तदन्यदखिलं विद्धि स्वप्नलब्धं यथा धनम्॥ ८४॥

নিত্য চিন্তা কর মন! চিন্তামণি হরিধন
যে ধনের নাহিক নিধন,
যাহা কিছু দেখ আর, সকলি অসার তার
স্বপ্নলব্ধ ধনের মতন। ৮৪।

जीव जीव चिरं जीव हरिभक्तिसुधां पिव।
हरिभक्तिसुधां पीत्वा सद्यो मृत्युञ्जयो भव॥ ८५॥

চিরঞ্জীব হও জীব! কৃতান্তে কি ভয়!
হরিভক্তি-সুধা পিয়া হও মৃত্যুঞ্জয়। ৮৫।

किं जिह्वया हरिगुणालपनालसा या
किं वा करेण हरिकार्य्यपराङ्मुखेन।
नेत्रेण किं हरिविलोकनवञ्चितेन
श्रोत्रेण किं हरिकथाश्रवणालसेन॥ ८६॥

প্রেমে আর্দ্র হোয়ে যে না হরিগুণ গায়,
কিবা প্রয়োজন বল! সেই রসনায়?
হরির পূজায় যে না রত অনুক্ষণ,
সে হস্ত থাকিযা বল! কিবা প্রয়োজন?
সর্ব্বত্র হরিকে যে না করে দরশন,
কি ফল থাকিয়া বল! সেরূপ নয়ন?
সাদরে যে হরি-কথা না করে শ্রবণ,
সে কর্ণ থাকিয়া বল! কি বা প্রয়োজন? ৮৬।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্ববিধৈরুপায়ৈঃ
সর্ব্বপ্রযত্নেন চ সর্ব্বশক্ত্যা।
সর্ব্বোপচারৈঃ খলু সর্ব্বদৈব
সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীহরিরেব সেব্যঃ ॥ ৮৭ ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, সমস্ত যতন,
সমস্ত শকতি তব, সমস্ত সাধন,
সর্ব্বেশ্বর-পদে সর্ব্ব কর সমর্পণ,
রে জীব! করিবে যদি শ্রীহরি-সেবন। ৮৭।

ত্বাং পশ্যত্যুপগূহতে পরিজপত্যাভাষতে শ্রীয়তি
ত্বামাজিঘ্রতি সংশৃণোতি রসয়ত্যাসেবতে ধ্যায়তি।
ত্বামেবং সকলেন্দ্রিয়ৈকবিষয়ং হে কৃষ্ণ নক্তন্দিবম্
ভক্তস্তে কুরুতে রহঃপ্রণয়িনী লব্ধ্বা যথা বল্লভম্ ॥ ৮৮ ॥

ভক্ত সদা তোমাকেই করে দরশন,
তব রূপে তব ধ্যানে থাকে নিমগন,
হরি হে! তোমাকে হৃদে করে আলিঙ্গন,
তোমারি সেবায় আত্মা করে সমর্পণ,
প্রাণভোরে তোমাকেই করে আস্বাদন,
তোমা বিনা অন্য কথা করে না শ্রবণ,
তোমারি মধুর গন্ধ করয়ে আঘ্রাণ,
তব সম্ভাষণ করে তোমাকে আহ্বান,
বিরলে নায়িকা যথা বল্লভের প্রতি,
সমস্ত ইন্দ্রিয় সঁপে তোমাতে তেমতি (১)। ৮৮।

---

(১) প্রিয়তমের জন্য নায়িকার মনে যেরূপ জলন্ত তৃষ্ণা ও অতিম

ভক্তস্যৈব সদাহ্বানং শৃণোতি মধুসূদনঃ।
আহ্বানং ভক্তিশূন্যস্য শূন্যএব বিলীয়তে ॥ ৮৯ ॥

ভক্তিভাবে যে তাঁহারে করয়ে আহ্বান,
তাহারি আহ্বানে কর্ণ দেন ভগবান্;
ভক্তিশূন্য শুষ্ক কণ্ঠে ডাকিলে তাঁহায়,
না পঁহুছে তাঁর কাছে শূন্যে লয় পায়। ৮৯।

যেনৈব নাম্না ননু যত্র তত্র
ভক্ত্যা তমুদ্দিশ্য বলিং প্রযচ্ছ।
স তৎপদং যাস্যতি বিশ্বমূর্ত্তেঃ
ব্যাপ্তং যতো বিশ্বমিদং পদেন ॥ ৯০ ॥

যে নামে যেখানে ইচ্ছা হইবে তোমার,
ভাই রে! তাঁহারে তুমি দাও উপহার;
ভক্তিভাবে যথা ইচ্ছা যে নামেই দিবে,
তব উপহার তাঁর পদেই পড়িবে;
বিশ্বরূপ বিশ্বাধার বিভু নারায়ণ,
পদতলে জুড়িয়া আছেন ত্রিভুবন। ৯০।

ভক্তহৃন্মন্দিরং তস্য বৈকুণ্ঠভবনং হরেঃ।
যত্রৈব ভগবদ্ভক্তিস্তত্রৈব ভগবান্ হরিঃ ॥ ৯১ ॥

ন্মাদ জন্মে, ভগবানের জন্য ভক্তেরও সেইরূপ তৃষ্ণা ও উন্মাদ জন্মে। সেই র্ব্বেশ্বরের জন্য উন্মত্তভাবে সাধনা করাকেই ‘আরাধনা’ বলে। ‘রাধা’ র্থাৎ সেই ‘আরাধনা’ এবং ‘কৃষ্ণ’ অর্থাৎ সেই ‘সর্ব্বেশ্বর হরি’। াধা-কৃষ্ণের ইহাই রহস্য।

ভক্তের হৃদয় দিব্য বৈকুণ্ঠভবন,
নিত্য বিরাজেন যথা দেব নারায়ণ;
সেই ভগবানে ভক্তি যেখানেই রয়,
সেইখানে ভগবান্ হরিও নিশ্চয়। ৯১।

অনন্তভক্তহৃদয়ানন্তশয্যাতলে সদা।
যোগনিদ্রাং স ভজতে সহ লক্ষ্ম্যা জনার্দ্দনঃ ॥ ৯২ ॥

অনন্ত ভক্তের হৃদে অনন্ত-শয়নে,
যোগনিদ্রা যান হরি কমলার সনে (১)। ৯২।

আভোগং পূর্ণচন্দ্রস্য প্রতিপৎকলয়া যথা।
পূর্ণং ব্রহ্ম বিজানীয়াদংশমাত্রেণ বৈ তথা ॥ ৯৩ ॥

প্রতিপদে কলামাত্র করি দরশন,
পূর্ণচন্দ্রমার মূর্ত্তি বুঝিবে যেমন;
অংশমাত্র নিরখিয়া বুঝিবে তেমন,
অনন্ত-শকতি পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ। ৯৩।

অখণ্ডমণ্ডলাকারঃ পূর্ণঃ কৃষ্ণসুধাকরঃ।
ভক্তস্যৈব হৃদাকাশে নিত্যমেব প্রভাসতে ॥ ৯৪ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার সুধার আকর,
পূর্ণ সনাতন সেই কৃষ্ণ-সুধাকর;

(১) 'অনন্ত-শয়নে'—অনন্ত-শয্যায়। বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা ভজনা করেন,—ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়মধ্যে পরম সুখে বিশ্রাম করেন। অনন্ত ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার অনন্ত-শয্যা অর্থাৎ চির-বিশ্রাম-মন্দির।

ভক্তের হৃদয়াকাশে হইয়া উদয়,
বিস্তার করেন জ্যোতি দিব্য সুধাময়। ৯৪।

প্রসুপ্তেষ্বপি জাগর্ত্তি যোঽব্যক্তমহদাদিষু।
নিত্যবুদ্ধশ্চিদানন্দো হৃদি ভাতু স মে হরিঃ॥ ৫৫॥

অব্যক্ত মহৎ আদি বিশ্বকাণ্ড যত,
প্রসুপ্ত হলেও যিনি রহেন জাগ্রত;
নিত্যই প্রবুদ্ধ যিনি চিদানন্দময়,
সেই কৃষ্ণ হৃদে মোর হউন উদয় (১)। ৯৫।

রাক্ষসীব ভবে মায়া ভোগো নরকভোগবত্।
কামো বিষবদাভাতি হরিভক্ত্যুদয়ে নৃণাম্॥ ৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণে ভকতি হৃদে হইলে উদয়,
মায়াকে রাক্ষসী হেন মনে জ্ঞান হয়;
ভোগ-সুখ মনে হয় নরক-সমান,
বিষম বিষের ন্যায় কাম হয় জ্ঞান। ৯৬।

যথা স্বর্ণমণিস্পর্শাত্ লৌহং ভবতি কাঞ্চনম্।
শ্বপাকোঽপি ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রীহরিস্মরণাত্তথা॥ ৫৭॥

লৌহও সুবর্ণ হয় পরশ পাথরে,
চণ্ডালেও হয় বিপ্র যদি হরি স্মরে। ৯৭।

---

(১) 'অব্যক্ত'—সূক্ষ্ম; 'মহৎ'—স্থূল; 'প্রসুপ্ত'—বিলীন। মহাপ্রলয়-কালে স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই লয় পায়, কেবল নারায়ণ অর্থাৎ মহাকালের লয় নাই।

ভবেঽস্মিন্ জন্মমরণরোগশোকাদ্যুপপ্লুতে।
কেবলং ভগবদ্ভক্তির্মুক্তিক্ষেত্রং হি দেহিনাম্ ॥ ৯৮ ॥

জন্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক নিরন্তর,
সমস্ত সংসার তাহে হের! জরজর;
একমাত্র ভক্তি সেই দেব নারায়ণে,
জীবের মুক্তির ক্ষেত্র জানিবে ভুবনে। ৯৮।

মধ্বাশয়া শ্রয়সি কিং সংসারবিষপাদপম্।
ভজ কৃষ্ণপদাম্ভোজময়ি চেতোমধুব্রত ॥ ৯৯ ॥

এ সংসার বিষবৃক্ষ জানিবে ভীষণ,
ইথে কেন মধু-আশে করিছ ভ্রমণ;
ভজ কৃষ্ণপদাম্বুজ পূর্ণ হবে আশা,
মন-মধুকর! তোর ঘুচিবে পিয়াসা। ৯৯।

অসারং খলু সংসারং বীক্ষ্য কায়ং চ ভঙ্গুরম্।
নিত্যানন্দময়ং কৃষ্ণপদমাশ্রয় রে মনঃ ॥ ১০০ ॥

বিনশ্বর এ সংসার সকলি অসার,
অনিত্য এ দেহ তব নহে আপনার;
ইহা ভাবি ভজ মন! সেই সনাতন,
অভয় আনন্দময় হরির চরণ। ১০০।

বাতাভ্রবিভ্রমনিভে বিভবে ভবেঽস্মিন্
যঃ সৌখ্যবুদ্ধিমতিমন্দমতিঃ করোতি।
আকাশপুষ্পপরিকল্পিতমেব মাল্যং
নূনং স ধারয়িতুমিচ্ছতি কণ্ঠদেশে ॥ ১০১ ॥

সন্ধ্যা-মেঘ-শোভা-সম ভবের বিভব,
তাহে সুখ-আশা করে যে মূঢ় মানব;
আকাশ-কুসুমে মালা গাঁথিয়া সে জন,
বাঞ্ছা করে নিজ কণ্ঠে করিতে ধারণ। ১০১।

घोरसंसारदावाग्नौ किं पतस्यमृताशया।
चेतश्चकोर पिब रे कृष्णचन्द्रसुधारसम्॥ १०२॥

রে মন-চকোর! তুমি সুধার আশায়,
সংসার-দাবাগ্নিমাঝে ধাইতেছ হায়!
একান্ত পিপাসা যদি করিবে নির্ব্বাণ,
কৃষ্ণচন্দ্র-সুধারস কর গিয়া পান। ১০২।

लोकं शोकहतं वीक्ष्य हाहाकारसमाकुलम्।
अशोकं भज रे चेतस्तद्विष्णोः परमं पदम्॥ १०३॥

শোকে হ'য়ে জ্ঞানহারা সমস্ত সংসার,
যাতনায় নিরবধি করে হাহাকার;
ভবের দুর্গতি এই হেরি ওরে মন!
ভজ সেই শোকহারী হরির চরণ। ১০৩।

मोहोत्तप्तकटाहे किं पच्यसे मीनवन्मनः।
कृष्णप्रेममये मज्ज तापवारिणि वारिणि॥ १०४॥

ওরে মন! মোহরূপ জ্বলন্ত খোলায়,
মৎস্য সম হও কেন ভাজাভাজি তায়;
কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্ব তাপ করে নিবারণ,
এ জ্বালা জুড়াও তাহে হইয়া মগন। ১০৪।

सानन्दं पिव रे जीव कृष्णभक्तिरसामृतम् ।
भव मृत्युञ्जयः सद्यः कृतान्तात् किमु ते भयम् ॥ १०५ ॥

কৃষ্ণভক্তি-সুধা পিয়া হও মৃত্যুঞ্জয়,
কি ভয় রে জীব! তোর কৃতান্তে কি ভয়? ।১০৫।

दुरन्तादन्तकात् त्राणं नितान्तं यदि वाञ्छसि ।
अनन्तचरणोपान्ते स्वान्त शीघ्रं निलीयताम् ॥ १०६ ॥

নিতান্ত বাঁচিবে যদি কৃতান্ত-কবলে,
রে মন! লুকাও শীঘ্র কৃষ্ণপদতলে। ১০৬।

भुक्तिमुक्तिप्रदं सर्व्वजीवतापनिवारणम् ।
एकमेवाश्रयं चेतस्तद्विष्णोः पदमाश्रय ॥ १०७ ॥

একাধারে ভুক্তি মুক্তি যে করে প্রদান,
জীবের অশেষ তাপ যে করে নির্ব্বাণ;
সেই বিষ্ণুপদমাত্র ভবের আশ্রয়,
ভজ মন! ভক্তিভাবে হইয়া তন্ময়। ১০৭।

भवेद् योनिसहस्रेषु भ्रमणे मे न वेदना ।
स्यान्मे कृष्णपदे भक्तिर्यदि जन्मनि जन्मनि ॥ १०८ ॥

সহস্র সহস্র যোনি করিতে ভ্রমণ,
অণুমাত্র কষ্ট আমি না করি গণন;
জন্ম জন্ম কৃষ্ণপদে ভক্তি যদি রয়,
তবে আর জনমে মরণে কিবা ভয়? । ১০৮।

द्योततेऽविचला नित्यं ध्रुवतारा यथा दिवि ।
तथा कृष्णपदोपान्ते भक्तिरस्त्वचला मम ॥ १०९ ॥

যেমতি অনন্তকাল আকাশের গায়,
ধ্রুবতারা অচলা হইয়া শোভা পায়;
শ্রীকৃষ্ণচরণতলে আমার তেমতি,
থাকে যেন চিরকাল অচলা ভকতি। ১০৯।

পূরয়ন্নমৃতৈরাশাঃ সংহরন্ শোকতামসম্।
তাপহারী হৃদাকাশে কৃষ্ণচন্দ্রঃ প্রকাশতাম্॥ ১১০॥

সুধা-বরিষণে আশা করিয়া পূরণ, (১)
শোক-অন্ধকার সদ্য করিয়া হরণ;
অশেষ সন্তাপরাশি করিয়া বিনাশ,
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদাকাশে হউন প্রকাশ। ১১০।

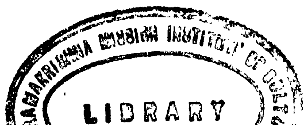
তদেব ভূতকল্যাণং যদেব কুরুতে হরিঃ।
সর্ব্বশোকবিষঘ্নোঽয়মগদঃ পীয়তাং মনঃ॥ ১১১॥

যা কিছু করেন হরি মঙ্গলনিধান,
সে শুধু সাধিতে সদা জীবের কল্যাণ;
সর্ব্ব শোক-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান,
এ ঔষধ ভক্তিভাবে কর মন! পান। ১১১।

শোকশল্যপ্রহারাণাং গাঢ়হৃন্মর্ম্মভেদিনাম্।
ভবেঽস্মিন্ ভগবদ্ভক্তিরেকমেব মহৌষধম্॥ ১১২॥

মর্ম্মভেদী শেল সম শোকের প্রহার,
তাহে নিত্য জীবগণ করে হাহাকার;

(১) 'আশা'—শব্দে দিক্ ও মনোরথ বুঝায়; চন্দ্রের পক্ষে আশা অর্থাৎ দিগ্‌মণ্ডল।



কৃষ্ণভক্তি একমাত্র মহৌষধ তায়,
যাহার সেবনে সব যাতনা জুড়ায়। ১১২।

বিহায় কৃষ্ণং করুণানিধানম্
মূঢ়ো ভবে যঃ কুরুতে সুখাশাম্।
স্বচ্ছাম্বুপূর্ণাং সরিতং স হিত্বা
সমীহতে বারি মরীচিকায়াম্ ॥ ১১৩ ॥

করুণানিধান কৃষ্ণে ত্যজিয়া যে জন,
এ ভবে সুখের আশা করয়ে স্থাপন;
সে জন সুজলপূর্ণ নদী তেয়াগিয়া,
মৃগতৃষ্ণিকায় ধায় জলের লাগিয়া। ১১৩।

রে জীব সদ্যোঽখিলতাপশান্ত্যৈ
শ্রীকৃষ্ণকল্পদ্রুমমাশ্রয় ত্বম্।
ত্রিতাপশান্তিঃ কিল তস্য মূলে
সদৈব কৈবল্যফলং স ধত্তে ॥ ১১৪ ॥

রে জীব! অশেষ তাপ মোচনের তরে,
শীঘ্র গিয়া ভজ কৃষ্ণ-কল্পতরুবরে;
ত্রিতাপশান্তির ছায়া পাবে তার তলে,
সে বৃক্ষে কৈবল্য ফল নিত্যকাল ফলে। ১১৪

ন পুত্রদারান্ ন গৃহান্ ন বন্ধূন্
যাচে ন চোচ্চৈঃ কুলবিত্তমানান্।
ভক্তির্হরে ত্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাত্ ॥ ১১৫ ॥

চাহি না গৃহিণী সুত গৃহ পরিজন,
কুল মান সম্পদে নাহিক প্রয়োজন;
এই ভিক্ষা দাও মোরে কৃষ্ণ দয়াময়!
জন্ম জন্ম তব পদে ভক্তি যেন রয়। ১১৫।

आहूतोऽपि मया मुहुर्वरद हे यन्नासि मे गोचरः
मद्भक्तेः स्खलनं हि तत् न हि कृपासिन्धोः स दोषस्तव।
सा भक्तिर्यदि मेऽभविष्यदचला त्वय्येव गोविन्द हे
तन्नूनं भवरौरवार्त्तिरनिशं नैवाभविष्यन्मम ॥ ११६ ॥

ডাকিয়াও যে তোমার দেখা নাহি পাই,
সে মোর ভক্তির ত্রুটি, তব দোষ নাই;
সে ভক্তি থাকিত যদি তোমাতে কেশব!
ভুগিতে হ'ত না তবে এ ভব-রৌরব (১)। ১১৬।

प्रसादनीः शीलयतस्ततस्ताः
मैत्र्यादिरूपा हृदि भावनास्ताः।
उदेतु मे त्वत्कृपया विशोका
ज्योतिष्मती केशव सत्त्ववृत्तिः ॥ ११७ ॥

হে কৃষ্ণ! একান্তভাবে করিয়া সাধনা—
চিত্তপ্রসাদনী মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনা;
তোমারি প্রসাদে মোর হউক উদয়,
বিশোক সাত্ত্বিক ভাব নিত্য জ্যোতির্ম্ময় (২)।১১৭।

---

(১) 'ভব-রৌরব'—সংসাররূপ নরক; ঘোর নরকবিশেষের নাম 'রৌরব'।

(২) হে কৃষ্ণ! চিত্তপ্রসাদকারিণী চারিটী ভাবনার সাধনা করিতে

হরে ন পাপী মদৃশো মমাস্তে
ন পাপহারী মদৃশস্তবাস্তি।
ইত্যেব চিত্তে ননু চিন্তয়িত্বা
যদ্রোচতে তৎ কুরু দীনবন্ধো ॥ ১১৮ ॥

কেবা বল! আছে পাপী আমি হে যেমন,
কেবা হরি! পাপহারী তোমার মতন;
দীনবন্ধু! এই কথা ভেবো একবার,
তার পর কোরো তুমি যা ইচ্ছা তোমার। ১১৮।

করিতে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার কৃপায় যেন সেই শোকবিরহিত জ্যোতির্ম্ময় স্থায়ী সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। যোগশাস্ত্রকারেরা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারিপ্রকার ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন। (১) মৈত্রী,—সর্ব্বভূতে মিত্রতা, অর্থাৎ সমভাবে সকলেরই হিতকামনা এবং সকলেরই সুখে আনন্দ অনুভব করা; (২) করুণা,—দুঃখিত প্রাণিমাত্রেরই দুঃখমোচনের জন্য ঐকান্তিক যত্ন; (৩) মুদিতা,—পুণ্যশীলগণের পুণ্যকর্ম্মে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন; (৪) উপেক্ষা,—পাপকার্য্য অনুমোদন না করা এবং পাপীর প্রতি ঘৃণা না করা। এই চারিটী ভাবনা 'চিত্তপ্রসাদনী' অর্থাৎ মনের সমস্ত মালিন্য দূর করিয়া মনকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল করে। একান্ত-ভাবে প্রতিনিয়ত এই চারিটী ভাবনার অভ্যাস দ্বারা অন্তরাত্মা নির্ম্মল হইয়া এক অপূর্ব্ব শান্তিময়ী আনন্দময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থার নাম সাত্ত্বিক ভাব। মনুষ্য সেই অবস্থায় উপনীত হইলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশোক হয় অর্থাৎ সর্ব্বশোক হইতে মুক্তিলাভ করে; এজন্য ঐ সাত্ত্বিক ভাবকে 'বিশোক' বলে। ঐ সাত্ত্বিক ভাবকে জ্যোতির্ম্ময়ও বলে; স্বচ্ছ মণি যেমন সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হয়, তেমনি নির্ম্মল সাত্ত্বিকভাবও দিব্য ব্রহ্মালোকে অপূর্ব্ব জ্যোতি ধারণ করে।

सीदन्तमज्ञानहृतप्रबोधं
मां रक्ष हे कृष्ण जगत्प्रसूते ।
निद्रावसन्ने विवशे सुते किं
माता न संरक्षति तं निजाङ्के ॥ ११९ ॥

মোহনিদ্রাভরে আমি জ্ঞান হারাইয়া,
অবসন্ন হ'য়ে ভবে পড়েছি ঢলিয়া ;
জগত-জননি হরি ! রাখ এ অজ্ঞানে,
মাতা কি রাখে না কোলে ঘুমন্ত সন্তানে ? ।১১৯।

एह्येहि जीवेश्वर जीवबन्धो
भवाब्धिमन्थोत्थितरत्नसार ।
हृदो निधिं त्वां हृदये निधाय
प्रमीलिताक्षो हृदि निर्विशामि ॥ १२० ॥

প্রাণের ঈশ্বর তুমি হৃদয়ের ধন,
ভব-জলধির তুমি অমূল্য রতন ;
এস হে প্রাণের বঁধু ! হৃদয়ে রাখিয়া—
হৃদয়ে ভুঞ্জিব তোমা নয়ন মুদিয়া । ১২০ ।

सूर्यो यथा कमलिनीं कुरुते प्रफुल्लां
तारापतिः कुमुदिनीं च यथा करोति ।
नारायण स्मृतिपथे त्वमुदित्य तद्वत्
सत्यं हि मे हृदयमुत्पुलकं करोषि ॥ १२१ ॥

নলিনী তপনে যথা করি' দরশন,
তারাপতি-দরশনে কুমুদী যেমন ;

সত্যই তেমনি হরি! স্মরণে তোমার,
পুলকে প্রফুল্ল হয় হৃদয় আমার। ১২১।

শ্রয়ন্তি পরয়া ভক্ত্যা যে পরাত্পরমচ্যুতম্।
সর্ব্বভূতহিতাঃ সন্তো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১২২ ॥

পরম ভকতিভাবে হইয়া তন্ময়,
পরাৎপর নারায়ণে যে করে আশ্রয়;
যে সাধুর সর্ব্বজীবে সমান প্রণয়,
সমস্ত সঙ্কট সেই সুখে পার হয়। ১২২।

নিত্যানুষঙ্গী সন্তোষো ভক্তিশান্তান্তরাত্মনাম্।
কামোপহতচিত্তানামসন্তোষঃ পদে পদে ॥ ১২৩ ॥

হরিভক্তিরসে শান্ত যাহার অন্তর,
সন্তোষ জানিবে তার নিত্য-সহচর;
আর যার কামে সদা আকুলিত চিত,
পদে পদে অসন্তোষ তাহার নিশ্চিত। ১২৩।

প্রত্যক্ষীকুরুষে মনঃ প্রতিপদং নিত্যং যদীয়াং দয়াং
তং হা হন্ত তথাপি বিস্মরসি কিং কারুণ্যসিন্ধুং হরিম্।
তং প্রাণং জগতাং গতিং চ পরমাং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
বুদ্ধাপ্যেবমনুক্ষণং কথয় কিং মোহান্ধবত্ চেষ্টসে ॥ ১২৪ ॥

পদে পদে যাঁর দয়া হেরিছ রে মন!
সেই কৃপাসিন্ধু হরি ভুল কি কারণ?
জগতের প্রাণ তিনি অখিলের গতি,
ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব তাঁর অবস্থিতি;

জানিয়াও তাঁরে কেন মূঢ়ের মতন,
ভব-মোহে ক্ষণে ক্ষণে হারাও চেতন ?। ১২৪

কালাকালবিচারণাং ন কুরুতে নাপেক্ষতে দীনতাং
দ্বেষ্যস্তস্য ন বা প্রিয়োঽস্তি শমনঃ সর্ব্বং সমং কর্ষতি।
তং কালং বিকরাললোলরসনং দৃষ্ট্বাপ্যদূরে স্থিতং
জীব ত্বং নরকান্তকারিচরণে নাদ্যাপি কিং লীয়সে ॥১২৫॥

নাহি মানে কালাকাল না মানে বারণ,
কাকুতি মিনতি সে যে করে না শ্রবণ ;
প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাহি আছে তার,
সমভাবে সকলেরে করয়ে সংহার ;
করাল বিলোল জিহ্বা করিয়া বিস্তার,
সম্মুখে শমন ওই দেখ রে ! তোমার ;
এখনো যদি রে জীব ! বাঁচিবারে চাও,
নরকারি-পদে শীঘ্র কেন না লুকাও ?। ১২৫।

স্রোতস্বতী বহতি চেন্নয়নপ্রবাহৈঃ
শোকস্য হন্ত ন তথাপ্যবসানমস্তি।
রে জীব রোদিষি ভবেঽত্র কিয়চ্চিরং বা
তূর্ণং মুরারিপদমাশ্রয় শোকহারি ॥ ১২৬ ॥

স্রোতস্বতী বহে যদি নয়নসলিলে,
এ ভবে শোকের তবু অন্ত নাহি মিলে ;
রে জীব ! কত বা আর করিবে রোদন ?
ভজ সেই শোকহারী হরির চরণ। ১২৬।

सुधाधाराधारे दशशतदलाम्भोजनिलये
निमग्ने मे जीवे विगलितभवाशेषविषय: ।
द्रवीभूत: प्रेम्णा मधुरहरिसंकीर्त्तनरत:
कदाहं वै नेष्याम्यपि युगसहस्रं निमिषवत् ॥ १२७ ॥

দশশতদল-চক্র সুধার আধার,
তাহে কবে হবে মগ্ন জীবাত্মা আমার ; (১)
নির্ব্বাণ হইবে সব সংসারের কাম,
গাইব প্রেমার্দ্র হৃদে শ্রীহরির নাম ;
গাইতে গাইতে যেন নিমেষের মত,
কাটাইব কবে আমি যুগ শত শত। ১২৭।

---

(১) 'দশশতদল-চক্র' ইত্যাদি,—'দশশতদল-চক্র' অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থি সহস্রপত্র নামক চক্র। যোগশাস্ত্রকারেরা মানবদেহে যে ষট্ চক্রের নির্দে করিয়াছেন, তন্মধ্যে সহস্রপত্র নামক চক্র ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত। এই চক্র সুধার আধারস্বরূপ ; ইহা নিরন্তর অমৃতরস নিঃসরণ পূর্ব্বক সমস্ত দে পোষণ করিয়া থাকে। জীবাত্মা এই চক্রমধ্যে অবস্থান করিলে অমৃতপ্রবা মগ্ন ও সমস্ত কামনা হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হই ভগবৎসংগীতে আসক্ত হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত জীবাত্মার যখন এই শান্তিম অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই ভগবৎসংগীতে সিদ্ধিলাভ হয়। যিনি ভ যোগে ভগবৎসংগীতে সিদ্ধিলাভ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। এই জ যোগশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—

"जपकोटिगुणं ध्यानं ध्यानकोटिगुणो लय: ।
लयकोटिगुणं गानं गानात् परतरं नहि ॥"

অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা জপের কোটিগুণ ফললাভ হয় ; লয় অর্থাৎ চিত্তবৃ সমাধি দ্বারা ধ্যানের কোটিগুণ ফললাভ হয় ; গান দ্বারা লয়ের কোটি ফললাভ হয়। অতএব গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

छित्त्वा शृङ्खलबन्धनं दृढ़तरं सद्यो विहङ्गो यथा
वेगादुत्पतितः स्वजन्मविटपिक्रोड़ान्तरे लीयते ।
निर्म्मुक्तो भवबन्धनात् सुविषमाज्जीवो मदीयस्तथा
हे नारायण ते पदाब्जनिलयस्यान्तः कदा मज्जति ॥ १२८ ॥

শিকল কাটিয়া টিয়া ধায় দ্রুতগতি,
জন্মতরু-ক্রোড়ে গিয়া লুকায় যেমতি ;
তেমতি কাটিয়া কবে এ ভব-বন্ধন,
জীব মোর কৃষ্ণপদে হবে নিমগন। ১২৮।

मातृस्तन्यरसं यथैव रसयन् हित्वा विलापं शिशुः
सद्यः कामपि याति मोदमदिरानिद्रायमाणां दशाम् ।
कृष्णप्रेमसुधां पिबन्नपि तथा कामप्यहो निर्वृतिं
संलीनाखिलरोगशोकनिचयः प्राप्नोति लोकोऽचिरात् ॥ १२९ ॥

বালক পাইবামাত্র জননীর স্তন,
অমনি ভুলিয়া যায় রোদন যেমন ;
কি এক আনন্দমদে বিভোর হইয়া,
নড়ে না চড়ে না থাকে নয়ন মুদিয়া ;
তেমতি যে করে হরিপ্রেম-সুধা পান,
রোগ শোক হয় তার সকলি নির্ব্বাণ,
সে জন হারায় জ্ঞান যোগনিদ্রাবশে,
বিভোর হইয়া রয় চিদানন্দরসে। ১২৯।

हरिपादाश्रिताः प्राणैर्न मुच्यन्ते कदाचन ।
का भीतिर्वद रे चेतो जगदीश हरे जय ॥ १३० ॥

হরিপদাশ্রয় যেই জন লয়
সে কভু কি প্রাণে মরে,
কি ভয় কি ভয় বল রে হৃদয়!
"জয় জগদীশ হরে"। ১৩০।

ক্ষিপন্তি ভস্মনি ঘৃতং বাহ্যযজ্ঞপরা জনাঃ।
আত্মাগ্নৌ ভক্তিহব্যেন প্রীয়তে পরমেশ্বরঃ॥ ১৩১॥

বাহিরে বিবিধ যজ্ঞ করিয়া সাধন,
ভস্মেই কেবল ঘৃত ঢালে মূঢ়গণ;
আত্মাই পবিত্র বহ্নি, আহুতি ভকতি,
প্রীত হন নারায়ণ যাহে বিশ্বপতি। ১৩১।

কুরু জীব মহাযজ্ঞং কৃষ্ণপ্রেমহুতাশনে।
কৃষ্ণায় নম ইত্যুক্ত্বা নিক্ষিপাত্মানমাহুতিম্॥ ১৩২॥

রে জীব! একান্ত যদি লভিবে নির্ব্বাণ,
তবে এই মহাযজ্ঞ কর অনুষ্ঠান;
যিনি যজ্ঞেশ্বর হরি, তাঁরি প্রেমানলে,
আত্মাকে আহুতি দাও 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলে।১৩২।

কুরু জীব মহাশ্রাদ্ধং পরমং পিতৃতর্পণম্।
বিশ্বপিত্রে মুকুন্দায় ভক্ত্যা হৃৎপিণ্ডমুৎসৃজ॥ ১৩৩॥

রে জীব! এ মহাশ্রাদ্ধ কর অনুষ্ঠান,
যাহে তব পিতৃলোক লভিবে নির্ব্বাণ;
বিশ্বপিতা শ্রীহরিকে করি' আবাহন,
শ্রদ্ধায় হৃদয়-পিণ্ড কর নিবেদন। ১৩৩।

আত্মা সমাহিতো যেন মুকুন্দচরণাম্বুজে।
কিং ভয়ং কিং ভয়ং তস্য কিং ভয়ং মরণাদপি ॥ ১৩৪ ॥

যে জন সঁপেছে মন হরির চরণে,
কি ভয় কি ভয় তার কি ভয় মরণে ?। ১৩৪।

ত্বং মাতা ত্বং পিতা কৃষ্ণ পত্নী ভ্রাতা সুতঃ পতিঃ।
গতিস্ত্বমসি সর্ব্বস্বং চতুর্ব্বর্গোঽসি দেহিনাম্ ॥ ১৩৫ ॥

তুমি মাতা তুমি পিতা দারা সুত ভাই,
তুমি পতি তোমা বিনা গতি আর নাই ;
ধর্ম্ম অর্থ কাম তুমি সকল সম্পদ,
এ ভবে জীবের হরি ! তুমি মোক্ষপদ। ১৩৫।

অখণ্ডমণ্ডলাকারস্তেজোব্যাপ্তচরাচরঃ।
কৃষ্ণচন্দ্রঃ সদা পূর্ণঃ স্বান্তধ্বান্তং নিহন্তু মে ॥ ১৩৬ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি নারায়ণ,
যাঁর তেজে ব্যাপ্ত এই নিখিল ভুবন ;
সদা পূর্ণ যিনি সেই কৃষ্ণ-চন্দ্র মোর,
হরুন মনের পাপ-অন্ধকার ঘোর। ১৩৬।

দৃষ্টোঽপি দৃশ্যসে নৈব ত্বং লব্ধোঽপি ন লভ্যসে।
পূর্ণং দর্শয় মে রূপং পূর্ণব্রহ্মন্ সনাতন ॥ ১৩৭ ॥

দেখি দেখি তবু দেখা পাই না যে হায় !,
পাই পাই তবু নাহি পাই হে ! তোমায় ;
পূর্ণরূপে ওহে হরি ! দাও দরশন,
হেরিব হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। ১৩৭।

ভবোচ্ছেদে যাবদ্ধৃদয়মতিযত্নং প্রকুরুতে
মহামোহস্তাবদ্ভবনিগড়বন্ধং দৃঢ়য়তি।
অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ সকলশিবশক্তিপ্রদ হরে
যয়াশেষঃ পাশঃ ক্ষয়তি ময়ি শক্তিং বিতর তাম্॥ ১৩৮॥

কাটিয়া ফেলিতে মন যত যত্ন করে,
এ ভব-বন্ধন তত জড়াইয়া ধরে;
এ কৃষ্ণ! হে নাথ! হরি! শিবশক্তিময়!
দাও শক্তি যাহে এ বন্ধন ছিন্ন হয়। ১৩৮।

ইহ ভবকারাভবনে পতিতম্
কর্ম্মনিগড়দৃঢ়বন্ধনসহিতম্।
পাপমলিনমতিমতিশয়দীনম্
ত্রাহি দয়াময় মাং গতিহীনম্॥ ১৩৯॥

এ সংসার-কারাবাস তাহে দৃঢ় কর্ম্ম-পাশ
দিবানিশি করিছে পীড়ন,
পাপেতে মলিন মন আমি দীন অশরণ
ত্রাণ কর পতিতপাবন!। ১৩৯।

হর পরমেশ্বর মম গুরুপাপম্
দীনদয়াময় খণ্ডয় তাপম্।
অশরণশরণং যমভয়হরণম্
দেহি জনার্দ্দন মম হৃদি চরণম্॥ ১৪০॥

পরমেশ! পাপভার কর হে হরণ,
দীনদয়াময়! তাপ কর নিবারণ;

যাহার পরশে দূরে পলায় শমন,
সেই পদ মম হৃদে দাও নারায়ণ!। ১৪০।

ध्यायति यस्त्वां भक्त्या हृदये
न पतति स पुनः संसृतिनिरये।
न भजति मुक्तिं भक्तिविहीनः
चिरमिह सीदति रोदिति दीनः॥ १४१॥

যে তোমারে ভক্তিভরে ডাকে নারায়ণ!
এ ভব-নরকে আর পড়ে না সে জন;
ভক্তিহীন চিরদিন করে হাহাকার,
শোকভার আর তার নেত্রজল সার। ১৪১।

यदि मम मानस वाञ्छसि मुक्तिम्
रजतधिया किमु भजसि शुक्तिम्।
परिहर नश्वरविषयपिपासाम्
मुरहरचरणे कुरु चरमाशाम्॥ १४२॥

মায়ায় ভুলেছ হায়! তাই তুচ্ছ শুক্তিকায় (১)
করিয়াছ রজতের আশা,
যদি মুক্তি চাও শেষে ভজ সেই পরমেশে
ত্যজ মন! বিষয়পিপাসা। ১৪২।

जन्मजरामृतिवारणहेतुम्
भीमभवाम्बुधितारणसेतुम्।

---

(১) 'শুক্তিকা'—ঝিনুক। চকচকে সাদা ঝিনুক দেখিয়া রূপা বলিয়া ভ্রম হয়।

एकममृतमजमभयमशेषम्
चिन्तय हृदय सदा परमेशम् ॥ १४३ ॥

জনম-মরণ-কষ্ট সকলি হইবে নষ্ট
ভবভয় হইবে ভঞ্জন,
অভয় অমৃত অজ ভজ মন ! সদা ভজ
সেই সত্য নিত্য নিরঞ্জন । ১৪৩।

तारय मामतिदीनं हीनम्
तव शरणागतमगतिमधीनम् ।
त्वमसि पतितजनतारणकारी
पापविषमविषदाहनिवारी ॥ १४४ ॥

হায় ! অসহায় আমি অতি দীনহীন,
তোমারি শরণাগত তোমারি অধীন ;
পাপতাপহারী তুমি পতিতপাবন,
দয়া কোরে এ পাপীরে তার নারায়ণ ! । ১৪৪ ।

मुरहर विश्वेश्वर नरकारे
मां करुणाकर पाहि मुरारे ।
कुरु मयि करुणां भयभयविकले
देहि पदं भयहर पदकमले ॥ १४५ ॥

নরকারি ! হে মুরারি ! করুণানিধান !
ভয়হর ! বিশ্বনাথ ! কর পরিত্রাণ ;
এ ভব-সঙ্কটে পড়ি’ হারায়েছি জ্ঞান,
অভয় চরণে তব দাও মোরে স্থান । ১৪৫ ।

সংসারজ্বলদঙ্গারজ্বালাশান্তিং যদীচ্ছসি।
নির্ভরং পিব রে জীব কৃষ্ণভক্তিসুধাং সদা॥ ১৪৬॥

জ্বলন্ত অঙ্গারসম এ ঘোর সংসার,
এ জ্বালা হইতে যদি পাইবি নিস্তার;
কৃষ্ণভক্তি-সুধা পিয় আকণ্ঠ ভরিয়া,
রে জীব! সকল জ্বালা যাবে জুড়াইয়া। ১৪৬।

কৃষ্ণপ্রেমাম্বুধৌ স্নাত্বা ক্ষালিতাশেষকল্মষঃ।
কৈবল্যং গচ্ছ রে জীব সর্ব্বশোকহরং পরম্॥ ১৪৭॥

কৃষ্ণপ্রেম-সুধার্ণবে করিয়া মজ্জন,
অশেষ কলুষ-পঙ্ক করিয়া ক্ষালন;
সত্য সনাতন পদ মোক্ষ নাম যার,
রে জীব! সে পদ শীঘ্র কর অধিকার। ১৪৭।

আধিব্যাধিতরঙ্গসঙ্গবিষমে মায়াতমঃসঙ্কুলে
চিন্তাক্ষারজলে প্রবৃত্তিঝটিকাক্ষোভৈর্মুহুস্তাড়িতে।
মগ্নং ভগ্নবলং নিতান্তবিকলং ভীমে ভবাম্ভোনিধৌ
দীনং মাং গতিহীনমুদ্ধর কৃপালম্বেন বিশ্বম্ভর॥ ১৪৮॥

ভীম ভব-পারাবার কুচিন্তা বিকট ক্ষার
রোগ শোক তরঙ্গ তাহার,
প্রবৃত্তি-ঝটিকা তাহে প্রচণ্ড বেগেতে বহে
মায়াজাল ঘোর অন্ধকার;
নাহি বল নাহি তরি অকূলপাথারে মরি
তাই ডাকি ওহে দয়াময়!

তোমার করুণা-বল বিনা কে তারিবে বল ?
দীনজনে হও হে । সদয় । ১৪৮ ।

अपारसंसारपयोधिपारम्
नेतुं यदेका तरणी नराणाम् ।
कीनाशपाशाभयडिण्डिमं तत्
चेतो भज श्रीहरिपादपद्मम् ॥ १४९ ॥

অপার দুস্তর এই ভব-পারাবার,
একমাত্র তরী যাহা করিবারে পার ;
দুরন্ত কৃতান্ত-পাশ যে করে খণ্ডন,
ভজ মন ! ভজ সেই শ্রীহরি-চরণ । ১৪৯ ।

अनन्तभूतेषु सदा ममत्वं
भवे वियोगस्य न विद्यतेऽन्तः ।
अतो ह्यपारः किल शोकसिन्धुः
हरे त्वमेकोऽसि हि कर्णधारः ॥ १५० ॥

মমতা অনন্ত ভূতে জনমে সদাই,
এ সংসারে বিচ্ছেদের অন্ত নাহি পাই ;
অতএব শোকসিন্ধু অনন্ত অপার,
অকূল পাথারে হরি ! তুমি কর্ণধার । ১৫০ ।

किं कालकूटमिव कामरसं निपीय
ज्वालावलीभिरनिशं परिदह्यसे त्वम् ।
श्रीकृष्णभक्तिरसपीयूषमेव तूर्णं
पेपीय्यतां हृदय रे भवतापशान्त्यै ॥ १५१ ॥

বিষম বিষয়-রস যেন হালাহল,
তাহা পিয়া কেন হও জ্বালায় বিকল ?
শীঘ্র মন ! কৃষ্ণভক্তি-সুধা কর পান,
সংসারের সব জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ। ১৫১ ।

ग्रीष्मार्कभीष्मकरतप्तमराविवास्मिन्
ज्वालामये वत भवे क्वतएव शान्तिः।
श्रीकृष्णकल्पतरुपादमनन्तशान्ति-
च्छायासुशीतलतलं भज जीवपान्थ ॥ १५२ ॥

প্রচণ্ড নিদাঘ-সূর্য্যে তপ্ত মরুপ্রায়,
জ্বালাময় এ সংসারে শান্তি কোথা হায় !
কৃষ্ণ-কল্পতরু-মূল কর রে ! আশ্রয়,
জীব-পান্থ ! চিরশান্তি বিরাজে যথায়। ১৫২ ।

त्वद्भक्तिसौभाग्यविवर्ज्जितः सन्
न कामये स्वर्णपुरेऽपि वासम्।
वसामि घोरे नरकेऽपि कीटैः
भक्तिर्हरे त्वच्चरणे यदि स्यात् ॥ १५३ ॥

তব পদে ভক্তিহীন হ’য়ে নারায়ণ,
স্বর্গেও করিতে বাস নাহি চায় মন ;
একান্ত ভকতি যদি থাকে ও চরণে,
নরকেও করি বাস কৃমিকীট সনে। ১৫৩ ।

पीत्वा चिदानन्दरसं त्वदीयं
मनो भवं कामयते न कृष्ण।

মন্দাকিনীহৈমমৃণালসেবী
শম্বূকমন্বিষ্যতি কিং মরালঃ ॥ ১৫৪ ॥

তব চিদানন্দরস করিলে সেবন,
হরি হে ! সংসার আর নাহি চায় মন ;
মন্দাকিনী-সলিলের কাঞ্চন-মৃণাল,
সেবিয়া শম্বূক কভু চায় কি মরাল ? । ১৫৪ ।

ত্যক্ত্বা সহস্রাণ্যপি লোভনীয়া-
ন্যন্বেতি ভক্তো ভগবন্তমেব।
হিত্বা সহস্রাণি পয়স্বিনীনাং
গবাং যথা মাতরমেব বৎসঃ ॥ ১৫৫ ॥

শত শত প্রলোভনে ফিরেও না চায়,
একান্ত হৃদয়ে ভক্ত ভগবানে ধায় ;
তেয়াগিয়া দুগ্ধবতী গাভী অগণন,
মায়ের পশ্চাতে ধায় বাছুর যেমন । ১৫৫ ।

হা বিত্ত হা বিত্ত সদা ব্রুবন্তঃ
সর্ব্বাং ধরামর্থকৃতে ভ্রমন্তঃ।
'পশ্যন্তি নো কৃষ্ণনিধিং পুরস্তাৎ
চিন্তামণিং বাঞ্ছিতকল্পবৃক্ষম্ ॥ ১৫৬ ॥

'হা অর্থ ! হা অর্থ !'—সদা করে যেই জন,
অর্থ তরে ঘুরে মরে সমস্ত ভুবন ;
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি চিন্তামণি ধন—
সম্মুখেই তবু সে না করে দরশন । ১৫৬ ।

यथा निशीथे स्तनितं निशम्य
शिशुः समालिङ्गति मातृवक्षः।
श्रुत्वा तथा भीमभवार्त्तनादं
गाढं मनो धारय कृष्णपादम् ॥ १५७ ॥

কড়মড় বজ্রনাদ নিশীথে শুনিয়া,
শিশু যথা মাতৃবক্ষ ধরে জড়াইয়া;
এ সংসারে হাহাকার শুনিয়া তেমন,
দৃঢ়রূপে ধর মন! হরির চরণ। ১৫৭।

कृष्णेतिनामाक्षरगाढमुद्रा
चिरं यदीये हृदये विभाति।
सर्व्वत्र नित्यं ह्यकुतोभयोऽसौ
तत्राधिकारः शमनस्य नास्ति ॥ १५८ ॥

'কৃষ্ণ' এই নামমুদ্রা অক্ষয় অক্ষরে—
হৃদয়ে অঙ্কিত যার থাকে চিরতরে;
সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে সে করে বিহার,
তাহাতে যমের আর নাহি অধিকার। ১৫৮।

गूढं माभैरिति गिरं व्यसनेऽभयदायिनीम्।
श्रुत्वाश्वासपरीतात्मा भक्तो भवति ते हरे ॥ १५९ ॥

'মা ভৈ'-এই দৈববাণী অলক্ষ্য হইতে,
বিপদে তোমার ভক্ত পায় হে! শুনিতে;
হরি হে! অমনি তার দূরে যায় ভয়,
বিপুল আশ্বাসে বুক দশ হাত হয়। ১৫৯।

ভক্তেষু বর্ষতি হরিঃ কৃপাপীযূষসাগরঃ।
অবিশ্রান্তাং শান্তিধারাং ধারাং ধারাধরো যথা॥ ১৬০।

বরষায় ধারাধর ধরায় যেমন,
অবিশ্রান্ত বারিধারা করে বরষণ;
কৃপাসুধাসিন্ধু সেই হরিও তেমন,
করেন ভক্তের হৃদে শান্তি বরষণ। ১৬০।

যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রং বন্ধ্যং ধারাশতৈরপি।
তথা ভক্তিং বিনা কর্ম্ম ব্যর্থং যত্নশতৈরপি॥ ১৬১॥

যত কর করষণ যত ঢাল জল,
বিনা বীজে ক্ষেত্র কভু নাহি দেয় ফল;
তেমতি ভকতি বিনা সুকার্য্যসকল,
শত শত যতনেও না হয় সফল। ১৬১।

যস্য স্মরণমাত্রেণ লীয়ন্তে সর্ব্বযাতনাঃ।
অমৃতাত্মা স দেবো মে জাগর্ত্তু হৃদি সর্ব্বদা॥ ১৬২॥

যাঁহারে বারেকমাত্র করিলে স্মরণ,
সমস্ত যাতনা দূরে করে পলায়ন;
অপূর্ব্ব অমৃতময় সেই ভগবান্,
করুন হৃদয়ে মোর নিত্য অধিষ্ঠান। ১৬২।

যথা ভক্তস্য সর্ব্বস্বং ত্বমেব ভগবন্ হরে।
তথা তবাপি সর্ব্বস্বং ভক্তএব জনার্দ্দন॥ ১৬৩॥

ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন তুমি হে যেমন,
ভক্তই সর্ব্বস্ব হরি! তোমার তেমন। ১৬৩।

গেহিনী চ তনয়ৌ জহাতু মাং
যাতি যাতু বিভবোঽথ বান্ধবঃ।
হে মুকুন্দ তব পাদপঙ্কজে
ভক্তিরেব ন জহাতু জাতু মাম্॥ ১৬৪॥

দারা সুত আদি মোরে করুক বর্জ্জন,
যায় যাক্ সম্পদ আত্মীয় পরিজন;
হরি হে! ভকতি পদকমলে তোমার,
কভু যেন নাহি মোরে করে পরিহার। ১৬৪।

শূলং সমারোপয়তাং বপুর্মে
শস্ত্রৈঃ সুতীক্ষ্ণৈরথবা ছিনত্তু।
আত্মা হরে ত্বয়্যত এব চেন্মে
ভয়ং ন ময়ি স্যাদপি কালদণ্ডঃ॥ ১৬৫॥

শূলে যদি দেহ মোর করয়ে প্রদান,
অথবা শাণিত শস্ত্রে করে খান খান;
তোমাতে সঁপিলে আত্মা কিবা ভয় কারে?
যমদণ্ড সেও মোর কি করিতে পারে?। ১৬৫।

উন্মত্তমেব ভুবনান্যপি মন্বতাং মাং
নিন্দন্তু মামুপহসন্ত্বথবা স্তুবন্তু।
চেতাত্মমোদমদিরাহৃতচেতনঃ স্যাম্
নিন্দাস্তবোপহসিতানি ন মাং স্পৃশেয়ুঃ॥ ১৬৬॥

পাগল বলিয়া লোকে যদি পরিহরে,
নিন্দা বা প্রশংসা কিম্বা উপহাস করে;

স্তুতি নিন্দা উপহাস না লাগিবে গায়,
চিদানন্দে যদি মোর বাহ্যজ্ঞান যায়। ১৬৬।

नवं नवं मे व्यसनं भवेऽस्मिन्
त्वय्येव भक्तिं सुदृढ़ीकरोतु।
दिवस्युतानीव तव प्रसादात्
पुष्पाणि दुःखानि भवन्तु नाथ ॥ १६७ ॥

এ সংসারে নিত্য নিত্য নূতন নূতন—
আপদ বিপদ কত ঘটে অগণন;
সে সকলে কভু আমি না হ'য়ে কাতর,
তোমাতেই ভক্তি যেন করি দৃঢ়তর;
সমস্ত বিপদ নাথ! তোমারি কৃপায়,
পুষ্পবৃষ্টি সম যেন ধরি হে! মাথায়। ১৬৭।

सर्व्वमेव हरेरिच्छा भावाभावौ सुखासुखे।
सर्व्वचिन्ताविषघ्नोऽयमगदः पीयतां मनः ॥ १६८ ॥

সকলি হরির ইচ্ছা জীবন মরণ,
বিপদ সম্পদ সুখ দুঃখ অগণন;
এ বিশ্বাস সর্ব্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে,
এ হেন ঔষধ মন! পিয় ভক্তিভরে। ১৬৮।

कुतो दुःखत्रयस्तस्य ब्रह्मलोकेऽपि तिष्ठतः।
अस्ति नैकान्तिको यस्य भावः सर्व्वेश्वरे हरौ ॥ १६९ ॥

সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির চরণে যে জন,
একান্ত ভকতি নাহি করয়ে স্থাপন;

ব্রহ্মলোকে যদিও সে করে অবস্থান,
তথাপি দুঃখের তার নাহি অবসান। ১৬৯।

स देवो भावनायोगगम्यस्तिष्ठेऽन्तरात्मनि ।
स्थिरनिर्म्मलकासारे शशाङ्क इव भासते ॥ १७० ॥

ধ্যানযোগে শান্ত শুদ্ধ যাহার হৃদয়,
তাহাতেই শ্রীহরির জানিবে উদয় ;
জলাশয় হয় যদি স্থির নিরমল,
তাহারি গরভে শোভে শশাঙ্কমণ্ডল। ১৭০।

किं तीर्थैः किं तपोयज्ञैः किं सन्ध्याश्राद्धतर्पणैः ।
हृदये रसनायाञ्च हरिरेवास्ति चेत् सदा ॥ १७१ ॥

হরিই হৃদয়ে যার সদাই ভাবনা,
হরি বিনা বাণী যার না জানে রসনা ;
তীর্থ তপ যাগ সন্ধ্যা শ্রাদ্ধ বা তর্পণ,
এ সকলে বল ! তার কিবা প্রয়োজন ?। ১৭১।

मोहमूलमहङ्कारशाखं शोकफलप्रदम् ।
हरिभक्तिं विना नास्ति शस्त्रं छेत्तुं भवद्रुमम् ॥ १७२ ॥

মায়াময় ভব-বৃক্ষ মোহ মূল যার,
রোগ শোক ফল যার শাখা অহঙ্কার ;
সমূলে এ বিষবৃক্ষ করিতে সংহার,
হরিভক্তি একমাত্র জানিবে কুঠার। ১৭২।

यो भक्तो येन भावेन भगवन्तमभीप्सति ।
उदेति तत्र तेनैव सर्व्वभावमयो हरिः ॥ १७३ ॥

যে ভক্ত যে ভাবে তাঁরে করে আবাহন,
সেই ভাবে তারে তিনি দেন দরশন ;
ভকতবৎসল হরি সর্ব্বভাবময়,
সর্ব্বরূপে সর্ব্বস্থানে তাঁহার উদয়। ১৭৩।

কারুণ্যসিন্ধোঽখিলজীববন্ধো
হরে কদোদেষ্যসি মে হৃদাব্জে।
অহন্মতির্যাস্যতি বীতশোকো
দ্রক্ষ্যামি চানন্দময়ং সমস্তম্ ॥ ১৭৪ ॥

হরি হে জীবের বন্ধু! অপার করুণাসিন্ধু!
হৃদয়কমলে কবে হবে হে! উদয়?
ঘুচে যাবে 'আমি' বলা জুড়াবে সকল জ্বালা
সকলি হেরিব কবে সদানন্দময়। ১৭৪।

পাপাপহারী নরকান্তকারী
নিস্তারকারী যমভীতিহারী।
সংসারবারাংনিধিকর্ণধারী
চিত্তে সদোদেতু স মে মুরারিঃ ॥ ১৭৫ ॥

ভবের কাণ্ডারি যিনি নিস্তারকারণ,
নরকান্তকারী যমভয়নিবারণ ;
সর্ব্বপাপহারী সেই হরি দয়াময়,
সদাই হৃদয়ে মোর হউন উদয়। ১৭৫।

ওঙ্কারমূর্ত্তিস্ত্বমনন্ত বিষ্ণো
বিভর্ষি মূর্ত্তিত্রিতয়েন বিশ্বম্।

ত্বাং যোগিনোঽনাহতচক্রমধ্যে
নিত্যং বিচিন্বন্তি সমাধিযোগাত্ ॥ ১৭৬ ॥

ওঙ্কারমূরতি তুমি ওহে নারায়ণ!
ত্রিমূর্ত্তি হইয়া বিশ্ব করিছ ধারণ;
অনাহত-চক্র-মাঝে যোগী ঋষিগণ,
তোমাকে ওঙ্কাররূপে করে দরশন (১)। ১৭৬।

বসন্ বিদূরেঽপি বসস্যদূরে
জরাবিহীনোঽসি পুরাতনোঽপি।
দুঃখৈরম্পৃষ্টোঽপি দয়াময়োঽসি
কস্তে স্বরূপং বদ বেদ কৃষ্ণ ॥ ১৭৭ ॥

অতিদূরে আছ তবু নিকটেই রও,
পুরাণ পুরুষ কিন্তু জরাগ্রস্ত নও;
দুঃখের অতীত কিন্তু দয়ার আশ্রয়,
হরি হে! স্বরূপ তব কে করে নির্ণয়? (২)।১৭৭।

অনাদিমধ্যো জগদাদিমধ্যো
নিরন্তকস্ত্বং জগদন্তকোঽপি।

---

(১) 'অনাহত চক্র'—(বৈষ্ণবলক্ষণ, ৮পৃষ্ঠা, ১৭নং শ্লোকের টীকা দেখ।)

(২) 'অতিদূরে আছ'—অর্থাৎ তুমি সকলের অন্তর্যামী বলিয়া সকলের হৃদয়মধ্যেই বাস করিতেছ, অথচ বাক্যমনের অগোচর বলিয়া সকলের দূরে রহিয়াছ। 'পুরাণ পুরুষ কিন্তু জরাগ্রস্ত নও'—অর্থাৎ তুমি অনাদি চিরন্তন পরমপুরুষ, কিন্তু কখনই জীর্ণ হও না, আর সমস্তই পুরাতন হইলে জীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তুমি অনন্তকালই অজরভাবে আছ। 'দুঃখের অতীত কিন্তু দয়ার আশ্রয়'—যাহার দয়া আছে সে পরের দুঃখে নিজে দুঃখবোধ করে, কিন্তু তুমি দয়াময় হইয়াও স্বয়ং দুঃখের অতীত।

অগম্যরূপোঽপি সমাধিগম্যঃ
কস্তে স্বরূপং বদ বেদ কৃষ্ণ ॥ ১৭৮ ॥

জগতের আদি মধ্য তুমি ভগবান্!
কিন্তু তব আদি মধ্য নাহি বিদ্যমান;
তুমি হে! অনন্ত কিন্তু বিশ্ব অন্ত কর,
অগোচর কিন্তু তুমি ধ্যানের গোচর;
অচিন্ত্য স্বরূপ তব অনন্ত মহিমা,
কে জানিবে তব তত্ত্ব কে করিবে সীমা? । ১৭৮ ।

যথৈব সূর্য্যস্য মরীচিযোগাৎ
জ্যোতির্ম্ময়ং ভাতি শশাঙ্কবিম্বম্।
সচেতনং ভাতি তথৈব বিশ্বং
তবৈব চৈতন্যময় প্রভাবাৎ ॥ ১৭৯ ॥

যেমতি পাইয়া প্রভাকরের কিরণ,
অপূর্ব্ব আলোকে চন্দ্র হয় সুশোভন;
তেমতি চৈতন্যময়! প্রভাবে তোমার,
সচেতন হ'য়ে রয় এ বিশ্ব সংসার। ১৭৯।

অনন্তরূপেণ চরাচরাণি
ব্যাপ্নোষি বিশ্বান্যখিলানি বিষ্ণো।
ত্বং সর্ব্বরূপাণ্যপি রূপভিন্নঃ
ত্বং সর্ব্বভূতান্যপি ভূতভিন্নঃ ॥ ১৮০ ॥

হরি হে! অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া,
স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব রয়েছ জুড়িয়া;

ভূত নহ কিন্তু তুমি সর্ব্বভূতময়,
রূপ নহ কিন্তু সর্ব্বরূপের আশ্রয়। ১৮০।

स्वेच्छामयोऽसि सर्व्वं ते स्वेच्छाधीनं प्रवर्त्तते।
क्षण हे भवदिच्छैव पूर्णा भवति केवला॥ १८१॥

সকলি তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়,
যা কৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছা তাই পূর্ণ হয়। ১৮১।

दयामय त्वमेवासि ह्याशा सत्या सनातनी।
इन्द्रजालमिवान्याशा शून्यएव विलीयते॥ १८२॥

সত্য সনাতন আশা তুমি দয়াময়!
অন্য আশা ভোজবাজি শূন্যে পায় লয়। ১৮২।

तदेव मङ्गलं सत्यं यदेव कुरुषे हरे।
जीवनं मरणं वापि मम तुल्यं त्वदिच्छया॥ १८३॥

তুমি যাই কর তাই সত্য সুমঙ্গল,
সত্যময় শিবময় তুমিই কেবল;
তোমার ইচ্ছায় মোর জীবন মরণ,
একই আমার পক্ষে ওহে নারায়ণ!। ১৮৩।

त्वं यं रक्षसि हे नाथ स एव खलु रक्षितः।
त्वं चेन्न रक्षसि तदा कस्तं रक्षितुमीश्वरः॥ १८४॥

তুমি যারে রাখ হরি! সেই রক্ষা পায়,
তুমি যারে না রাখিবে কে রাখিবে তায়?। ১৮৪।

इहकालं न जानामि परकालं च केशव।
इहकालः परः कालस्त्वमेव सकलोऽसि मे॥ १८५॥

ইহকাল পরকাল জানি না কেশব !
ইহকাল পরকাল তুমি মোর সব। ১৮৫।

दुष्कृतं सुकृतं वापि हरे तुभ्यं समर्पये।
त्राहि मां जहि वा नाथ यदिच्छसि तथा कुरु ॥ १८६

শুভাশুভ কর্ম্মফল যা কিছু আপন,
হরি হে ! তোমার কাছে কি আছে গোপন ?
সকলি সঁপিনু নাথ ! তোমারি চরণে,
রাখ বা মারহ মোরে যাহা ইচ্ছা মনে। ১৮৬।

पदे पदे तव पदे मोहतो मे कृतागसे।
ज्ञानं तदेहि गोविन्द शोकमोहनिवारणम् ॥ १८७ ॥

পদে পদে মোহমদে হ'য়ে জ্ঞানহত,
তব পদে অপরাধ করিতেছি কত ;
যাহার প্রভাবে শোক মোহ দূরে যায়,
সেই জ্ঞান ভগবান্ ! দাও হে আমায়। ১৮৭।

भवदावानलज्वालां कारुण्यामृतविन्दुभिः।
हरे हर कृपासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते ॥ १८८ ॥

'সংসারে শোকের জ্বালা যেন দাবানল,
হৃদয়-কানন তাহে দহে অবিরল ;
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু জগন্নাথ হরি !
নিবাও করুণামৃত বরষণ করি'। ১৮৮।

कृष्णमेघामृतं देहि याचेऽहं भक्तचातकः।
जीवनं चातकस्येह जीमूतस्यैव जीवनम् ॥ १८९ ॥

দাও হে অমৃতবারি কৃষ্ণ-জলধর !
এ ভক্ত-চাতক তব তৃষ্ণায় কাতর ;
জলধর ! জল যদি নাহি কর দান,
চাতকের এ পিপাসা কে করে নির্ব্বাণ ? । ১৮৯ ।

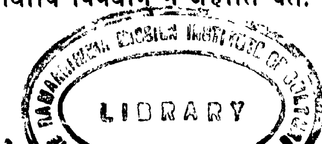
ক্ষুদ্রা দেহতরী জীর্ণাঽপারশ্চ ভবসাগরঃ ।
শরণং মে হরি হরি তবৈব করুণা হরে ॥ ১৯০ ॥

অপার সংসারসিন্ধু ভীষণমূরতি,
তাহে ক্ষুদ্র দেহ-তরী জীর্ণশীর্ণ অতি ;
কেমনে হইব পার কি হইবে দশা,
হরি হে ! কেবল তব কৃপাই ভরসা । ১৯০ ।

দন্তাঃ ক্রমাদ্বিগলিতাঃ পলিতাশ্চ কেশাঃ
ধূমাবৃতা ইব দিশঃ কিল দৃষ্টিদোষাৎ ।
বাতাহতেব কদলী বিকলাঙ্গযষ্টিঃ
হাহা তথাপি বিষয়ান্ ন জহাতি চেতঃ ॥ ১৯১ ॥

ক্রমে ক্রমে দন্ত গেল পক্ক হৈল কেশ,
দৃষ্টিদোষে ধূমময় হেরি সর্ব্ব দেশ ;
ঝড়ে কদলীর প্রায় কাঁপিছে শরীর,
বিষয়তৃষ্ণায় মন তবুও অধীর । ১৯১ ।

যাতো দিবং জনয়িতা জননী চ যাতা
যাতাশ্চ বাল্যসুহৃদোঽপি সহোদরাস্তে ।
যাতাশ্চ হা সুতসুতাশ্চ সুতাশ্চ তাসাং
হাহা তথাপি বিষয়ান্ ন জহাতি চেতঃ ॥ ১৯২ ॥



স্বরপুরে পিতা মাতা গিয়াছেন চলি,
বাল্যসখা সহোদর গিয়াছে সকলি ;
পুত্র কন্যা পৌত্র আদি হরিল শমন,
তথাপি বিষয় হায় ! নাহি ছাড়ে মন। ১৯২।

पश्चात् केशशिखां विधृत्य शमनो गर्ज्जत्यहो व्याघ्रवत्
प्रोन्मुक्तं पुरतश्च घोरनरकद्वारं त्वदर्थं स्थितम्।
हाहाद्यापि निपीय मोहमदिरां मत्तोऽसि नो चेतसे
जीव त्वं नरकान्तकारिचरणं तूर्णं दृढ़ं धारय ॥ १८३ ॥

পশ্চাৎ হইতে কেশে করিয়া ধারণ,
ব্যাঘ্রসম গর্জ্জিতেছে ভীষণ শমন ;
উদ্ঘাটিত হের জীব ! সম্মুখে তোমার,
সুদুস্তর ঘোরতর নরকের দ্বার ;
তথাপি রয়েছ মত্ত মোহ-মদিরায়,
এখনো চেতনা তব না হইল হায় !
এখনো যদ্যপি চাও মঙ্গল আপন,
শীঘ্র ধর নরকারি হরির চরণ। ১৯৩।

आशाभङ्गो भवति विरहो दुःसहश्चैव शोकः
संसारेऽस्मिन् वत निदधतो मूढ़बुद्धेर्ममत्वम्।
नाशाभङ्गो न खलु विरहो नैव शोको न तापो
नित्यानन्दं रसयति परं सच्चिदानन्दभक्तः ॥ १८४ ॥

বিষয়ে আসক্তি যেই করে মূঢ় জন,
পদে পদে হয় তার বিরহ ঘটন ;

আশাভঙ্গে মনস্তাপে হয় জরজর,
অনিত্যে মমতা সর্ব্ব দুঃখের আকর ;
যে জন সচ্চিদানন্দে সঁপে মন প্রাণ,
না জানে বিরহদুঃখ সেই ভাগ্যবান্ ;
আশাভঙ্গ নাহি তার, শোক নাহি জানে,
সদানন্দে রয় চিদানন্দ-সুধা পানে। ১৯৪।

सर्व्वङ्कषं विषममन्तकमन्तिके ते
व्यात्ताननं विकटशब्दकरालदंष्ट्रम्।
जीव प्रसारितभुजं ग्रसनाय दृष्ट्वा
तूर्णं मुरारिपदमाश्रय भीतिहारि ॥ १९५ ॥

কড়মড়ি ভীম দন্ত মেলিছে বদন,
রে জীব! সম্মুখে দেখ! কৃতান্ত ভীষণ;
করিল করিল গ্রাস! ধর শীঘ্র করি,
ভয়হারী শ্রীহরির শ্রীচরণ-তরি। ১৯৫।

जरठतृणलघीयो जीवनं मानवानां
अचिररुचिविलोलान् कामभोगांश्च सर्व्वान्।
गृहधनपरिवारान् स्वप्नरूपान् विदित्वा
प्रविश हृदय तूर्णं सच्चिदानन्दसिन्धुम् ॥ १९६ ॥

জীর্ণ-তৃণকণা-সম জীবন অসার,
স্বপ্নময় ধন জন গৃহ পরিবার ;
জলদে চপলা-খেলা ক্ষণিক যেমন,
এ ভবে বিষয়সুখ জানিবে তেমন ;

অতএব শীঘ্র মন! কর রে আশ্রয়,
নিত্য-চিদানন্দসিন্ধু হরি দয়াময়। ১৯৬।

सदा सदानन्दमये पदे ते
कृपानिधे कर्षसि मां मुकुन्द।
तथापि हा पातकिनो मनो मे
धावत्यभीक्ष्णं भवशोकसिन्धौ ॥ १९७॥

তব সদানন্দময় পদে নিরন্তর,
টানিছ আমায় হরি করুণাসাগর!
তবু পাপ মন হায়! ধায় বারে বারে,
এ ঘোর সংসার-শোকসিন্ধুর মাঝারে। ১৯৭।

त्वां निर्गुणं नाम वदन्तु वेदाः
कुत्रास्ति कोवा गुणवत्तरस्त्वत्।
अहो गुणं पातकितारणं तं
हरे त्वदन्यो धरते भवे कः॥ १९८॥

বেদেতে নির্গুণ বলে বলুক তোমায়,
তোমা হেন গুণাধার কে আছে কোথায়?
যে গুণে তরাও হরি! মহাপাপিগণে,
সেই গুণ তোমা বিনা কে ধরে ভুবনে?। ১৯৮।

किं ददामि ददामीति चिन्तयामि हरे सदा।
यद्देयमस्ति मे तुभ्यं त्वं तदेव धनं मम॥ १९९॥

কি দিব কি দিব হরি! মনে করি আমি,
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি (১)। ১৯৯।

यच्चिन्तयामि मनसा यदुदीरयामि
कायेन वा यदखिलं प्रकरोमि कर्म्म।
हे कृष्ण तत् तव पदार्पितमस्तु सर्व्वं।
प्रीत्यै तवैव मम जन्म युगे युगेऽस्तु ॥ २०० ॥

যাহা করি যাহা বলি যাহা ভাবি মনে,
সে সকলি সঁপি যেন তোমারি চরণে;
সাধিতে তোমারি প্রীতি ওহে নারায়ণ!
যুগে যুগে করি যেন জনম গ্রহণ। ২০০।

हरे नो जानेऽहं सुकृतमथवा दुष्कृतफलं
न दैवं मे चेतो न च पुरुषकारं गणयति।
तवैवेच्छाधीनं सकलमिति चित्ते कलयतः
परा भक्तिर्नित्यं वसतु तव पादे मम हृदि ॥ २०१ ॥

পাপও জানি না আমি পুণ্যও জানি না,
দৈব বা পুরুষকার করি না গণনা;
হরি হে! তোমারি ইচ্ছা সকলি জানিয়া,
থাকি যেন তব প্রেমে নিমগ্ন হইয়া। ২০১।

(১) সংস্কৃত মূল শ্লোকটী ৺বদন অধিকারীর যাত্রার গানের অবিকল অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ যোগীর বেশ ধরিয়া রাধার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে, রাধা সেই ছদ্মবেশী প্রাণেশ্বরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, এবং তাঁহার প্রার্থনায় উত্তর দিলেন,—

"কি দিব কি দিব বঁধু! মনে করি আমি,
যে ধন তোমারে দিব, (বঁধু!) সেই ধন (আমার) তুমি"।

যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্ব্রহ্ম পরমং যয়া।
আসাদ্যতে নমস্তস্যৈ ভক্তয়েঽচিন্ত্যশক্তয়ে ॥ ২০২ ॥

যাঁহাকে লভিলে আর শোক নাহি রয়,
সেই ব্রহ্ম যাহার প্রসাদে লাভ হয়;
অচিন্ত্যশকতি সেই ভকতির পদে,
নমস্কার বার বার করি পদে পদে। ২০২।

রে কাল ভায়য়সি কিং বিকটাট্টহাস্যৈঃ
শোকানল ত্বমসি রে ময়ি শান্ততাপঃ।
রে ব্যাধয়ঃ শরণমন্যবিধং ভজধ্বম্
নৈবাধিকার ইহ বো ময়ি কৃষ্ণদাসে ॥ ২০৩ ॥

রে কাল! বিকট হাস্য করিয়া বিস্তার,
বৃথা কেন বিভীষিকা দেখাইছ আর?
শোকানল! মোর কাছে তুমিও নির্ব্বাণ,
ব্যাধিগণ! স্থানান্তরে করহ প্রস্থান;
আমি যে কৃষ্ণের দাস, কি ভয় আমার?
আমাতে কাহারো আর নাহি অধিকার। ২০৩।

(গানম্)

জয় জগদীশ্বর দেব পরাৎপর
সর্ব্বগুণাকর বিশ্ববিধে।
প্রেমসুধাকর সুমধুর সুন্দর
কলুষগরলহর শান্তিনিধে ॥২০৪॥

जय भयभञ्जन धार्म्मिकरञ्जन
नित्य निरञ्जन विश्वपते।
पातकितारण पापनिवारण
निर्वृतिकारण जीवगते ॥२०५॥

जय नारायण परम परायण
शोकमहार्णवपारतरे।
सत्य सनातन पुरुष पुरातन
मुक्तिनिकेतन कृष्ण हरे ॥२०६॥

जय महिमोज्ज्वल निष्कल निर्म्मल
सकलसुमङ्गलकल्पतरो।
भवपथसम्बल सर्व्वतपःफल
दुर्बलबल जगदेकगुरो ॥२०७॥

जय परमेश्वर देव दिगम्बर
विश्वम्भर हर शङ्कर हे।
जय दामोदर भक्तमनोहर
मुरहर करुणासागर हे ॥२०८॥

जय मुरमर्द्दन नाथ जनार्द्दन,
दुःखहरण मधुसूदन हे।
त्रितापनाशन विभूतिभूषण
दुष्टदनुजगणभीषण हे ॥२०९॥

নামমাহাত্ম্যম্।

সর্ব্বতীর্থানি তত্রৈব সর্ব্বসিদ্ধর্ষিদেবতাঃ।
আবির্ভবন্তি যত্রৈব হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

ভক্তবৃন্দে প্রেমানন্দে হইয়া মগন,
যেই স্থানে হরিনাম করে সঙ্কীর্ত্তন;
দেব ঋষি সিদ্ধ যত, যত তীর্থ স্থান,
সেই স্থানে সকলেরি হয় অধিষ্ঠান। ১।

কিং তেন ভগবন্নাম্না বিনা ভক্ত্যা নিষেবণম্।
ঔষধং নামমাত্রেণ ব্যাধিশান্তিং করোতি কিম্ ॥ ২ ।

মুখে শুধু হরিনাম করিলে কি হয়?
ভক্তিভাবে না সেবিলে নাহি ফলোদয়;
নিয়মে সেবন যদি নাহি করা যায়,
ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায়?। ২।

কিং তেন ভগবন্নাম্না প্রেমার্দ্রং হৃদয়ং ন চেত্।
ভূমিরার্দ্রা ন চেদ্বর্ষৈঃ কিং ফলং ঘনগর্জ্জিতৈঃ ॥ ३ ॥

প্রেমরসে আর্দ্র যদি না হয় হৃদয়,
মুখে শুধু হরিনাম করিলে কি হয়?
মাটি যদি নাহি ভিজে বারি-বরষণে,
কিবা ফল ঘন ঘন ঘন-গরজনে?। ৩।

ন ভক্তিশূন্যৈরাম্নানৈর্ভগবানধিগম্যতে।
শরশূন্যস্য ধনুষষ্টঙ্কারঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৪ ॥

ভক্তিযোগ বিনা তাঁরে করিলে আহ্বান,
সে আহ্বানে কভু নাহি মিলে ভগবান্;
বাণশূন্য ধনুকের শুধুই টঙ্কারে,
কদাচ কি লক্ষ্যভেদ করিবারে পারে ?। ৪।

প্রাণান্তিকো মহাব্যাধির্বিষয়ো বিষমো নৃণাম্।
তস্য ভক্ত্যনুপানেন হরের্নামৈব ভেষজম্ ॥ ৫ ॥

বিষয় বিষম ব্যাধি, তাহে নরগণ,
অহরহ যমঘরে করিছে গমন;
এ রোগের একমাত্র শান্তির নিদান,
হরিনাম মহৌষধ ভক্তি অনুপান। ৫।

যদি বাঞ্ছসি বৈকুণ্ঠমমৃতং নাম ধাম তৎ।
নির্ভয়ং পিব রে জীব হরিনামরসং সদা ॥ ৬ ॥

যদি ওরে জীব! হ'বি চিরঞ্জীব
লভিবি অমৃত ধাম,
হৃদয় ভরিয়া আকণ্ঠ পূরিয়া
পিয় তবে হরিনাম। ৬।

হাহাকারসহস্রাণি কিং মুঞ্চসি মনঃ সদা।
বদ রে সর্ব্বশোকান্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

হাহাকার বারবার করিছ মোচন,
তাহে কি শোকের শান্তি পাইবি রে মন!
বারেক ভকতিভরে কর হরিনাম,
জুড়াইবে সব জ্বালা পূর্ণ হবে কাম। ৭।

মহাসঙ্কটমগ্নানাং শরণায়াবসীদতাম্।
শরণং তারকব্রহ্মহরিনামৈব কেবলম্॥ ৮॥

পড়িয়া দুস্তর ঘোর সঙ্কট-সাগরে,
অবসন্ন হয় যেই আশ্রয়ের তরে;
এ ভবে তারকব্রহ্ম হরিনাম তার,
একমাত্র আছে গতি করিতে নিস্তার। ৮।

আনন্দধাম্নি যদি যাস্যসি জীব নূনং
পাথেয়মস্তু ভবতো হরিনাম মার্গে।
গচ্ছন্তমেব যদি কালফণী দশেত্ত্বাং
নামৈব তত্ সকলশোকবিষাপহং স্যাত্॥ ৯॥

নিতান্ত যাবে হে! যদি সে আনন্দধাম,
পথের সম্বল জীব! কর হরিনাম;
যেতে যেতে পথে যদি দংশে কাল-ফণী,
সে নামে কালের বিষ ছাড়িবে অমনি। ৯।

ধত্তে মরুঃ সুরবনীরমণীয়শোভাং
প্রোদ্দামদাবদহনোঽপ্যমৃতাংশুশৈত্যম্।
যেন শ্মশানমপি দিব্যসুখাস্পদত্বং
তত্ কৃষ্ণনাম নিয়তং জপ মানস ত্বম্॥ ১০॥

যে নামে দাবাগ্নি হয় অমৃত-শীতল,
নন্দন-বনের শোভা ধরে মরুস্থল;
যে নামে শ্মশান হয় আনন্দকানন,
সেই হরিনাম সদা জপ ওরে মন!। ১০।

मा मा विश्रम्यतां जिह्वे क्षणमेकमपि त्वया।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कीर्त्तय त्वमनारतम्॥ ११॥

ক্ষণমাত্র ক্ষান্ত নাহি হইও রসনে!
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বল রে! সঘনে। ১১।

विशुष्का विवशा यावद्रसने नासि मृत्युना।
तावद्रसय रे शश्वत् कृष्णनामरसामृतम्॥ १२॥

রে রসনে! যমে আসি গ্রাসিবে যখন,
বিশুষ্ক বিবশ হ'য়ে পড়িবি তখন;
অতএব যতক্ষণ আছ সচেতন,
কৃষ্ণনাম-সুধা সদা কর আস্বাদন। ১২।

यथा भागीरथीस्रोतो विदार्य्य हिमवद्‌गुहाम्।
तथा मे हृदयं भित्त्वा हरिनाम प्रवर्त्ततान्॥ १३॥

তেজে হিমালয়-গুহা করি' বিদারণ,
গঙ্গার প্রবাহ ছোটে দিগন্তে যেমন;
তেমনি হৃদয় মোর ভেদিয়া সঘনে,
হরিনাম মহাবেগে ছুটুক বদনে। ১৩।

कृतान्तोऽन्तर्धत्ते वहति मृतदेहेऽमृतनदी
विधूयान्तर्ध्वान्तं किमपि पृथु धाम प्रसरति।
हरे त्वन्नाम्नैव प्रतरति भवाब्धिं यदि जनो
न जाने श्रीजाने स्वयमसि तदा कीदृशगुणः॥ १४॥

হরি হে! তোমার নামে যায় যমভয়,
মৃতদেহে অমৃতের স্রোতস্বতী বয়;

মোহ-অন্ধকার আর কিছু নাহি রয়,
অপূর্ব্ব আলোকে আত্মা পুলকিত হয়;
যে জন ভকতিভরে তব নাম করে,
এ ভব-সাগর সেই অনায়াসে তরে;
তোমার নামেরি যদি মহিমা এমন!
না জানি তোমার তবে মহিমা কেমন!। ১৪।

क्षुधातृषार्त्तिश्रमवैरिवारणम्
जरारुजामृत्युभयप्रणाशनम्।
अहर्निशं जीवविहङ्ग गीयताम्
विमुक्तिदं श्रीहरिनाम केवलम्॥ १५॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম বৈরী যে করে বারণ,
জরা রোগ মৃত্যুভয় যে করে হরণ;
রে জীব-বিহঙ্গ! তুমি কর কর গান,
সেই হরিনাম যাহে লভিবে নির্ব্বাণ। ১৫।

आलोको जीवलोकस्य जीवानां त्वं हि जीवनम्।
पापिनां शरणं नाथ तव नामैव केवलम्॥ १६॥

লোকের আলোক তুমি জীবের জীবন,
হরি হে! তোমারি নাম পাপীর শরণ। ১৬।

तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्व्वमनुष्ठितम्।
हरिनामरसेनार्द्रा रसना यस्य सर्व्वदा॥ १७॥

সার্থক তাহারি বিদ্যা তাহারি সাধনা,
হরিনাম-রসে আর্দ্র যাহার রসনা। ১৭।

अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानाद् येन यद् दुष्कृतं कृतम्।
तत् सर्व्वं विलयं याति हरिनामानुकीर्त्तनात्॥ १८॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে লোক যত পাপ করে,
ভক্তিভরে হরিনাম সে সকলি হরে। ১৮।

भवेत् कृतान्तस्त्वयि भग्नदण्डः
सम्पूर्णकामो भवितासि नूनम्।
रे जीव भक्त्या परिपूर्णया त्वं
कृष्णेति नाम स्मर नित्यमेव॥ १९॥

ভক্তিভরে ও রে জীব! স্মর কৃষ্ণনাম,
চূর্ণ হবে যমদণ্ড পূর্ণ হবে কাম। ১৯।

ओम्-सत्यनारायण-कृष्ण-नाम-
ध्वनिः समुत्तिष्ठति यस्य नित्यम्।
गुहां विनिर्भिद्य हृदन्तरस्थां
तत्राधिकारः शमनस्य नास्ति॥ २०॥

'ওঁ-সত্যনারায়ণ-কৃষ্ণ' নাম যার—
ভেদিয়া হৃদয়-গুহা উঠে বারবার;
কি ভয় কি ভয় তার এ জগতে আর,
তাহাতে যমের আর নাহি অধিকার। ২০।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति क्रोशतो मे मुहुर्मुहुः।
दुर्गतिं हर गोविन्द महापापिनमुद्धर॥ २१॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে ডাকি বারবার,
এ মহাপাপীরে হরি! কর হে উদ্ধার। ২১।

अम्बेति बालो जननीं यथार्त्तः
हम्बेति वत्सश्च यथैव धेनुम् ।
तृषा यथा क्रोशति चातकोऽभ्रं
हरे तथा त्वामहमाह्वयामि ॥ २२ ॥

'মা-মা' বোলে ডাকে যথা রোগার্ত্ত বালক,
জলধরে ডাকে যথা তৃষিত চাতক ;
ধেনু তরে বৎস যথা করে হম্বারব,
আমিও তেমতি তোমা ডাকি হে কেশব ! । ২২ ।

मा मेति विक्रोशति रुद्धकण्ठः (१)
यथा शिशुः स्वप्नमवेक्ष्य घोरम् ।
तथा भवे भीतिमवेक्ष्य शश्वत्
क्रोशामि हाहा क्व दयामयेति ॥ २३ ॥

হেরি' শিশু নিদ্রাবশে বিকট স্বপন,
'মা-মা' বোলে রুদ্ধস্বরে ফুকারে যেমন ;
তেমনি এ ভবে আমি পেয়ে মহাভয়,
হাহাকারে ডাকি কোথা ওহে দয়াময় ! । ২৩ ।

न गृहं न जनो न वैभवं
न च मानो न कुलं न बान्धवः ।
चरमे भवसिन्धुतारणे
तरपण्यं हरिनाम केवलम् ॥ २४ ॥

---

(१) 'मा'शब्दो मातृवाचकः, यथा एकाक्षरकोषे,—
"मा शिवश्चन्द्रमा वेधा मा लक्ष्मीश्च प्रकीर्त्तिता ।
मा च मातरि माने च बन्धने च समीचिता" ॥

ধন মান কুল শীল গৃহ পরিবার,
সঙ্গে নাহি যাবে কিছু, সকলি অসার;
অন্তিমে এ ভবসিন্ধু হইবারে পার,
পারাণি কড়িটী সেই হরিনাম সার। ২৪।

कृष्णनामजयवैजयन्तिका-
दर्शनेन शमनः पलायते।
भग्नदन्तइव कालपन्नगः
दीनतां च भजते स कामपि॥ २५॥

কৃষ্ণনাম-জয়ধ্বজা করি দরশন,
দূর হ'তে সসম্ভ্রমে পলায় শমন;
কালসর্প বিষদন্ত ভাঙ্গিলে যেমন,
কৃষ্ণনামে শমনের দুর্গতি তেমন। ২৫।

करोषि किं जीव तृषार्त्तनादं
भक्त्या कुरु त्वं हरिनामपानम्।
नामामृतार्द्रं खलु यस्य चेतः
पुनः पिपासा कुतएव तस्य॥ २६॥

রে জীব! তৃষ্ণায় কেন করিছ রোদন?
ভক্তিভরে হরিনাম করহ সেবন;
হরিনামামৃতে আর্দ্র যাহার হৃদয়,
তার কি পিপাসা আর এ জনমে হয়?। ২৬।

वज्रोऽपि पुष्पाधिकसौकुमार्य्यं
शिलापि येन द्रवतामुपैति।

नाम्ना हरेस्तेन न यस्य चेतः
द्रवीभवेत् कोऽस्ति ततो दुरात्मा ॥ २७ ॥

যে নাম শুনিলে গলে পাষাণ সকল,
পুষ্পের অধিক হয় বজ্রও কোমল ;
হায় রে ! সে নামে যার নাহি গলে মন,
কে আছে পাষণ্ড বল ! তাহার মতন । ২৭ ।

गृह्णाति यो नाम हरेर्न भक्त्या
सकृद्दिनान्तेऽपि सुमन्दबुद्धिः ।
तं भारभूतं खलु भूतधात्र्याः
मा जातु गर्भे जननी दधातु ॥ २८ ॥

দিনান্তেও একবার যেই মূঢ়জন,
ভক্তি করি' হরিনাম না করে গ্রহণ ;
পৃথিবীর ভার সেই, সে নহে মানব,
হেন পুত্র মাতা যেন না করে প্রসব । ২৮ ।

हरेर्न नामग्रहणेऽर्थहानिः
निस्तारयेत् तत् कृतमेव भक्त्या ।
विनैव मूल्यं सुलभा सुधेयं
न पीयते येन ततोऽस्ति कोऽज्ञः ॥ २९ ॥

হরিনাম অর্থ দিয়া কিনিতে না হয়,
ভক্তিভাবে করিলেই যায় মৃত্যুভয় ;
বিনা মূল্যে হেন সুধা যে না করে পান,
তাহার সমান আর কে আছে অজ্ঞান ? । ২৯ ।

ধ্যায রে জপ রে কৃষ্ণং কৃষ্ণনামৈব কীর্ত্তয।
আত্মারামো ভবাত্মন্ মে কৃষ্ণানন্দেন সর্ব্বদা॥ ৩০॥

স্মর কৃষ্ণ, জপ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণানন্দে আত্মা মোর হও আত্মারাম। ৩০।

যন্নাম্না শবজীর্ণশীর্ণবিগলত্কঙ্কালমালাপ্যহো
ভূয়ো জীবনমাগতা পুলকিতা প্রেম্ণা নরীনৃত্যতে।
যন্নাম্না নরকাপগাপি চ সুধাপূরাযতে তত্ক্ষণং
নিত্যং শ্রীহরিনাম বৈ বিজযতাং ত্রৈলোক্যসারং হি তত্॥৩১॥

যে নামে শবের অস্থি জীর্ণ বিগলিত,
প্রাণ পেয়ে নাচে প্রেমে হ'য়ে পুলকিত;
যে নামে নরক-নদী হয় সুধাধার,
জয় জয় হরিনাম ত্রিলোকীর সার। ৩১।

বিমুক্তসঙ্গো নিভৃতে নিষণ্ণো
হরে নিশীথে পরিষুপ্তলোকে।
অহো বিচিত্রং গগনেঽহমীক্ষে
তারাসু তারাসু তবৈব নাম॥ ৩২॥

গভীর নিশীথে সবে ঘুমায় যখন,
একাকী বিরলে আমি বসিয়া তখন;
কি দেখি আকাশ পানে! কি বলিব হায়!
হরি হে! তোমারি নাম তারায় তারায়। ৩২।

নামরূপভেদাঃ। (১)

সৌরতেজো যথা মেঘে নানাবর্ণৈর্বিভাসতে।
ভক্তচিত্তে তথৈকোঽপি নানারূপধরো হরিঃ॥ ১॥

---

(১) যে যত মা-বাপের আদুরে ছেলে হয়, তাহার নামের সংখ্যাও তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আদুরে ছেলেকে মা বাপেরা যতই আদরের যতই সোহাগের নাম দিয়া ডাকুক না কেন, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটে না, এজন্য আদুরে ছেলের নাম নিত্য নিত্য নূতন। ভগবান্ অনন্ত ভক্তমণ্ডলীর আদুরে গোপাল, তাই তাঁহার নামেরও অন্ত নাই। যে ভক্ত যখন যে ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করে, ভগবান্ সেই ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হন। যে ভক্ত যখন যে নামে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভগবান্ সেই নামে তাহার নিকট উপস্থিত হন। এই জন্যই, যিনি—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো ব্যাপ্য অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" ॥

সেই অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম। সহস্রপ্রকার ভক্তের একই ভগবদ্ভক্তির সহস্রপ্রকার রূপভেদে একই ভগবানের সহস্রপ্রকার রূপ ও সহস্রপ্রকার নাম। তাঁহার সেই সহস্রপ্রকার রূপ ও সহস্রপ্রকার নাম একই ভক্তি-সাগরের বিবর্ত্ত, অর্থাৎ রূপভেদ বা উপাধিভেদ মাত্র। এই জন্যই ভগবদ্ভক্ত মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

"বহুধাঽপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে" ॥

অর্থাৎ—যেরূপ গঙ্গার প্রবাহসকল ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াও সেই মহাসাগরে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় সকল শাস্ত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলেও একমাত্র সেই অনন্তদেবেই পর্য্যবসিত হয়। অতএব যে ভক্ত যে রূপে তাঁহাকে ধ্যান করে ও যে নামে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভক্তবৎসল সিদ্ধিদাতা নারায়ণ সেই রূপেই ও সেই নামেই তাহাকে সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। কালীই বল আর দুর্গাই বল, লক্ষ্মীই বল আর সরস্বতীই বল, হরিই বল আর শঙ্করই বল, রামই বল আর গঙ্গাই

যেমন সূর্য্যের রশ্মি মেঘের উপরে,
শ্বেত পীত লোহিতাদি কত বর্ণ ধরে ;
ভক্তগণে নিজ নিজ হৃদয়ে তেমন,
এক কৃষ্ণ নানা ভাবে করে দরশন। ১।

আভাসতি শক্তিভেদাদেকঃ কৃষ্ণোঽপ্যনেকধা।
একোঽপ্যনেকধা সূর্য্যো যথা বীচিষু ভাসতি ॥ ২ ॥

প্রতিবিম্ব পড়ে যদি তরঙ্গমালায়,
যেমন একই সূর্য্য অসংখ্য দেখায় ;
ভক্তের হৃদয়ে এক হরিও তেমন,
শক্তিভেদে নানা মূর্ত্তি করেন ধারণ। ২।

অনন্তশক্তের্যঃ শক্তীর্ভিন্না বেত্তি স মূঢ়ধীঃ।
অভিন্নাঃ খলু তাঃ সর্ব্বা যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ ৩ ॥

বল, যে নামেই ডাকনা কেন, তোমার ডাক প্রকৃত ভক্তির ডাক হইলে অবশ্যই তাহা তাঁহার নিকট পঁহুছিবে, এবং সেই ভক্তের ভগবান্ অবশ্যই তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন। তিনি ভক্তেরই ভগবান্, আর কাহারও নহেন, তাঁহার অধিষ্ঠান ভক্তেরই হৃদয়-পীঠে ; ভক্তের হৃদয়-পীঠই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম।

এই জন্যই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—

"নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাত্মনে।
নাম রূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে" ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ।)

অর্থাৎ যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', যাঁহার কোনও নাম বা রূপ নাই, যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় পুরুষের জাজ্বল্যমান অস্তিত্ব ভক্তগণ আপনা আপনিই অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার।

একাই অনন্তশক্তি সেই নারায়ণ,
শক্তিভেদে ভিন্ন তাঁরে ভাবে মূঢ়জন ;
অনন্ত শক্তির মধ্যে একই ঈশ্বর,
অভেদ-নয়নে জ্ঞানী হেরে নিরন্তর। ৩।

त्वं काली यमवारिणी त्वमसि वै ब्रह्मा हरिः शङ्करः
दुर्गा दुर्गतिहारिणी त्वमसि वाग्देवी च लक्ष्मीः स्वयम्।
त्वं लोकत्रयपावनी सुरधुनी त्वं जानकीवल्लभः
किं वाच्यस्तव कृष्ण रूपमहिमाऽनन्तस्त्वमेकोऽपि यत् ॥ ४ ॥

কালী তুমি কালভয় কর নিবারণ,
তুমি শিব, তুমি ব্রহ্মা, তুমি নারায়ণ ;
জগদম্বা তুমি দুর্গা দুর্গতিহারিণী,
তুমি লক্ষ্মী, তুমি বাণী বিজ্ঞানদায়িনী ;
তুমি গঙ্গা সনাতনী, তুমি সীতাপতি,
শক্তিভেদে কৃষ্ণ ! তব অনন্ত মূরতি। ৪।

लीयते शमनाद्भीतिः क्षीयते भवबन्धनम्।
यन्नाम्ना तमहं वन्दे शिवकल्पतरुं शिवम् ॥ ५ ॥

যাঁর নামে যম-ভয় হয় নিবারণ,
যাঁর নামে ভব-পাশ হয় বিমোচন ;
সদাশিব যিনি সর্ব্ব-মঙ্গল-আধার,
সেই শঙ্করের পদে করি নমস্কার। ৫।

प्रत्यक्षाऽप्यपरिच्छेद्या चित्रा यस्य जगत्कृतिः।
ब्रह्माण्डपितरं वन्दे तं ब्रह्माणमहं मुदा ॥ ६ ॥

এ বিশ্বরচনা যাঁর বিচিত্র মহিমা,
নিরখি নয়নে কিন্তু নাহি পাই সীমা ;
ব্রহ্মাণ্ডের পিতা সেই ব্রহ্মার চরণে,
নমস্কার করি আমি পুলকিত মনে। ৬।

ভবভীমাব্ধিমগ্নোঽহং ত্বামেব শরণং গতঃ।
হরে ময়ি কৃপাসিন্ধো করুণাং কুরু কেশব ॥ ৭ ॥

পড়েছি বিষম ঘোর সংসার-সাগরে,
তাই হরি ! তোমাকেই ডাকি সকাতরে ;
নারায়ণ ! হে কেশব ! ওহে দয়াময় !
কৃপা করি তার মোরে দিয়া পদাশ্রয়। ৭।

সংসারভাবৈঃ সবিষৈঃ শল্যৈরিব নিরন্তরম্।
পীড়িতং পাহি মাং মাতর্দুর্গে দুর্গতিহারিণি ॥ ৮ ॥

বিষমাখা শেল সম সংসার-ঘটনা,
দহিছে আমারে আর সহেনা যাতনা ;
তাই ডাকি ও মা দুর্গে দুর্গতিহারিণি !
নিস্তার কর গো ! মোরে নিস্তারকারিণি !। ৮।

শ্মশানং ত্বাং বিনা বিশ্বং লক্ষ্মীস্ত্বং লোকপালনী।
তব ভক্তস্য সর্ব্বত্র বিজয়োঽভয়মেব চ ॥ ৯ ॥

নারায়ণী তুমি লক্ষ্মী পালিছ ভুবনে,
এ বিশ্ব শ্মশান হয় তোমার বিহনে ;
তুমি যারে দয়া কোরে দাও পদাশ্রয়,
কি ভয় কি ভয় তার সর্ব্বত্রই জয়। ৯।

मृतसञ्जीवनी वीणा तव चेतयते जगत्।
वाणि विज्ञानजननि त्वां वन्दे हर मे तमः॥ १०॥

বীণাপাণি! শুনি তব বীণার ঝঙ্কার,
মৃত দেহে প্রাণ পায় এ বিশ্বসংসার ;
বিজ্ঞানদায়িনি বাণি! হর অন্ধকার,
তব পদে ভক্তিভাবে করি নমস্কার। ১০।

ब्रह्माद्यैरप्यनिर्वाच्ये मातः पतितपावनि।
कृमिकीटगते गङ्गे तारयाऽधमतारिणि॥ ११॥

পতিতপাবনি! তব অপার মহিমা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যার নাহি পায় সীমা ;
কৃমিকীটে তুমি গো মা! তরাইতে পার,
অধমতারিণি গঙ্গে! আমারে নিস্তার। ১১।

यन्नाम्ना दस्युचण्डाला अपि तीर्णा भवाम्बुधिम्।
नवदूर्व्वादलश्यामं तं रामं शरणं भज॥ १२॥

যে নামে চণ্ডাল দস্যু মহাপাপী নর,
অনায়াসে তরে গেল এ ভব-সাগর ;
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম পাতকি-তারণ,
সেই শ্রীরামের পদে লও রে! শরণ। ১২।

इन्द्रस्त्वं वरुणस्त्वमेव धनदः सोमस्त्वमर्को मरुद्
द्यौर्भूमिर्ज्वलनो ग्रहाश्च वसवस्त्वं धर्म्मराजोऽश्विनौ।
त्वं रुद्रास्त्वमहस्त्वमेव रजनी सन्ध्ये च वेदाः क्रतुः
किं वाच्यस्तव विश्वरूप महिमा त्वं वासुदेवो विराट्॥१३॥

তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি দিবাকর,
কুবের, বরুণ, যম, তুমি বৈশ্বানর ; (১)
তুমি বায়ু, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, গ্রহ, তারা, তুমি বিশ্বাধার ;
দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা, বেদ, তুমি যজ্ঞেশ্বর,
অনন্ত বিরাট তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ;
বিশ্বরূপ ! বাসুদেব ! তোমার মহিমা,
কে পারে বর্ণিতে যার নাহি আছে সীমা। ১৩।

(भगवती महाशक्तिस्तोत्रम्)

तारा ब्रह्ममयी क्षराक्षरमयी त्वं चिन्मयी छन्मयी
बुद्धिस्त्वं प्रतिभा श्रुतिः स्मृतिरसि त्वं ज्ञानमिच्छा क्रिया।
सृष्टिस्त्वं स्थितिरेव संहृतिरसि त्वं पञ्चभूतानि च
त्वं माया प्रकृतिस्त्वमेव जगतां मूलं ह्यमूला स्वयम् ॥ १४ ॥

(ভগবানের মহাশক্তির স্তব)

তুমি তারা ব্রহ্মময়ী (২) ; তুমি ক্ষরস্বরূপা এবং অক্ষর-

---

(১) 'বৈশ্বানর'—অগ্নি।

(২) 'তারা'—অর্থাৎ তারণকর্ত্রী ;—যথা তন্ত্রসারে,—

"तारकत्वात् सदा तारा सुखमोक्षप्रदायिनी।
उग्रापत्तारिणी यस्मादुग्रतारा प्रकीर्त्तिता" ॥

সুখমোক্ষপ্রদায়িনী ও তারণকর্ত্রী বলিয়া ব্রহ্মশক্তি 'তারা' নামে অভিহিত, এবং উগ্র অর্থাৎ ঘোর বিপদ হইতে ত্রাণ করায় 'উগ্রতারা' নামে অভিহিত।

স্বরূপা (১); তুমি চিন্ময়ী ও হৃদয়ময়ী শক্তি; তুমি বুদ্ধি ও প্রতিভা; তুমি শ্রুতি ও স্মৃতি; তুমি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া; তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার; তুমিই পঞ্চভূত-প্রপঞ্চ; তুমিই মায়া ও প্রকৃতি; তোমার মূল নাই, অথচ তুমি সমস্ত জগতের মূল। ১৪।

शाश्वति शङ्करि भुवनविधात्रि
भक्तकृपामयि शिवपददात्रि।
जननि वराभयशोभितहस्ते
जय जय भगवति देवि नमस्ते ॥ १५ ॥

হে সনাতনি শঙ্করি! হে বিশ্ববিধাত্রি! হে ভক্তকৃপাময়ি! হে শিবপদপ্রদায়িনি! জননি! তুমি এক হস্তে বর, অপর হস্তে অভয় ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছ; জয় দেবি ভগবতি! তোমারি জয়; তোমাকে নমস্কার। ১৫।

मायामयं चक्रमतीवघोरम्
आरोप्य भूतान्यखिलानि शश्वत्।
प्रवृत्तिमार्गेण विघूर्णयन्तीं
संसारधारां भवतीं नमामि ॥ १६ ॥

---

(১) 'ক্ষর' ও 'অক্ষর'; যথা গীতায়াম্,—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে"॥

অর্থাৎ যাহার বিকার আছে, সেই ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভৌতিক শরীরকে 'ক্ষর' বলে, এবং যাহার বিকার নাই, সেই বীজস্বরূপকে 'অক্ষর' বলে।

তুমি নিখিল ভূতমণ্ডলীকে ঘোর মায়া-চক্রে তুলিয়া
বৃত্তিমার্গে অবিরত বিঘূর্ণিত করিতেছ, তুমি সংসারধারা-
পণী, তোমাকে নমস্কার। ১৬।

यथा नदी काष्ठतृणाद्यशेषा-
ण्यादाय वेगात् जलधिं प्रयाति।
तथा त्वमादाय चराचराणि
भूतान्यनन्ताभिमुखी प्रयासि ॥ १७ ॥

স্রোতস্বতী যেমন সমস্ত তৃণকাষ্ঠাদি লইয়া মহাবেগে
ন্ত সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, তুমিও তেমনি চরাচর
গ্রামকে লইয়া অনন্তদেবের অভিমুখে চলিয়াছ। ১৭।

सनातनि ब्रह्मविभूतिमूर्त्ति
तवैव रूपं प्रतिभाति विश्वम्।
यथा जवायाः स्फटिकस्य भित्तिः
त्वं ब्रह्मणो विम्बमहो बिभर्षि ॥ १८ ॥

হে সনাতনি! পরব্রহ্মের বিভূতির বিকাসাবস্থাই
মার মূর্ত্তি; এই বিশ্ব তোমারি মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হই-
ছে; যেমন স্ফটিকময় স্তম্ভ জবাপুষ্পের প্রতিবিম্ব ধারণ
া, তেমনি তুমি পরব্রহ্মের মূর্ত্তি নিজ গর্ভে ধারণ করি-
ছ (১)। ১৮।

---

১) এস্থলে প্রকৃতি স্ফটিকস্বরূপ, এবং ব্রহ্ম জবাপুষ্পস্বরূপ। প্রকৃতি-
ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বকেই জীবাত্মা বলিয়া
বে। আবার, জীবাত্মার মধ্যে মনের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহার নাম

আদ্যাং যোগীশ্বরারাধ্যাং মহাবিদ্যাং সদাশিবাম্।
সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধিদাত্রীং ভূতধাত্রীং নমাম্যহম্ ॥ ১৯ ॥

তুমি যোগীশ্বরের আরাধ্যা আদ্যা শক্তি, তুমি সদাশিবা মহাবিদ্যা, তুমি সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিদাত্রী ও ভূতধাত্রী; তোমাকে নমস্কার করি। ১৯।

চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নাং মহাকালস্বরূপিণীম্।
ব্যোমকেশীং ভবানীং ত্বাং ভূয়োভূয়ো নমাম্যহম্ ॥ ২০ ॥

তুমি মহাকালরূপিণী ভবানী; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তোমার নয়ন, ব্যোম তোমার কেশ; তোমাকে বার বার নমস্কার। ২০।

বন্ধ অর্থাৎ ভববন্ধন। মন বা মনোবৃত্তি প্রকৃতির একটী অবস্থা মাত্র। যেমন স্ফটিকের নিকট হইতে জবাপুষ্পকে অন্তরিত করিলে আর প্রতিবিম্বরূপ পৃথক্ পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মকে অন্তরিত করিয়া দেখিলে আর জীবাত্মারূপ পৃথক্ পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, জীবাত্মা তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মেই লীন হইয়া যায়। অর্থাৎ যাবৎ প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বভাবে সম্বন্ধ দেখিবে, তাবৎ জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্বের উপলব্ধি হইবে; অদ্বৈতজ্ঞানে সেই প্রতিবিম্বভাব বিলয় পাইলে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। এইরূপে জীবাত্মার অস্তিত্ববুদ্ধির লয় হইলেই ভববন্ধনের মোচন অর্থাৎ মহানির্ব্বাণ হয়। জীবাত্মার উপলব্ধি অর্থাৎ 'আমি সুখী, আমি দুঃখী'—ইত্যাকার জ্ঞান প্রতিবিম্ববৎ পদার্থ; এই জ্ঞান জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গেই লয় পায়।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" ॥ (গীতা)

অর্থাৎ আমি চেতন, আমি করিতেছি,—এইরূপ প্রতীতি বুদ্ধির অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের পরিণাম মাত্র।

ব্রহ্মমূর্ত্তিং ভগবতীং রাজরাজেশ্বরপ্রিয়াম্।
প্রত্যক্ষদেবতাং বন্দে বিশ্বসংসারমোহিনীম্ ॥ ২১ ॥

তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালিনী ব্রহ্মমূর্ত্তি; তুমি রাজরাজেশ্বর বিশ্বেশ্বরের প্রাণবল্লভা; তুমি বিশ্বসংসারমোহিনী প্রত্যক্ষ দেবতা; তোমাকে নমস্কার। ২১।

সহস্রশীর্ষসম্পন্নাং সহস্রভুজশালিনীম্।
সহস্রচরণাং দেবীং সহস্রাক্ষীং নমাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

তুমি সহস্র সহস্র শীর্ষে, সহস্র সহস্র হস্তে, সহস্র সহস্র চরণে, এবং সহস্র সহস্র নয়নে শোভা পাইতেছ; তোমাকে নমস্কার। ২২।

সকলাভিঃ কলাভিস্ত্বাং সম্পূর্ণাং পূর্ণভূষণাম্।
পূর্ণানন্দময়ীং বন্দে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ॥ ২৩ ॥

তুমি সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণা এবং পূর্ণ সজ্জায় বিরাজমানা; তুমি পূর্ণানন্দময়ী পূর্ণব্রহ্মরূপিণী; তোমাকে নমস্কার। ২৩।

জ্ঞানশক্তির্ভগবতি ত্বমজ্ঞানবিনাশিনী।
অতোঽসি কীর্ত্তিতা বেদে মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥ ২৪ ॥

হে ভগবতি! তুমি সেই স্বেচ্ছাময় ভগবানের সাক্ষাৎ জ্ঞানশক্তিরূপে মহামোহকে বিনাশ করিয়া থাক; এজন্য বেদে তুমি 'মহিষমর্দ্দিনী' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছ (১)। ২৪।

---

(১) ভগবতী কাত্যায়নী মহিষাসুরকে বধ করিয়াছেন, এই পৌরাণিক রূপকের অর্থ এই যে,—পরব্রহ্মের জ্ঞানরূপা মহাশক্তির নাম কাত্যায়নী,



सर्व्वदुर्गतिसंहन्त्रि दुर्गे दुर्गविनाशिनि।
महादेवमहापीठदेवते ते नमो नमः॥ २५॥

হে সর্ব্বদুর্গতিহারিণি! দুর্গবিনাশিনি দুর্গে! তুমি মহাদেবরূপ মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমাকে বার বার নমস্কার (১)। ২৫।

এবং মহামোহের নাম 'মহিষাসুর'। ভগবানের জ্ঞানশক্তি অজ্ঞানকে বিনাশ করে বলিয়া উহার নাম 'মহিষমর্দ্দিনী'। যথা বরাহপুরাণে,—

"अथवा ज्ञानशक्तिः सा महिषोऽज्ञानमूर्त्तिमान्।
अज्ञानं ज्ञानसाध्यं तु भवतीति न संशयः॥
मूर्त्तिपचे चेतिहासममूर्त्ते चैकवद्धृदि।
ध्यायते वेदवाक्यैस्तु तती महिषमर्द्दिनी॥"

অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তির একটী নাম 'মহিষমর্দ্দিনী'। মূর্ত্তিমান্ অজ্ঞানকে 'মহিষ' বলে। অজ্ঞান যে জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিনাশিত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যাঁহারা মূর্ত্তিবাদী, তাঁহারাই এ বিষয়ে পৌরাণিক ইতিহাস কল্পনা করিয়াছেন। আর যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা বেদবাক্যানুসারে এই শক্তিকে ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি হইতে অভিন্ন ভাবিয়া থাকেন।

(১) ভগবানের সর্ব্বময়ী সর্ব্বশক্তির নাম দুর্গা, "सर्व्वस्वरूपिणी शक्तिः सा दुर्गेति च पठ्यते", অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বস্বরূপিণী শক্তিকেই দুর্গা বলে। যথা মুণ্ডমালায়াম্,—

"भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा नराः स्त्रियश्चापि सुरासुराद्याः।
यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गास्वरूपादपरं न किञ्चित्॥"

অর্থাৎ সমস্ত ভূতমণ্ডলই দুর্গা, সমস্ত ভুবনমণ্ডলই দুর্গা; স্ত্রী, পুরুষ, দেব, দানব, মানবাদি সকলি দুর্গা; যাহা কিছু দৃশ্য, সে সকলি দুর্গা; দুর্গার স্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নাই। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

"दुर्गा दैन्ये महाविघ्ने भवबन्धे कुकर्म्मणि।
शोके दुःखे च नरके यमदण्डे च जन्मनि॥

नमामि सारदां देवीं विजयां सर्व्वमङ्गलाम्।
माहेश्वरीं महाशक्तिमभयामपराजिताम्॥ २६॥

হে দেবি! তুমি সারদা, বিজয়া ও সর্ব্বমঙ্গলা; তুমি মহেশ্বরের মহাশক্তি; তুমি অভয়া ও অপরাজিতা; তোমাকে নমস্কার। ২৬।

सर्व्वतःपाणिपादां त्वां सर्व्वतोऽक्षिशिरोमुखाम्।
सर्व्वेश्वरीं सर्व्वमयीं सर्व्वाणीं प्रणमाम्यहम्॥ २७॥

তোমার হস্ত ও পদ সর্ব্বত্রই প্রসারিত; তোমার চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্রই প্রসারিত; তুমি সর্ব্বাণী, সর্ব্বেশ্বরী ও সর্ব্বময়ী; তোমাকে নমস্কার করি। ২৭।

अनन्तशय्याशयनामनन्तसहवासिनीम्।
अनन्तजगदाधारविग्रहां त्वां नमाम्यहम्॥ २८॥

महाभयेऽतिरोगे चाप्याशब्दो हन्तृवाचकः।
एतान् हन्त्येव या देवी सा दुर्गा परिकीर्त्तिता"॥

দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, পাপ, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, মহাব্যাধি, এই সকলকে দুর্গ বলে; যে নারায়ণী শক্তি এই সকল দুর্গ অর্থাৎ সঙ্কটকে বিনাশ করে, তাহাকেই দুর্গা বলে। "दुर्गं निहन्ति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्त्तिता"।

অপিচ,—

"आद्या नारायणी शक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी।
यया जयति विश्वं च यया सृष्टिः प्रजायते॥
यया विना जगन्नास्ति"—(ब्रह्मवैवर्त्त)

সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী নারায়ণের আদ্যা শক্তি, যাহা দ্বারা বিশ্বকে জয় করা যায়, যাহা দ্বারা সৃষ্টি হয়, যাহা ছাড়া জগতের অস্তিত্ব থাকে না তাহাকে দুর্গা বলে।

তুমি অনন্তদেবের সঙ্গিনী, অনন্তশয্যাশায়িনী, তোমার শরীর অনন্ত জগতের আধারস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার।২৮।

কালরাত্রিং মহাকালীং বন্দে ত্বাং কালকামিনীম্।
গিরন্তীমুদ্গিরন্তীং চ ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ॥ ২৯॥

তুমি কালরাত্রিরূপিণী, মহাকালের শক্তি মহাকালী; তুমি নিখিল ভূতগ্রামকে বারংবার গিলিতেছ ও উগারিতেছ; তোমাকে নমস্কার। ২৯।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তজগদ্যোনিমযোনিজাম্।
অখণ্ডমণ্ডলাকারব্যাপিনীং ত্বাং নমাম্যহম্॥ ৩০॥

তুমি আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত জগতের যোনি, কিন্তু স্বয়ং অযোনিজা; তুমি অখণ্ড মণ্ডলাকারে অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ; তোমাকে নমস্কার। ৩০।

অন্নপূর্ণাং মহামায়াং মহেশহৃদয়েশ্বরীম্।
যোগমায়াং যোগনিদ্রাং জগদ্ধাত্রীং নমাম্যহম্॥ ৩১॥

তুমি অন্নপূর্ণা, মহামায়া এবং মহেশ্বরের হৃদয়েশ্বরী; তুমি জগদ্ধাত্রী, যোগমায়া এবং যোগনিদ্রা (১); তোমাকে নমস্কার। ৩১।

মাতঃ সাবিত্রি গায়ত্রি ব্রহ্মবিদ্যে পুরাতনি।
পূর্ণবিদ্যে নমস্তুভ্যং শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে॥ ৩২॥

---

(১) 'যোগনিদ্রা'—ব্রহ্মের পরমানন্দময়ী শক্তি। 'যোগমায়া'—ঈশ্বরের চিৎ-শক্তি, যাহা সর্ব্ব সঙ্কল্পের অধিষ্ঠান।

হে মাতঃ! তুমি সাবিত্রী ও গায়ত্রী; তুমি পুরাতনী ও ব্রহ্মবিদ্যা, তুমিই পূর্ণবিদ্যা; হে শিবে! হে সর্ব্বার্থসাধিকে! তোমাকে নমস্কার। ৩২।

त्वं मातरचलाऽनन्ताऽजरा विश्वम्भराऽक्षरा।
त्वं सुप्तेष्वपि जागर्षि मूलप्रकृतिरीश्वरी॥ ३३॥

জননি! তুমি অচলা, অনন্তা ও জরাবিরহিতা; তুমি অক্ষরা ও নির্ব্বিকারা; তুমি বিশ্বের পালনকর্ত্রী; হে ঈশ্বরি! সমস্ত ভূতগ্রাম বিলীন হইলেও তুমি মূলপ্রকৃতিরূপে জাগরিত থাক। ৩৩।

पञ्चप्राणात्मिकां वन्दे प्राणाधिष्ठातृदेवताम्।
अव्यक्तां महतीं चैव भावाभावस्वरूपिणीम्॥ ३४॥

তুমি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে পঞ্চপ্রাণরূপে অধিষ্ঠান কর, তুমি প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তুমি সূক্ষ্মরূপে (কারণরূপে) এবং তুমিই স্থূলরূপে (কার্য্যরূপে) বিদ্যমান আছ; তুমি ভাবস্বরূপা এবং তুমিই অভাবস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার করি। ৩৪।

त्वां वन्दे राजसीं रक्तां श्वेतवर्णां च सात्त्विकीम्।
तामसीं कृष्णवर्णां च त्रिवर्णां त्रिगुणान्विताम्॥ ३५॥

তুমি রক্তবর্ণা রাজসী শক্তি, শ্বেতবর্ণা সাত্ত্বিকী শক্তি, এবং কৃষ্ণবর্ণা তামসী শক্তি; তুমি ত্রিবর্ণা ও ত্রিগুণান্বিতা; তোমাকে নমস্কার। ৩৫।

সূক্ষ্মমাত্মরসেনৈবাত্মানং পুষ্ণাসি মাতৃকে।
আত্মশক্ত্যৈব চাত্মানং প্রবর্ত্তয়সি নিত্যশঃ॥ ৩৬॥

হে মাতৃকে! তুমি অলক্ষ্যভাবে আত্মরসেই আত্মাকে পোষণ করিতেছ, আত্মশক্তি দ্বারাই আত্মাকে নিত্য পরিচালিত করিতেছ (১)। ৩৬।

কান্তিং কীর্ত্তিং ধৃতিং মেধাং তুষ্টিং পুষ্টিং দয়াং রতিম্।
শান্তিং ক্ষান্তিং শুদ্ধিমৃদ্ধিং সত্যাং ত্বাং প্রণমাম্যহম্॥ ৩৭॥

তুমিই বিশ্বের কান্তি, কীর্ত্তি, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, দয়া ও রতি; তুমিই শান্তি, ক্ষান্তি, শুদ্ধি, ঋদ্ধি ও সত্যস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার করি। ৩৭।

ভক্তিং ভুক্তিং চ মুক্তিং চ শ্রদ্ধাং প্রীতিং শ্রিয়ং শ্রিয়ম্।
প্রকাশাং চাপ্রকাশাং ত্বাং বিশ্বাধারাং নমাম্যহম্॥ ৩৮॥

---

(১) ব্রহ্মশক্তি ভগবতী প্রকৃতিদেবী আপনার রসেই আপনাকে পোষণ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি ইহারই রূপকমাত্র। ছিন্নমস্তা নিজদেহনিঃসৃত তিনটী শোণিতধারা নিজ মুণ্ডকেই পান করাইতেছেন। ঐ তিন শোণিতধারা দেহের প্রধান তিনটী নাড়ী হইতে প্রবাহিত হইতেছে; ঐ তিন নাড়ীর নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। সুষুম্না সর্ব্বপ্রধান, ইহা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা। ইড়া নাড়ীর মধ্যে চন্দ্রের সঞ্চার, পিঙ্গলার মধ্যে সূর্য্যের সঞ্চার, এবং সুষুম্নায় চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের সঞ্চার। অর্থাৎ এই তিন নাড়ী চন্দ্রসূর্য্যাদি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য নাড়ীচক্রকে পোষণ পূর্ব্বক জীবদেহ রক্ষা করিতেছে। এই রূপক দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, ত্রিগুণা প্রকৃতিদেবী চন্দ্র সূর্য্যাদিরূপ নিজ নাড়ী হইতে নিঃসৃত শোণিতাদিরূপ রসধাতু দ্বারা সৃষ্টি প্রবাহ পোষণ করিতেছেন।

তুমিই ভক্তি, ভুক্তি ও মুক্তি; তুমি শ্রদ্ধা ও প্রীতি; তুমি লজ্জা ও ভয়; তুমি প্রকটরূপে এবং তুমিই অপ্রকটরূপে বিশ্বের আধারস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার। ৩৮।

अचिन्त्याव्यक्तरूपां त्वामवाङ्मनसगोचराम्।
भूतसंयोगविश्लेषभवलीलाप्रकाशिकाम्॥ ३९॥

তোমার স্বরূপ অচিন্ত্য ও অব্যক্ত; তোমার মহিমা বাক্য ও মনের অগোচর; তুমি প্রতিক্ষণে পঞ্চভূতের সংযোগ ও বিশ্লেষ দ্বারা এই অপূর্ব্ব ভবলীলা প্রকাশ করিতেছ। ৩৯।

अर्द्धनारीश्वराकारां शिवशक्तिस्वरूपिणीम्।
पितरं मातरं च त्वां जगतां प्रणमाम्यहम्॥ ४०॥

তুমি অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি (১); তুমি শিবশক্তিস্বরূপা; তুমিই একাধারে জগতের পিতা-মাতা; তোমাকে নমস্কার করি। ৪০।

न द्वैतं नासि चाद्वैतं द्वैताद्वैतं त्वमीश्वरि।
न शिवो नापि शक्तिस्त्वं शिवशक्तिस्वरूपिणी॥ ४१॥

---

(১) এই অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তির চিত্রখানি স্থূলভাবে দেখিলে জ্ঞান হয়,—আধখানা প্রকৃতি ও আধখানা পুরুষ। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে সে ভেদ ঘুচিয়া যায়। স্থূলদর্শীরা যে আধখানায় শুধু শক্তিমূর্ত্তি দেখেন, সূক্ষ্মদর্শীরা তাহার প্রত্যেক পরমাণুতেই দেখিতে পান,—শিবমূর্ত্তি জ্বলিতেছে। আবার, স্থূলদর্শীরা যে আধখানায় শুধু শিবমূর্ত্তি দেখেন, সূক্ষ্মদর্শীরা তাহার প্রতি পরমাণুতেই দেখিতে পান, শক্তিমূর্ত্তি জ্বলিতেছে। এইরূপে, শিবে শক্তি ও শক্তিতে শিব, দুয়ে এক, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি।

হে ঈশ্বরি! তুমি দুইও নও, তুমি একও নও; তুমি দুয়ে এক। তুমি শিবও নও, তুমি শক্তিও নও, তুমি একাধারেই শিবশক্তি। ৪১।

হিরণ্যগর্ভে ত্বদ্গর্ভে সত্যং জ্যোতিঃ প্রদীপ্যতে।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং ব্রহ্মমূর্ত্তিপ্রকাশিকে॥ ৪২॥

হিরণ্যগর্ভে! তোমার গর্ভে সত্যস্বরূপ জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতেছে; মাতঃ! ব্রহ্মমূর্ত্তিপ্রকাশিকে! তোমাকে বারবার নমস্কার। ৪২।

নৌমি ভক্ত্যা মহাশক্তিমোঙ্কারব্রহ্মমাতৃকাম্।
প্রসীদ বরদে দেবি স্তোত্রেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ৪৩॥

হে দেবি! তুমি মহাশক্তি, তুমি ওঙ্কাররূপিণী ব্রহ্মমাতৃকা; আমি ভক্তিভাবে তোমার স্তব করিতেছি; বরদে! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই স্তোত্রে অধিষ্ঠান কর। ৪৩।

ওম্ প্রীয়তাং ব্রহ্মময়ী স্তোত্রেণানেন সা ময়ি।
শিবশক্তিময়ং স্তোত্রং ব্রহ্মার্পণমিদং কৃতম্॥ ৪৪॥

ওঁ তারা ব্রহ্মময়ী আমার এই স্তোত্রে প্রীত হউন; আমি এই শিবশক্তিময় ব্রহ্মময়ী-স্তোত্রটী ব্রহ্মে অর্পণ করিলাম (১)।৪৪।

---

(১) 'ব্রহ্মে অর্পণ' বা 'ব্রহ্মার্পণ';—

"ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সম্প্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥ ১॥
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা।
এতদ্ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ২॥

স্তোত্রে মমাস্মিন্ যদমেধ্যবত্ স্যাত্
অসত্যরূপং হ্যথবাঽপ্রকামম্।
অজ্ঞানতো মে তদশক্তিতো বা
মুকুন্দ মন্দস্খলিতং ক্ষমস্ব ॥ ৪৫ ॥

हे নারায়ণ! আমার এই স্তোত্রে যদি কোনও অপবিত্র ভাব প্রবেশ করিয়া থাকে, যদি অসত্যের ছায়া পতিত হইয়া থাকে, যদি বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা আমার অজ্ঞান বা অশক্তি বশতঃ বলিয়া ক্ষমা কর। ৪৫।

প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥ ৩ ॥
যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্” ॥ ৪ ॥ (কূর্ম্মপুরাণে)

অর্থাৎ যাহা কিছু দিবার আমাকে ব্রহ্মই দিতেছেন, আমিও ব্রহ্মকেই সম্প্রদান করিতেছি, আমি যাহা কিছু সম্প্রদান করিতেছি, সে সকলি ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানকে 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। ১। আমি কিছুই করি না, সকলি ব্রহ্ম করিতেছেন, এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা 'ব্রহ্মার্পণ' বলিয়া থাকেন। ২। এই কর্ম্মে সেই শাশ্বত ভগবান্ ঈশ্বর প্রীত হউন,—সদাই এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। ৩। সমস্ত কর্ম্মফল ব্রহ্মেই সমর্পণ করিলাম,—ইহাকেই সর্ব্বোত্তম 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। (ইতি কূর্ম্মপুরাণে ৪র্থ অধ্যায়)।

আত্মনিবেদনম্।

অনুতাপাগ্নিদগ্ধানাং পাপিনাং তাপশান্তয়ে।
একমেবাস্তি শরণং হরাবাত্মনিবেদনম্॥ ১॥

অনুতাপী পাতকীর শান্তির কারণ,
একমাত্র গতি কৃষ্ণে আত্মনিবেদন। ১।

অন্তর্যাম্যসি গোবিন্দ কিং বা তুভ্যং নিবেদয়ে।
দহ্যমানে কুরু কৃপামনুতাপতুষাগ্নিনা॥ ২॥

সকলের অন্তর্যামী তুমি নারায়ণ!
কি আর তোমার কাছে করি নিবেদন;
অনুতাপ-তুষানলে দহিছে হৃদয়,
এ ঘোর পাপীরে দয়া কর দয়াময়!। ২।

স্তনন্ধয়েঽপি তনয়ে মাতা চেন্নির্দয়া ভবেৎ।
ন ত্বেবাঽকরুণোঽসি ত্বমনুতাপিনি পাপিনি॥ ৩॥

স্তন্যপায়ী অক্রুবাণ শিশু আপনার,
তাহাকেও মাতা যদি করে পরিহার;
তথাপি তুমি হে হরি! কৃপা-পারাবার!
অনুতাপী পাপীরে না কর পরিহার। ৩।

মলমূত্রপরীতাঙ্গং মাতা নিজমিবার্ভকম্।
পাপিনং মুঞ্চ মা নাথ ক্রোড়ে ধারয় ধারয়॥ ৪॥

মলমূত্রে মাখামাখি যদি শিশু হয়,
তথাপি জননী তারে নিজ কোলে লয়;

তেমতি তুমিও হরি! আমি পাপী বোলে,
ফেলো না ফেলো না নাথ! কর নিজ কোলে। ৪।

কিং বাঽস্পৃশ্যং জগন্মাতস্তব বিশ্বৈকপাবন।
স্বর্গত্বং নিরয়োঽপ্যেতি স্পর্শাত্তে স্বর্ণতাময়ঃ॥ ৫॥

জগতজননী তুমি জগত-পাবন,
কি আছে অস্পৃশ্য তব ওহে নারায়ণ!
লৌহও সুবর্ণ হয় তোমার পরশে,
নরক বৈকুণ্ঠ হয় তব কৃপারসে। ৫।

হাহাকারপরং পাপজ্বালয়াঽঙ্গারতাং গতম্‌।
সর্ব্বত্যক্তং ত্যজসি চেত্‌ কা গতির্মে ভবেত্তদা॥ ৬॥

পাপে তাপে পুড়ে আমি হইনু অঙ্গার,
হরি হে! হয়েছে মোর হাহাকার সার;
পাপী বোলে সকলেই করে পরিহার,
তুমিও ত্যজিলে গতি কি হবে আমার?। ৬।

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কং বা শরণমাশ্রয়ে।
বিমুখে ত্বয়ি গোবিন্দ হাহা পাপী হতো হতঃ॥ ৭॥

কি করিব কোথা যাব কে আছে আমার?
হায় রে! শরণ আর লইব কাহার?
হে গোবিন্দ! তুমি যদি না দাও আশ্রয়,
মরিল এ পাপী হায়! মরিল নিশ্চয়। ৭।

ত্বং পাপিতারকঃ কৃষ্ণ ভবসাগরনাবিকঃ।
ত্রাহি মাং ভবভীমাব্ধেস্তবৈব শরণাগতম্‌॥ ৮॥

ভবের কাণ্ডারি তুমি পাতকি-তারণ,
তাই হরি! তব পদে লয়েছি শরণ;
এ পাপী শরণাগত নিতান্ত তোমার,
এ ঘোর ভব-সাগরে কর মোরে পার। ৮।

হরে কৃপালো কুরু দৃষ্টিপাতং
পুত্রো মুমূর্ষুঃ শরণং গতস্তে।
যদ্যস্মি পাপী নিতরাং তথাপি
মাতা কুপুত্রে বিমুখী ভবেৎ কিম্॥ ৯॥

দয়া করি ওহে হরি! দাও দরশন,
মুমূর্ষু সন্তান তব মাগিছে শরণ;
মহাপাপী যদি হই, তোমারি সন্তান,
মাতা কি কুপুত্রে কোলে নাহি দেয় স্থান। ৯।

করালবদনোঽন্তকঃ পুরত এব মে জৃম্ভতে
নিরীক্ষ্য হৃদয়ং মহাভয়বিবিগ্নমুৎকম্পতে।
কুতোঽসি করুণানিধে সকলভীতিহারিন্ হরে
প্রযচ্ছ চরণাশ্রয়ং শরণহীনদীনায় মে॥ ১০॥

শিয়রে শমন ওই বদন মেলিয়া!
হেরিয়া আতঙ্কে হিয়া উঠে শীহরিয়া;
সর্ব্বভয়হারী হরি! কোথা দয়াময়!
দীনহীন অশরণে দাও পদাশ্রয়। ১০।

হা ক্বাসি নাথ করুণাময় রক্ষ রক্ষ
জীবো মমাতিবিধুরঃ করুণং বিরৌতি।

মাং পাপিনং যদি ন রক্ষসি কোঽত্র ভূয়:
সংকীর্ত্তয়িষ্যতি নু পাতকিতারণং ত্বাম্ ॥ ১১ ॥

রক্ষ রক্ষ দয়াময়! আছ হে কোথায়?
আকুল পরাণি মোর করে হায় হায়;
তুমি যদি এ পাপীরে না কর উদ্ধার,
পাতকিতারণ তোমা কে বলিবে আর? । ১১ ।

হা কৃষ্ণ কেশব কৃপাময় দীনবন্ধো
হাহা জ্বলাম্যবিরতং নিজপাপতাপৈ:।
দাবাগ্নিলঙ্ঘিততরাবিব মেঘধারা:
দীনে ময়ি প্রপতন্তু কৃপাসুধাস্তে ॥ ১২ ॥

দীননাথ! হা কেশব! কৃষ্ণ! কৃপাময়!
পাপতাপে অবিরত জ্বলিছে হৃদয়;
দাবানলে দহ্যমান পাদপে যেমন—
মেঘের ধারায় দেয় নূতন জীবন,
তেমতি করুণামৃত করি বরষণ,
দগ্ধ প্রাণে দাও পুন নূতন জীবন। ১২।

জীবো মে রোগশোকার্ত্তশ্ছিন্নকণ্ঠইবাণ্ডজ:।
কষ্টং বিচেষ্টতে শীঘ্রং ত্রাহি মাং জীবজীবন ॥ ১৩ ॥

প্রাণ মোর ছিন্নকণ্ঠ বিহঙ্গের প্রায়,
ছট্‌ফট্‌ করে রোগশোকের জ্বালায়;
তুমি হরি! একমাত্র জীবের জীবন,
ত্বরা করি এ যাতনা কর নিবারণ। ১৩।

गर्ज्जन्ति कालफणिनो विषदन्तैर्दशन्ति माम्।
हरे हर विषज्वालां शान्तिपीयूषवर्षणैः॥ १४॥

শত শত কাল-সর্প গর্জ্জিয়া ভীষণ,
তীব্রতর বিষদন্তে করিছে দংশন;
তাই ডাকি কোথা হরি! বারেক আসিয়া,
জুড়াও বিষের জ্বালা শান্তি-সুধা দিয়া। ১৪।

आहतं शोकशल्येन बाणविद्धमिवाण्डजम्।
स्पृष्ट्वा ते पादपद्मेन विशल्यं कुरु मां हरे॥ १५॥

নিদারুণ শোক-শল্যে আহত হইয়া,
বাণবিদ্ধ পক্ষী সম কাঁপে মোর হিয়া;
তব পাদপদ্ম হৃদে কর পরশন,
মরম-যাতনা হরি! কর নিবারণ। ১৫।

क्षणप्रभावत् क्षणमात्रदर्शनं
हरे प्रदायैव कथं निलीयसे।
पाथःकणो नैव तृषार्त्तहृन्मये
भूयः पिपासैव ततोऽभिवर्द्धते॥ १६॥

হায় হায়! ক্ষণমাত্র বিদ্যুতের প্রায়,
দেখা দিয়া ওহে হরি! লুকাও কোথায়?
ঘোর তৃষ্ণা বিন্দুমাত্র সলিলে কি যায়?
বরঞ্চ পিয়াসা তায় আরো বৃদ্ধি পায়। ১৬।

हृत्पिण्डकोकनदमेव निकृत्य सद्य-
स्तेनैव ते पदमहं परिपूजयामि।

এহ্যেহি দেব করুণামय धत्स्व पूजां
त्वं मे चिराभिलषितं सफलीकुरुष्व ॥ १७ ॥

এখনি হৃদয়-পিণ্ড করিয়া ছেদন,
সেই রক্তপদ্মে তব পূজিব চরণ;
এস হে করুণাময়! দাও দরশন,
লহ পূজা চির-আশা করহ পূরণ। ১৭।

मादृशाः शरणापन्नाः कति नाम न सन्ति ते।
त्वदन्यस्तु शरण्यो मे नास्ति हे कमलापते ॥ १८ ॥

আমা হেন কত শত আছে এ ভুবনে,
যাহারা শরণাপন্ন তোমার চরণে;
তোমা বিনা কিন্তু ওহে কমলার পতি!
এ মহাপাপীর আর নাহি অন্য গতি। ১৮।

अद्यापि लभते त्राणमिच्छामय यदीच्छसि।
अन्यथाऽयं महापापी हाहा नाथ हतो हतः ॥ १९ ॥

ইচ্ছাময়! ইচ্ছা যদি কর ভগবান্!
এখনো এ মহাপাপী পায় পরিত্রাণ;
যদি নাথ! স্থান নাহি দাও পদতলে,
গেল রে এ মহাপাপী গেল রসাতলে। ১৯।

भवमोहघरट्टेण पिष्टो गोधूमवत् सदा।
म्रिये न सोढुं शक्नोमि त्राहि मां मधुसूदन ॥ २० ॥

পাষাণ-যন্ত্রের মাঝে গোধূম যেমন,
এ ভব-মায়ার যন্ত্রে হতেছি পেষণ;

সহে না সহে না আর গেল রে জীবন,
ত্বরায় তরাও মোরে শ্রীমধুসূদন ! । ২০ ।

मुहुः क्रोशत्ययं पापी त्राहि हे करुणामय।
अनुतापिमनःपीड़ामन्तर्यामिन् न वेत्सि किम् ॥ २१ ॥

আপনি আপন পাপে হ'য়ে অনুতাপী,
পরিত্রাহি দয়াময়—ডাকে মহাপাপী ;
অনুতপ্ত পাতকীর কি তীব্র বেদনা,
অন্তর্যামী হরি ! কি তা জেনেও জান না ? । ২১ ।

चर्व्वयत्यनिशं मर्म्म मम मायानिशाचरी।
त्राहि हे पूतनाघातिन् मायाकुहकनाशक ॥ २२ ॥

এ ঘোর সংসার-মায়া রাক্ষসীর প্রায়,
হৃদয়-মরম মোর চিবাইয়া খায় ;
পূতনাঘাতিন্ হরি ! এস একবার,
কুহকিনী এ মায়ারে করহ সংহার । ২২ ।

पद्मभ्रान्त्या विषमविषयव्यालभोगं श्रितोऽहं (१)
माध्वीकं क्व प्रबलगरलज्वालयान्तर्ज्वलामि।
सन्तप्तानां त्वमसि शरणं सर्व्वसन्तापहारिन्
स्वान्तं शान्तं कुरु मम हरे शान्तिसिन्धो मुकुन्द ॥ २३ ॥

---

(१) विषमः परिणामदारुणः, तादृशो यो विषयः रूपरसादिः इन्द्रियार्थः, स एव व्यालः सर्पः, "व्यालो भुजङ्गमे क्रूरे श्वापदे दुष्टदन्तिनि" इति विश्वः। तस्य भोगः उपभोगः, पक्षे भोगः फणः, तम्, "भोगः सुखे स्त्र्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः" इत्यमरः। सर्पविशेषस्य फणमण्डले पद्माकारं चिह्नम् अस्ति, इति 'पद्मभ्रान्त्या' इत्युक्तम्।

বিষয়-ফণীর চক্রে পঙ্কজ ভাবিয়া,
মধু-আশে তাহা আমি সেবিলাম গিয়া ;
মধু কোথা ! জ্বলে প্রাণ বিষের জ্বালায়,
সর্ব্বতাপহারী হরি ! জুড়াও আমায়। ২৩।

सोढुं न भूयः प्रभवन्ति दुर्ब्बलाः
प्राणा भवक्षोभमहीवनेद्दशम्।
हरे मुरारेऽखिलशक्तिधारक
प्रयच्छ शक्तिं सकलं यथा सहे ॥ २४ ॥

এ ভব-যন্ত্রণা ঘোর এ ভব-যন্ত্রণা !
দুর্ব্বল পরাণে আর সহে না সহে না ;
কোথা আছ ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ !
এ দুঃখ সহিতে শক্তি কর হে প্রদান। ২৪।

घोरेऽतिघोरे विषयान्धकारे
निमीलितः सीदति मेऽन्तरात्मा।
कोऽन्यस्त्वदन्योऽस्ति हरे शरण्यः
पदाश्रयं देहि निराश्रयाय ॥ २५ ॥

বিষয়-আঁধার এ যে অতি ঘোরতর,
ডুবিতেছি অন্ধ হ'য়ে তাহে নিরন্তর ;
তোমা বিনা জগদীশ ! কে আছে শরণ ?
নিরাশ্রয়ে পদাশ্রয় দাও নারায়ণ !। ২৫।

मदान्धवद्व कुञ्जरो भवगभीरगर्त्ते पतन्
क्षिपामि मुहुराकुलां चरमदृष्टिमद्य त्वयि।

বিভো পতিতপাবন ত্বমসি মৃত্যুহারী হরিঃ
সমুদ্ধর কৃপানিধে নিজকৃপাবলম্বেন মাম্ ॥ ২৬ ॥

মত্ত মাতঙ্গের প্রায় জ্ঞান হারাইয়া,
এ ঘোর সংসার-গর্ত্তে পতিত হইয়া,
অন্তিম-সময়ে আজি আকুল পরাণে,
বার বার দয়াময়! চাহি তব পানে;
মৃত্যুহারী কোথা হরি! এস নারায়ণ!
পতিতে উদ্ধার কর পতিতপাবন!। ২৬।

মামুদ্ধর জগন্নাথ ঘোরসংসাররৌরবাৎ।
দেহি নাথ পদে স্থানং নিত্যানন্দময়ে তব ॥ ২৭ ॥

এ নহে সংসার, এ যে ভীষণ রৌরব, (১)
পড়িয়া তাহাতে সদা করি আর্ত্তরব;
জগবন্ধু জগন্নাথ! কর পরিত্রাণ,
নিত্যানন্দ পদে তব দাও মোরে স্থান। ২৭।

ভবোঽয়মুন্মত্তনিবন্ধকারা
হসাম্যহো রোদিমি চাত্র বদ্ধঃ।
পদে তবেয়ং মম দেব ভিক্ষা
বিমোচয়াস্মাদ্ভববন্ধনাম্মাম্ ॥ ২৮ ॥

কভু হাসি কভু কাঁদি একি চমৎকার!
পাগলের কারাগার এ বিশ্বসংসার;

(১) 'রৌরব'—ঘোর নরকবিশেষের নাম।

তব পদে এই ভিক্ষা ওহে নারায়ণ !
এ কারাবন্ধন মোর করহ মোচন । ২৮ ।

भवे ममत्वं बत कुर्व्वता मया
कालः फणी क्षीररसेन पोषितः ।
ज्वलामि पश्चाद्गरलाग्निना विषं
कालाहिजं मे हर कालियान्तक ॥ २९ ॥

এ ভবে মমতা হায় ! করিয়া স্থাপন,
দুগ্ধ দিয়া কালসর্প করিনু পোষণ ;
বিষানলে জ্বলে প্রাণ, কালিয়দমন !
এ কালসর্পের বিষ কর হে হরণ । ২৯ ।

पदेऽपराद्धोऽस्मि सहस्रशस्ते
दह्ये ततस्तीव्रतरानुतापैः ।
लालप्यमानस्य सुतस्य दीनं
क्षमानिधे मर्षय मेऽपराधान् ॥ ३० ॥

কত শত অপরাধ করেছি ও পায়,
তাই ঘোর অনুতাপে জ্বলিতেছি হায় !
তব পদে এবে পুত্র কাঁদে হাহাকারে,
ক্ষমার আধার হরি ! ক্ষমহ আমারে । ৩০ ।

मातेव पुत्रस्य सुमन्दबुद्धेः
क्षन्तुं शतान्यर्हसि मेऽपराधान् ।
साध्वीं च बुद्धिं ननु बुद्धिदातः
प्रयच्छ मह्यं भगवन् सदैव ॥ ३१ ॥

মাতা যথা কুপুত্রের শত শত দোষ,
ক্ষমা করে নিজ গুণে নাহি করে রোষ;
ক্ষম মম অপরাধ তুমিও তেমতি,
বুদ্ধিদাতা হরি! সদা দাও হে সুমতি। ৩১।

आस्तां रतिस्त्वत्पदएव गाढ़ा
मा दुष्कृते मे मतिरस्तु भूयः।
त्वां पश्यतो मेऽरुणकोटिभासं
मोहान्धकारो विलयं प्रयातु ॥ ३२ ॥

তোমারি চরণে যেন থাকে গাঢ় রতি,
আর যেন পাপে হরি! নাহি যায় মতি;
কোটি অরুণের ভাতি হেরিয়া তোমার,
মোহ-অন্ধকার যেন নাহি থাকে আর। ৩২।

अज्ञाननिद्राप्रतिबोधितं मां
कृत्वा भवस्वप्नविमुक्तचित्तम्।
हरे विशोकं ह्यभयं पदं ते
ज्योतिर्म्मयं दर्शय दर्शय त्वम् ॥ ३३ ॥

মোহ-নিদ্রা হ'তে মোরে কর জাগরিত,
এ ঘোর সংসার-স্বপ্ন কর নিবারিত;
অশোক জ্যোতির্ম্ময় অভয় চরণ,
দেখাও দেখাও মোরে ওহে নারায়ণ!। ৩৩।

শ্রীমূর্ত্তিদর্শনম্।

বাসন্তচূতমুকুলেষ্বলিঝঙ্কৃতেষু
কুঞ্জেষু মঞ্জুকলকোকিলকূজিতেষু।
সম্পূর্ণশারদসুধাকরমণ্ডলেষু
সৌন্দর্য্যসাগর হরে তব মূর্ত্তিমীক্ষে ॥ ১ ॥

মধুমাসের চূতমুকুলে, অলিকুলের ঝঙ্কারে, নিকুঞ্জবনে কলকণ্ঠ কোকিলের মধুর কুহূরবে এবং শারদীয় সুধাকরের পরিপূর্ণ মণ্ডলে, হে সৌন্দর্য্যসাগর হরি! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ১।

প্রফুল্লপদ্মেষু সরোবরেষু
তারাবিচিত্রেষু নভস্তলেষু।
মাতুঃ স্তনে কারুণিকস্য চিত্তে
গোবিন্দ পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ২ ॥

যখন কমলকুল বিকসিত হইয়া সরোবরসকলকে সুশোভিত করে, যখন সুনীল নভোমণ্ডলে বিচিত্র তারকাপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হয়, যখন স্নেহময়ী জননীর স্তন হইতে অমৃতধারা নিঃসৃত হয়, যখন দয়ালুর হৃদয় দয়ারসে দ্রবীভূত হয়, তখন সেই সকল মধুময় দৃশ্যমধ্যে, হে গোবিন্দ! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ২।

বিচিত্রপুষ্পাসু বনস্থলীষু
সুগন্ধমন্দানিলবীজিতাসু।
বিহঙ্গসঙ্গীতনিনাদিতাসু
গোবিন্দ পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৩ ॥

যখন বনভূমিসকল বিচিত্র কুসুমমালায় সুসজ্জিত, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত এবং মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের সঙ্গীতরবে নিনাদিত হয়, তখন সেই শান্তিময় দৃশ্যমধ্যে, হে গোবিন্দ! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৩।

शिखण्डिकेका नवमेघमन्द्रे
भेकालिकण्ठाश्च नवाम्बुपाते।
झिल्लीरवाः सुमजने निशीथे
उद्बोधयन्त्यङ्ग तवैव मूर्त्तिम्॥ ४॥

নব-মেঘ-গর্জ্জনে শিখিগণের কেকারব, নববর্ষাগমে ভেককুলের কোলাহল, নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে ঝিল্লীরব, হৃদয়মধ্যে তোমারি মূর্ত্তিকে উদ্বোধিত করে। ৪।

प्रत्यग्रसिन्दूररसैरिवार्द्रै
र्बालातपैर्विच्छुरितेऽन्तरीक्षे।
पश्यामि सन्ध्याम्बुदविभ्रमेषु
प्रेमाभिरामां तव कृष्ण मूर्त्तिम्॥ ५॥

যখন ঊষাদেবী অভিনব সিন্দুররসের ন্যায় অপূর্ব্ব অরুণালোকে গগনতলকে সুরঞ্জিত করেন, যখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আতাম্র কিরণমালা সান্ধ্য মেঘস্তবকে প্রতিফলিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নব নব বিলাসলহরী প্রকাশ করে, তখন আমি সেই ভুবনমোহন দৃশ্যপটে, হে কৃষ্ণ! তোমারি প্রেমময়ী মনোমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করি। ৫।

ভক্তিপ্রগাঢ়মরকতসুপ্রকাশৈ:
ক্ষেত্রেষু কীর্ণেষু নবীনশস্যৈ:।
স্নিগ্ধেষু পশ্যামি চ পল্লবেষু
বিশ্বাভিরামং তব কৃষ্ণ রূপম্ ॥ ৬ ॥

যখন মরকতমণির ন্যায় শ্যামল নবীন শস্যসকল সমুদ্গত হইয়া ক্ষেত্রমণ্ডলকে অপূর্ব্ব বেশে বিভূষিত করে, যখন তরু-লতাসকল স্নিগ্ধ নবপল্লবে সুশোভিত হয়, তখন সেই কমনীয় দৃশ্যমধ্যে, হে কৃষ্ণ! আমি তোমারি বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন করি। ৬।

কঙ্কালমালাবহুলেঽতিরৌদ্রে
শ্মশানদেশে শবধূমধূম্রে।
প্রচণ্ডবাতক্ষুভিতেঽর্ণবে চ
প্রেক্ষে মহারুদ্র তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৭ ॥

চিতা-ধূমে ধূম্রবর্ণ শব-কঙ্কালে সমাকীর্ণ বিভীষিকাময় শ্মশানমধ্যে এবং প্রচণ্ড ঝটিকায় বিক্ষোভিত সমুদ্রমধ্যে, হে মহারুদ্র! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৭।

গাঢ়ান্ধকারাসু কুহূক্ষপাসু
দিব্যাপিঘোরাভ্রঘটাসু চৈব।
দম্ভোলিভীমধ্বনিতেষু বীক্ষে
মহাবিরাজস্য তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৮ ॥

যখন অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হয়, যখন ঘোরতর ঘনঘটায় গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়,

যখন ভীষণ কড় কড় শব্দে বজ্রাগ্নি স্ফুটিত হয়, তখন হে মহাবিরাট! আমি সেই লোমহর্ষণ দৃশ্যমধ্যে তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৮।

শশাঙ্কতারাপ্রতিবিম্বগর্ভান্
তোয়াশয়ান্ স্বচ্ছজলান্ সমীক্ষ্য।
উদেতি চিত্তে তব কাপি মূর্ত্তিঃ
অনন্তবৈচিত্র্যময়ী মুকুন্দ ॥ ৯ ॥

যখন চন্দ্রনক্ষত্রমণ্ডিত অসীম আকাশপট স্বচ্ছসরোবর-গর্ভে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সেই অপরূপ দৃশ্য দর্শনে, হে মুকুন্দ! আমার হৃদয়মধ্যে তোমার অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী এক অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। ৯।

পুণ্যানি তীর্থানি তপোবনানি
দৃষ্ট্বা সরিৎসাগরসঙ্গমাংশ্চ।
নামাবশেষাংশ্চ পুরাণদেশান্
পুরাতনং ত্বাং পুরুষং স্মরামি ॥ ১০ ॥

পবিত্র তীর্থ সকল, তপোবন সকল, নদী সমুদ্রের সঙ্গম সকল এবং নামাবশিষ্ট প্রাচীন স্থান সকল দর্শন করিয়া, হে পুরাণ পুরুষ! আমি তোমারি মূর্ত্তি ধ্যান করি। ১০।

লীলাঃ শিশূনাং গৃহচত্বরেষু
গবাং প্রচারেষু চ বৎসলীলাঃ।
জলেষু পশ্যন্ জলপক্ষিলীলাঃ
স্মরামি লীলাময়বিগ্রহং ত্বাম্ ॥ ১১ ॥

গৃহপ্রাঙ্গণে মধুরমূর্ত্তি শিশুগণের লীলা দর্শনে, গোষ্ঠে গোবৎসগণের লীলা দর্শনে, জলাশয়ে জলপক্ষিগণের লীলা দর্শনে, হে ভগবন্! তোমার অনন্তলীলাময়ী মূর্ত্তি আমার হৃদয়-মন্দিরে নৃত্য করিতে থাকে। ১১।

স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে
মধুব্রতানাং মকরন্দপানে।
দানে দয়ালোরথ ভক্তগানে
পশ্যামি মূর্ত্তিং করুণাময়ীং তে॥ ১২॥

যখন স্তন্যপায়ী শিশুসন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেখি, যখন মধুকরকে মকরন্দ পান করিতে দেখি, যখন দয়ালু ব্যক্তিকে দান করিতে দেখি, যখন ভক্তের মুখে ভগবৎসঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন, হে ভগবন্! আমি তোমারি করুণাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করি। ১২।

সতীষু নারীষু চ সর্ব্বভূত-
প্রক্ষামসন্তর্পণদীক্ষিতাসু।
পূর্ণান্নপূর্ণাস্বিব লক্ষয়েঽহং
মূর্ত্তিং হরে সত্ত্বময়ীং তবৈব॥ ১৩॥

যাঁহারা পতিব্রতা, সর্ব্বজীবের পরিপূর্ণ তৃপ্তিসাধনব্রতে দীক্ষিতা, গৃহস্থাশ্রমে পূর্ণ অন্নপূর্ণারূপে বিরাজমানা, সেই সকল রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিলে জ্ঞান হয়, হরি হে! যেন তোমারি সত্ত্বময়ী মাতৃমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি। ১৩।

মাণিক্যখণ্ডৈরিব দীপ্যমানৈঃ
খদ্যোতপুঞ্জৈর্নিচিতানগণ্যৈঃ।



वनद्रुमान् वीक्ष्य घनान्धकारे
स्मरामि ते मूर्त्तिमपूर्व्वरूपाम् ॥ १४ ॥

গাঢ় অন্ধকারে অগণ্য মাণিক্যখণ্ডের ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতমালায় যখন বনবৃক্ষসকল আপাদমস্তক প্রদীপ্ত হইতে থাকে, তখন আমি হৃদয়মধ্যে তোমারি অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করি। ১৪।

वनस्पतौ भूभृति निर्झरे वा
कूले समुद्रस्य सरित्तटे वा।
यत्रैव चित्ते समुदेति भक्तिः
तत्रैव पश्यामि तवैव मूर्त्तिम् ॥ १५ ॥

কি বনস্পতি, কি ভূধর, কি নির্ঝর, কি সমুদ্রকূল, কি নদীতট, যখন যে দৃশ্য দর্শনেই মনে ভক্তির উদ্রেক হয়, তখন সেই দৃশ্যমধ্যেই তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ১৫।

कीटे पतङ्गे च सरीसृपे च
मीने पशौ पक्षिणि मानवे च।
स्थूले च सूक्ष्मे च जले स्थले खे
पश्यामि ते रूपमनन्तरूप ॥ १६ ॥

কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্য, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, যাহাতেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, হে অনন্তরূপ! আমি তোমারি রূপ দর্শন করি। ১৬।

भूतेषु सर्व्वेषु चराचरेषु
दूरे समीपे च पुरश्च पश्चात्।

বিলোকয়াম্যূর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
হে কৃষ্ণ তে রূপমনন্তরূপ ॥ ১৭ ॥

চরাচর সমস্ত পদার্থে, দূরে, সমীপে, অগ্রে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, তির্য্যক্ ভাগে, হে অনন্তরূপ কৃষ্ণ! আমি তোমারি রূপ দর্শন করি। ১৭।

অহো নিমগ্নস্তব রূপসিন্ধৌ
পশ্যামি নান্তং ন চ মধ্যমাদিম্।
অবাক্ চ নিস্পন্দতরো বিমূঢ়ঃ
কুত্রাস্মি কোঽস্মীতি ন বেদ্মি দেব ॥ ১৮ ॥

অহো! আমি তোমার রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া, আদি অন্ত মধ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; আমি অবাক্, স্পন্দহীন ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছি; হে দেব! কে আমি? কোথা আছি? কিছুই জানিতে পারিতেছি না। ১৮।

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে হরেঽচিন্ত্যশক্তে।
নমস্তে নমস্তেঽখিলাশ্চর্য্যসিন্ধো
মহাদেব শম্ভো নমস্তে নমস্তে ॥ ১৯ ॥

হে বিভো! বিশ্বমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে অচিন্ত্যশক্তিধারিন্ হরি! তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে নিখিল আশ্চর্য্যের আধার! তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে মহাদেব শম্ভো! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। ১৯।

মাতৃপদাঞ্জলিঃ।

(ভগবতী মাতৃমূর্ত্তিস্তোত্রম্)

সর্ব্বসুমঙ্গলসম্ভতিদাত্রি
বরদেঽভয়দে ত্রিভুবনধাত্রি।
শঙ্করি শঙ্করহৃদয়বিলাসে
ময়ি কুরু করুণাময়ি তব দাসে ॥ ১ ॥

ও জননি ! তুমি সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী,
অভয়া বরদা তুমি ত্রিলোকপালিনী ;
শঙ্করি ! বিহর হর-হৃদি-সিংহাসনে,
কিঙ্করে কৃতার্থ কর কৃপা-বিতরণে। ১।

সর্ব্বজগন্ময়ি সাধকসাধ্যে
দীনদয়াময়ি পরমারাধ্যে।
তত্ত্বং জ্ঞাতুং প্রভবতি কস্তে
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে ॥ ২ ॥

সর্ব্বময়ি ! সর্ব্বঘটে তব অধিষ্ঠান,
সাধনার ধন তুমি আরাধ্য প্রধান ;
দয়াময়ি ! তব তত্ত্ব কে জানিতে পারে,
জয় দেবি ভগবতি ! প্রণমি তোমারে। ২।

ব্রাহ্মি মহেশ্বরি বৈষ্ণবি শক্তে
ময়ি কুরু করুণাময়ি তব ভক্তে।
ত্বমসি গতিঃ কিল জগতি সমস্তে
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে ॥ ৩ ॥

তুমি ব্রাহ্মী মহেশ্বরী বৈষ্ণবী শকতি,
ভকতে করুণা কর ও মা ত্রিমূরতি !
জগদম্বে ! ত্রিজগতে তুমিমাত্র গতি,
জয় দেবি ভগবতি ! তব পদে নতি। ৩।

सिद्धेश्वरि परमेश्वरि तारे
सीदाम्यहमतिदुर्गतिभारे।
दुर्गे दुर्गतिहारिणि मातः
चरणमहं तव शरणं यातः ॥ ४ ॥

তুমি গো মা ! সিদ্ধেশ্বরী পরমা ঈশ্বরী,
দুর্গতি-সাগরে দুর্গে ! তুমিমাত্র তরী ;
দুর্গতি-সাগরে আমি হতেছি মগন,
অভয় চরণে তাই লয়েছি শরণ। ৪।

काञ्चनमय इव हरिणो रामं
कर्षति मोहो मामविरामं।
मोहतिमिरशतभास्करभासं
दर्शय निःभयचरणविकासं ॥ ५ ॥

সোণার হরিণ হেরি' শ্রীরাম যেমন,
লোভে ভুলি' হারাইল সীতা হেন ধন ;
মায়ার কুহকে আমি ভুলিয়া তেমন,
হারায়ে রয়েছি হায় ! ও রাঙা চরণ ;
মোহ-অন্ধকারে শত সূর্য্য-পরকাশ,
দেখাও অভয় পদ পূর্ণ কর আশ। ৫।

न मन्त्रं नो तन्त्रं जननि न च जाने स्तुतिकथां
नचाह्वानं ध्यानं जननि न च जानेऽर्चनविधिम्।
तपो वा योगं वा किमपि न हि जाने जड़मतिः
परं जाने मातस्त्वदभयपदं निर्वृतिपदम् ॥ ६ ॥

মন্ত্র তন্ত্র জপ তপ ভজন পূজন,
জননি! জানি না কিছু আমি অভাজন;
স্তুতি বা প্রণতি আমি জানি না কেমন,
জানি না জননি! যোগ ধ্যান আবাহন;
ও মা তারা! জানিমাত্র অভয় চরণ,
সর্ব্ব শোক সর্ব্ব দুঃখ যে করে হরণ। ৬।

न ब्राह्मं न च वैष्णवं मम मनो नो शाम्भवं वैभवं
स्वाराज्यं न च काङ्क्षति क्षितिपतेः प्राज्यञ्च राज्यं न वा।
वेधोविष्णुशिवादिकैरपि नुतं ध्यातञ्च योगीश्वरैः
मातस्ते पदमेव देहि ननु मे स्वर्गापवर्गाधिकम् ॥ ७ ॥

ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ, শিবের বৈভব,
ইন্দ্রপদ, রাজপদ, চাহি না সে সব;
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করেও করে যাহা গান,
নারদাদি যোগিবরে করে যাহা ধ্যান;
স্বর্গ মোক্ষ যে পদের নহেক সমান,
ও মা! তব সেই পদ কর মোরে দান। ৭।

मातर्ब्रह्ममयि त्वदीयचरणे प्राणा मया स्थापिताः
त्वं तान् रक्ष हरायथवापि नरकज्वालानले वा क्षिप।

স্বেচ্ছা তে স্বধনে যদিচ্ছসি কুরু ত্বং মাতরিচ্ছাময়ী
বস্বাত্বং পরকীয়বস্তুবিষয়ে নাস্ত্যেব কিঞ্চিন্মম ॥ ৮ ॥

ও মা তারা ব্রহ্মময়ি ! তব এ সন্তান—
সঁপেছে তোমারি পদে আপনার প্রাণ ;
সে প্রাণ রাখহ কিম্বা করহ সংহার,
জ্বলন্ত নরকে গতি কর বা তাহার ;
কর গো মা ইচ্ছাময়ি ! যাহা ইচ্ছা মনে,
সম্পূর্ণ তোমারি ইচ্ছা আপনার ধনে ;
যে দ্রব্যে নাহিক আর মম অধিকার,
তাহার বিষয়ে আমি কি বলিব আর। ৮।

ছিন্ধি বা ভিন্ধি বা মাতর্মাং বা মারয় কুট্টয়।
নাহং জাতু মহাপাপী ত্যজামি চরণং তব ॥ ৯ ॥

কাটিয়াই ফেল মোরে অথবা কুটিয়া,
কিম্বা দেবি ! ফেল মোরে ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া ;
আমি যে মা ! মহাপাপী ধরেছি চরণ,
কিছুতেই ছাড়িব না করিয়াছি পণ। ৯।

স মারুতির্দর্শিতবান্ হনুমান্
বিদার্য্য বক্ষঃ কিল রামনাম।
দাসস্য মাতস্তু তবাস্য পশ্য
সর্ব্বেষু দেহাণুষু মাতৃনাম ॥ ১০ ॥

বিদীর্ণ করিয়া নখে বক্ষ আপনার,
'রাম' নাম দেখাইল পবন-কুমার ;

কিন্তু তব এ দাসের দেখ মা! তনুতে—
'মা'-নাম জ্বলিছে তার অণুতে অণুতে। ১০।

चण्डाललोकोऽपि न चेत् स्पृशेत्तं
कीटाधमश्चेदपि संत्यजेत्तम्।
क्रोड़ीकरोत्येव तथापि माता
शक्नोति हातुं निजमङ्गजं किम्॥ ११॥

চণ্ডালেও যদি তারে স্পর্শ নাহি করে,
নরককীটেও যদি তারে পরিহরে;
তথাপি জননী তারে নিজ কোলে টানে,
মায়ে কি ফেলিতে পারে আপন সন্তানে?। ১১।

त्यक्तुं सुतश्चेदपि वाञ्छसि त्वं
त्यक्तुं न शक्नोम्यतिपातकी त्वां।
दाहज्वरार्त्तिज्वलितः सुतः किं
त्यजेत् स्वमातुः शिशुरङ्कशय्यां॥ १२॥

ত্যাজ্য পুত্র যদি মোরে চাহ করিবারে,
নারিবে এ মহাপাপী ছাড়িতে তোমারে;
বিষম জ্বরের দাহে জ্বলে যার প্রাণ,
ছাড়ে কি মায়ের কোল সে শিশু সন্তান?। ১২।

पापी महानप्यहमस्मि पुत्त्रः
पदे पदं चेन्न ददासि मातः।
त्यजेत् कुपुत्त्रं जननीति लोके
भवेत् 'परीवादनवावतारः'॥ १३॥

যতই হই না পাপী, আমি ত সন্তান,
আমায় যদি মা ! পদে নাহি দাও স্থান ;
"কুপুত্র বলিয়া মাতা করিল বর্জ্জন"—
মার নামে এ কলঙ্ক হইবে নূতন । ১৩ ।

आवाहनान्ते प्रतिमां तवान्ये
विसर्जयन्त्येव जलेषु मातः ।
तां ध्यानलब्धां प्रतिमामहं तु
न प्राणबद्धामलमस्मि मोक्तुम् ॥ १४ ॥

অপরে প্রতিমা তব করি' আবাহন,
শেষে তাহা জলমাঝে করে বিসর্জন ;
কিন্তু যে প্রতিমা আমি পেয়েছি ধেয়ানে,
গাঁথিয়া রেখেছি তাহা পরাণে পরাণে ;
আগেতে পরাণ-গ্রন্থি না করি' ছেদন,
কেমনে প্রতিমা তব দিব বিসর্জন । ১৪ ।

ध्यानं च दानं परिपूजनं वा
होमो बलिर्वापि तवैव नाम ।
नारि कुमारस्य तवास्य सर्व्वं
तपःफलं मेऽम्ब तवैव नाम ॥ १५ ॥

আমি যে কুমার মার মা বিনা জানি না আর
ও মা তারা ! কুমারের তুমিই সাধনা,
তুমি মোর দান ধ্যান পূজা হোম বলিদান
'মা'-নামে পূরাই যত মনের বাসনা । ১৫ ।

ওঙ্কারহুঙ্কৃতিনিনাদিনি দেবি দুর্গে
ব্রহ্মাণ্ডকোটিপরিমণ্ডলমুণ্ডমালে।
দুর্দ্দান্তমোহমহিষাসুরঘাতিনি ত্বং
জ্ঞানাসিধারিণি শিবানি ময়ি প্রসীদ॥ ১৬॥

সঘনে ওঙ্কারশব্দে ছাড়ি' হুহুঙ্কার,
নাস্তিক-দানব-দর্প করিছ সংহার;
ব্রহ্মাণ্ড অনন্তকোটি হৃদয়-আধারে—
গাঁথিয়া পরেছ মুণ্ডমালার আকারে;
অজ্ঞান-মহিষাসুর নাশিবার তরে,
ঝলসিছে জ্ঞান-অসি দেবি! তব করে;
শিবময়ি! তব পদে লয়েছি শরণ,
কিঙ্করে করুণাকণা কর বিতরণ। ১৬।

(গানম্)

জয় ভয়বারিণি নির্বৃতিকারিণি
দুর্গতিহারিণি তারিণি হে
জয় নারায়ণি দেবি সনাতনি
জননি ত্রিভুবনপালনি হে।
শ্মশানবাসিনি রুদ্রবিলাসিনি
কালি কলুষকুলনাশিনি হে
জয় জয় শঙ্করি ভক্তাশুভঙ্করি
বিশ্বেশ্বরি পরমেশ্বরি হে॥ ১৭॥

अन्तिमप्रार्थना—

मायापुत्तलिकाभिरात्मजसुताजायादिभिः खेलया
तारे ब्रह्ममयि स्मृतं नहि मया नाम त्वदीयं सकृत् ।
याती जीवनभास्करोऽस्तमधुना कालत्रियामागता
हा मातः क्व गतासि सान्त्वय सुतं स्वोत्सङ्गशय्यातले ॥१८॥

মায়ার পুতলী দারা সুত পরিজন,
সে সব লইয়া ছিনু খেলায় মগন ;
ও মা তারা ব্রহ্মময়ি ! কি বলিব হায় !
ভুলেও বারেক নাহি ডাকিনু তোমায় ;
আয়ু-সূর্য্য অস্ত গেল ফুরাইল বেলা,
কালরাত্রি এল এবে সাঙ্গ হ'ল খেলা ;
হায় মা ! রহিলে কোথা ! কাঁদিতেছে ছেলে,
সান্ত্বনা করহ তারে নিজ কোলে ফেলে । ১৮ ।

करालकालवदनाज्जृम्भमाणान्ममान्तिके ।
अगतिं रक्ष मां मातः कालि कालनिवारिणि ॥ १९ ॥

শিয়রে শমন ওই ! মেলিছে বদন—
গ্রাসিতে আমারে গো মা ! আমি অশরণ ;
তাই ডাকি ও মা কালি ! কালনিবারিণি !
করাল কালের গ্রাসে রক্ষ গো তারিণি ! । ১৯ ।

पाषाणवत् सुकठिने हृदयेऽपि माता
नो जातु कालकवले विसृजत्यपत्यम् ।
मातस्त्रिलोकजननी करुणामयी त्वं
हाहा यमाय कथमेव ददासि पुत्रम् ॥ २० ॥

হ'লেও মায়ের প্রাণ পাষাণসমান,
না পারে যমেরে দিতে আপন সন্তান;
তুমি মা! করুণাময়ী বিশ্বের জননী,
কোন প্রাণে দিবে যমে আপন বাছনি। ২০।

मा मेति वक्तुमसकृद् यतते मनो मे (१)
क्षीणाद्विनिःसरति किन्तु वचो न कण्ठात्।
निस्पन्दता वपुषि हा श्वसितं च कण्ठे
पुत्रेति मृत्युसमये सकृदाह्वय त्वम्॥ २१ ॥

মনে করি 'মা'-'মা' বোলে ডাকি বারবার,
ক্ষীণ কণ্ঠে বাক্য কিন্তু না সরে আমার;
কণ্ঠশ্বাস হৈল দেহে স্পন্দ নাহি আর,
'পুত্র' বোলে মৃত্যুকালে ডাক একবার। ২১।

पाणी न मे प्रसरतोऽञ्जलिबन्धनाय
नो मे शिरोऽपि जननि प्रणतौ क्षमं ते।
त्वन्नामकीर्त्तनविधौ विवशा च जिह्वा
देवि प्रतीच्छ मनसापचितिं मुमूर्षोः॥ २२ ॥

কেমনে মা! করজোড়ে প্রণমি তোমায়,
অসাড় হইল হস্ত তোলা নাহি যায়;

(१) माशब्दो मातृवाचकः,—

"मा शिवश्चन्द्रमा वेधा मा लक्ष्मीश्च प्रकीर्त्तिता।
मा च मातरि माने च बन्धने च समीरिता"॥

(एकाक्षरकोषः)

ভাঙ্গিল ঘাড়ের ডগি কি করিব হায়!
মাথা তুলি' প্রণমিতে না পারি তোমায়;
হায় রে! রসনা মোর বশে নাহি আর,
বলনা কেমনে নাম লইব তোমার;
মানসে পূজিনু তাই অন্তিমে এখন,
এস মা! মানস-পূজা করহ গ্রহণ। ২২।

परिक्षीणा नाड़ी पतति चरमोच्छासनिवहः
हिमाङ्गः कायो मे तमसि निविड़े दृग् विशति च।
अयि तारे मातश्चरमसमये ब्रह्ममयि ते
पदाम्भोजस्पर्शं मम शिरसि देहि क्षणमपि ॥ २३ ॥

ক্ষীণ হৈল প্রাণনাড়ী নাহিক চেতন,
গভীর আঁধারে দৃষ্টি হৈল নিমগন;
বহিছে অন্তিম শ্বাস দেহ হিমময়,
ও মা তারা ব্রহ্মময়ি! কোথা এ সময়!
মৃত্যুকালে সন্তানেরে রহিলে কি ভুলে?
বারেক মাথায় দাও পাদপদ্ম তুলে। ২৩।

एहि देहि पदस्पर्शमशिवेऽस्मिन् शवे शिवे।
त्वत्पदस्पर्शमात्रेण शवोऽपि शिवतां व्रजेत् ॥ २४ ॥

এস মা! এস মা শিবে! দাও দরশন,
এ অশিব শবে পদ কর পরশন;
ও পদ-মহিমা গো মা! কি বলিব আর,
শবেও শিবত্ব পায় পরশে উহার। ২৪।

"सर्व्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्व्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते" ॥

इति श्रीताराकुमारकविरत्नविरचितं
कृष्णभक्तिरसामृतं
समाप्तम्।

ओम्

॥ तत् सत् ॥

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥"

(শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু)

পরিশিষ্টম্।

গ্রন্থকর্তো বংশাখ্যানম্।

গোত্রে পবিত্রেঽজনি কৌশিকানাম্
আচার্য্যচূড়ামণিনামরূঢ়ঃ।
বিপ্রঃ পবিত্রীকৃতজীবলোকো
দিবশ্চ্যুতো গাঙ্গইব প্রবাহঃ॥ ১॥

পবিত্র কৌশিক গোত্রে আচার্য্যচূড়ামণি নামে বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেন গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় দিব্যলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া জীবলোককে পবিত্র করিয়াছিলেন। ১।

শ্রীরামনারায়ণতর্কপঞ্চা-
ননোঽভবৎ সিদ্ধকুলে তদীয়ে।
যদীয়পুণ্যার্জ্জিতকীর্ত্তিরাশিঃ
প্রোদ্ভাসয়ামাস দিশঃ শশীব॥ ২॥

সেই আচার্য্যচূড়ামণির সিদ্ধবংশে শ্রীরামনারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন নামে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুণ্য-কর্ম্মজনিত যশোরাশি চন্দ্রমার ন্যায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়াছিল। ২।

যস্মিন্ দিব্যমহোরাশৌ দীপ্যমানে রবাবিব।
নান্যে সদঃসু বিদ্বাংসো দীপাইব দিদীপিরে॥ ৩॥

অলৌকিক তেজোরাশি সেই তর্কপঞ্চানন যখন যে সভা আলোকিত করিতেন, তথায় আর সকল পণ্ডিত, সূর্য্যের নিকট দীপমালার ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেন। ৩।

নবদ্বীপাধিপাদ্যা যং গুণজ্ঞাঃ খ্যাতকীর্ত্তয়ঃ।
বিদ্বদ্বরমসামান্যৈর্দানমানৈরপূজয়ন্ ॥ ৪ ॥

নবদ্বীপাধিপতি প্রভৃতি প্রখ্যাতকীর্ত্তি গুণজ্ঞ মহোদয়গণ সেই পণ্ডিতবরকে, সর্ব্বোচ্চ দান ও সর্ব্বোচ্চ সম্মান দ্বারা পূজা করিতেন (১)। ৪।

ব্যাসনাম্না জগুঃ কেচিৎ কেচিদ্দ্বয়ন্তেশ্বরাখ্যয়া।
যং দাক্ষিণাত্যা মনুজা যৎপ্রভাবেণ বিস্মিতাঃ ॥ ৫ ॥

দাক্ষিণাত্য সমাজের লোকেরা তাঁহার প্রভাবদর্শনে

---

(১) তদানীন্তন নবদ্বীপাধিপতির সভায় বঙ্গের ৫ জন পণ্ডিত সর্ব্বোচ্চ বিদায় পাইতেন। তাঁহাদের একজন পরলোক গমন করায়, সেই পদ কাহাকে দেওয়া যায় এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। অনেকে অনেক পণ্ডিতের নাম করিলেন। কিন্তু কলিকাতার রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর প্রভৃতি তর্কপঞ্চাননকেই যোগ্যপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। নবদ্বীপাধিপতি স্বয়ং গুণের বিচার করিবার জন্য সমস্ত পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া সভা করিলেন। সভায় তর্কপঞ্চানন উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার মহাপুরুষোচিত অসামান্য মূর্ত্তি দেখিয়াই রাজা সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর, দর্শনশাস্ত্রঘটিত অতি দুরূহ বিষয়ের মীমাংসার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। তিন দিন সভাশুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তদবধি সর্ব্বোচ্চ বিদায় তাঁহাকেই প্রদত্ত হইত।

বিস্মিত হইয়া, কেহ তাঁহাকে 'ব্যাসদেব'-নামে, কেহ বা তাঁহাকে 'যজ্ঞেশ্বর'-নামে কীর্ত্তন করিতেন (১)। ৫।

যং যান্তমনুযান্তি স্ম পরিবার্য্য স্থিতাঃ স্থিতম্।
মনস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সাক্ষাদিব যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৬ ॥

সমাজের মান্য গণ্য শত শত ব্রাহ্মণ, তিনি গমন করিলে, সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতেন, এবং তিনি বসিলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন। ৬।

যস্যাজ্ঞা বেদবাণীব ন ব্যাহন্যত কুত্রচিৎ।
মালেব সাদরং সর্ব্বৈর্দ্ধৃয়তে স্ম স্বমৌলিভিঃ ॥ ৭ ॥

তাঁহার আদেশ বেদবাক্যের ন্যায় সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত ছিল; সকলে তাহা মালার ন্যায় সাদরে শিরোধার্য্য করিতেন। ৭।

---

(১) কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণে রাজপুর ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য গ্রামে বহুসংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। তর্কপঞ্চানন ঐ অঞ্চলের বৈদিক-সমাজের দলপতি ছিলেন। রাজপুরের অনতিদূরে কোদালিয়া গ্রামে তিনি বাস করায়, এবং গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী 'গোঘাটা' নামক ভূতপূর্ব্ব-গঙ্গার ঘাটে তিনি স্নান করায়, সকলে বলিত,—

"কোদালিয়া পুরী কাশী গোঘাটা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো রামনারায়ণঃ স্বয়ম্" ॥

অর্থাৎ—যথায় সাক্ষাৎ ব্যাসদেব রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অধিষ্ঠান সেই কোদালিয়া গ্রাম কাশীপুরী, এবং তত্রত্য গঙ্গার ঘাট মণিকর্ণিকা তীর্থ। এ প্রবাদ অদ্যাপি বৃদ্ধলোকের মুখে শুনা যায়। কোনও ক্রিয়া-বাটীতে তর্কপঞ্চাননের আগমনমাত্রেই সকলে পরমানন্দে বলিয়া উঠিতেন,—যজ্ঞেশ্বরের অধিষ্ঠান হইয়াছে, এক্ষণে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে। তাঁহার নিজ বাটীতে মহাসমারোহে অবিশ্রান্ত ক্রিয়াকলাপ চলিত।

श्रीकृष्णमोहनशिरोमणिरित्यनर्घ्यो
व्यासस्य तस्य शुकदेववदात्मजोऽभूत्।
नारायणः सुविमले सरसीव चन्द्रो
यस्यान्तरात्मनि सदा प्रतिविम्बितोऽभूत्॥ ८॥

ব্যাসদেবের পুত্র যেমন শুকদেব, তেমনি সেই রাম-নারায়ণের অমূল্য পুত্ররত্ন শ্রীকৃষ্ণমোহনশিরোমণি। যেমন স্বচ্ছ সরোবরগর্ভে পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি তদীয় হৃদয়মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম সদা প্রতিবিম্বিত ছিলেন। ৮।

यो लोकोत्तरया भक्त्या श्रीकृष्णमपि मोहयन्।
श्रीकृष्णमोहनाख्यां स्वामन्वर्थां कृतवान् भुवि॥ ९॥

তিনি অলৌকিক ভক্তিগুণে শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণমোহন' এই নিজ নাম সার্থক করিয়াছিলেন। ৯।

सर्व्वेषु भूतेषु दयार्द्रचेताः
मूर्त्तिः क्षमाया वशिनां वरिष्ठः।
यो योगदृष्ट्याखिलमेव विश्वं
चराचरं विष्णुमयं ददर्श॥ १०॥

তাঁহার হৃদয় সর্ব্বভূতে দয়ারসে সদাই আর্দ্র ছিল; তিনি ক্ষমাগুণের মূর্ত্তিস্বরূপ এবং জিতেন্দ্রিয়গণের অগ্রগণ্য ছিলেন; তিনি যোগ-নেত্রে চরাচর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিষ্ণুময় দর্শন করিতেন। ১০।

निपीय यस्याननचन्द्रनिःसृताम्
अपूर्व्वगोविन्दकथासुधां जनः।

নিরস্তসংসারসমস্তযাতনো

ন্যমজ্জদানন্দমহোদধৌ মুহুঃ ॥ ১১ ॥

লোকসকল তাঁহার মুখচন্দ্র-বিনিঃসৃত অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ-কথারূপ সুধা পান করিয়া, সংসারের সমস্ত যাতনা বিস্মৃত হইয়া, বারংবার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইত। ১১।

সচ্চিদানন্দযোগেন নিলীনঃ সচ্চিদাত্মনি।

নিত্যানন্দময়ং ধাম বৈকুণ্ঠং যোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥

তিনি সচ্চিদানন্দ-যোগে নিমগ্ন হইয়া, সেই সচ্চিদানন্দময় নারায়ণে বিলীন হইয়া, এক্ষণে নিত্যানন্দময় বৈকুণ্ঠধামে বিরাজ করিতেছেন। ১২।

তারাকুমারেণ তদাত্মজেন

তৎপাদপদ্মার্পিতমানসেন।

প্রীত্যৈ মুকুন্দস্য মুকুন্দভক্তি-

রসাত্মকং কাব্যমিদং নিবদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥

তাঁহার পুত্র শ্রীতারাকুমার, সেই পিতৃদেবের পাদপদ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকামনায়, এই কৃষ্ণভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ প্রণয়ন করিল। ১৩।

ওঁ

"জয় জগদীশ হরে"

